



বিষ্ণ্নতা, পরিতৃপ্তি এবং উচ্চাকাংজ্ঞা সামির খান শাইখ উসামার শাহাদাত বরণের ফলে আল-কায়দা সংগঠনের শুধু শক্তিই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের ম্যাগাজিন বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরিস্থিতি এখন খুব মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। একটির পর একটি দেশের পতন ঘটে চলেছে আর আমাদের ভাইয়েরা এর টুকরোগুলাকে কুড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিষয়টি এমন! যেন কেউ একটি পাকা ফলের বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর বাগানের বিভিন্ন গাছ থেকে একটির পর একটি ফল তার মাথার উপরের ঝুড়িতে পড়া শুরু করেছে এবং এভাবে একসময়ে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মুজাহিদীনদের কাজগুলো তাদের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছিল। যখন চতুর্দিকে সবাই একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিল; ঠিক সেই মূহুর্তে মুজাহিদীনগণ আসন্ন শরীয়াহ শাসনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আজ পতনের এই আনন্দঘন মূহুর্তে চারদিকে আমরা সবাই খুবই উত্তেজনা অনুভব করছি। ইয়েমেনের দক্ষিণে মুরতাদ বাহিনীর শোচণীয় পরাজয় ঘটেছে এবং সেই ভূমিকে ইয়েমেনের দূর্নীতিবাজ সরকারের কালো হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। তবে কোন কিছু পেতে হলে সেজন্য কিছু মূল্য দিতে হয়। এই বরকতময় যুদ্ধে কিছু ভাইকে আমাদের হারাতে হয়েছে; যারা প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের সাথে একদম প্রথম দিন থেকেই ছিলেন। এ রকমই কিছু শহীদদের নিয়ে এবারে আমাদের একটি বিশেষ প্রতিবেদন করা হয়েছে যা আপনি পড়তে পারবেন।

পরিশেষে, আমরা আমাদের মহান নেতার জন্য শোকাহত এবং একই সাথে এই উন্মাহ-কে তাঁর শাহাদাত বরণের সুসংবাদ দিচ্ছি।তিনি এই মূহুর্তটির জন্য দীর্ঘ ৩০ বছর যাবং অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে তাঁর জীবনের শুরুর দিক থেকেই আফগানিস্তানের পাহাড়গুলোতে জিহাদের জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ছিলেন এবং এমন একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন যা আজও পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি কুফ্ফারদেরকে ধ্বংস করার জন্য সকল যুগের সবচেয়ে উত্তম পরিকল্পনাশুলোই করেছিলেন, যেমনঃ ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে আক্রমণ চালানো। এ ধ্রনের মহৎ জীবন শুধু শাহাদাতের মাধ্যমেই শেষ হওয়া দরকার ছিল।

এখন জিহাদের এই পতাকাকে শাইখ আইমান তুলে ধরেছেন। তিনি এই ইসলামিক আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে এর সাথে ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি এই সংগঠনটির ভিত্তি মজবুত করার জন্য নেতৃত্ব দিবেন। আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দো'আ করি, যেন তিনি শাইখ আইমানকে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা দান করেন।

ইয়াহিয়া ইব্রাহিম

এ পর্বে রয়েছে

শাইখ উসামার শাহাদাহ্	٩
বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বার্তা	63
ব্যতিক্রমী প্রজন্ম	C8







বিষয়ঃ শাইখ উসামা'র শাহাদাহ বরণ



ক্বাইদাহ আল-জিহাদ

শাইখ উসামার শাহাদাহ

সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রতি যিনি বলেছেনঃ ব্**আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তারা যা কিছু সংগ্রহ করে, আল্লাহ্** তা**'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম**। ৄ [৩ঃ ১৫৭] সলাত ও সালাম তাঁর ﷺ এর উপর, যিনি বলেছেনঃ "আমি ইচ্ছা করি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই, অতঃপর আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই এবং অতঃপর নিহত হই।" এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা ন্যায় পরায়ণতার সাথে সত্যকে প্রচার করেছিলেন এবং জীবন দিয়ে দ্বীনকে রক্ষা করেছিলেন এবং দ্বীনকে উঁচু করতে রক্ত ঝরিয়েছিলেন। ব্বআল্লাহর পথে তাদের যে কষ্ট হয়েছে, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দূর্বলও হয়নি এবং দমেও যায়নি। ৄ [৩ঃ ১৪৬] এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা বিচার দিবস পর্যন্ত তাদের পথ অনুসরণ করেছে, যুদ্ধ করেছে এবং তাদের মত সবর করেছে।

এই উম্মাহর গৌরবময় ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন, অতীতের বরকতময় দিনগুলোর দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, এই ধরনের মর্যাদাপূর্ণ বীরদের জন্য এটি নতুন কোন বিষয় নয় এবং ইতিহাসের এই দুর্গম সুদীর্ঘ পথ এ ধরনের মহৎ ব্যক্তিগর্বের স্মৃতিগাঁথায় ঘিরে রয়েছে। আর এরপই একটি দিনে আমাদের প্রাণপ্রিয় শাইখ, মুজাহিদ, কমান্ডার, আত্মত্যাগী, মুহাজির আবু আবদুল্লাহ উসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদিন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, হক্বের উপর অটল থেকে, কথাকে কাজ দ্বারা বাস্তবায়ন করে এবং দাবীর প্রমাণ দিয়ে শহীদ হয়ে এই উম্মাহর মহৎ ব্যক্তিদের কাফেলাতে যোগ দিয়েছেন। যেই কাফেলাতে মহান নেতৃবৃন্দ, অনুগত মুজাহিদগণ এবং সম্মাণিত বীরগণ একের পর এক যোগ দিয়েছিলেন। যারা সবাই এই দ্বীনকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করার বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এই নেতৃত্বকে তাদের হাতে তুলে দিতে ও অবমাননা করতে, যাদের উপর আল্লাহ লাঞ্চনা ও দুর্দশা লিখে রেখেছেন এবং যারা আল্লাহর লা'নত এবং পথভষ্টতা অর্জন করেছে।

তিনি তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে, শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি দিয়ে এবং তিনি তাদের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিলেন, যারা অহংকার আত্মন্তরিতার সাথে তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, এয়ারক্রাফট এবং সৈন্য বাহিনী নিয়ে হামলা করতে এসেছিল। তাঁর দৃঢ়সংকল্পে কোন ঘাটতি হয়নি কিংবা শক্তিতেও তিনি দূর্বল হননি। বরং তিনি পাহাড়ের মত অটল থেকে তাদের মুখোমুখি হয়ে মোকাবিলা করেছেন এবং তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, যেমন এরূপ হাজারও অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে তাঁর ছিল, পরে তিনি নিজেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসকে পূর্ণ করে বিশ্বাসঘাতক এবং কুফ্ফারদের বুলেটকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আত্মাকে তাঁর প্রতিপালকের নিকট সমর্পন করে দিয়েছিলেন, আবৃত্তি করতে করতেঃ

যে বাতিলকে দুরীভূত করতে তাঁর আত্মাকে তাঁর রবের প্রতি সমর্পন করে দেয়, সে কিভাবে নিন্দিত হবে?

…তাঁর আলোকজ্জল জীবনের পরিসমাপ্তিতে তিনি এমন এক মর্যাদাপূর্ণ সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যা তিনি বহু বছর ধরে খুঁজছিলেন, যার সন্ধানে তিনি সারা দুনিয়া ভ্রমন করেছিলেন। তিনি তা পেয়েছেন এবং হাসিমুখেই তিনি তার মুখোমুখি হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই এটিই হচ্ছে আল্লাহর জন্য শাহাদাহ।

﴿এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল এবং এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।

▶ [8১ঃ ৩৫]

দিগন্তে তাঁর কথার এখনও প্রতিধ্বনি হচ্ছেঃ "সেই সুখী যাকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে পছন্দ করেছেন"। তাঁর চিন্তা অক্ষমের মত ছিল না!

যে ব্যক্তি যুদ্ধে লড়াই করে এবং ভাবে যে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সে নিজেকে অক্ষম ভাবলো।

এই উম্মাহকে তার সংকর্মশীল সন্তান উসামার শাহাদাহর জন্য অভিনন্দন জানাই! এমন এক জীবন যা ছিল সংগ্রাম, উদ্যম, দৃঢ়সংকল্প, ধৈর্য্য, উৎসাহ,জিহাদ, সততা, মহত্ব, হিজরত, শ্রমন, ইখলাস এবং বুদ্ধিমন্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় পূর্ণ। এই সময়ের শাইখুল জিহাদের দুনিয়ার আয়ু শেষ হয়েছে। সুতরাং তাঁর রক্ত, কথা, তাঁর পদক্ষেপ, তাঁর সর্বশেষ মুহুর্ত আমাদের মুসলিম উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে একটি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, তাঁর থেকে শিক্ষা নিবে যে, নিছক চিন্তা এবং আশা থেকে সম্মান তৈরী হয় না, শিক্ষা নিবে যে প্রতিপত্তি এবং পদক দিয়ে নেতৃত্ব আসে না, জানবে যে, নিছক বক্তৃতা আর সমাবেশে জিহ্বা আওড়ানোর নামই আক্বীদা এবং মূলনীতি নয়। এই দ্বীন তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল নয় যারা তাদের অবসর সময়েই শুধু কাজ করে থাকেন; বয়ং যারা এর মূল্য পরিশোধ করতে এবং এর জন্য সব ধরনের কষ্ট সহ্য করতে তৈরি আছে, তাদের জন্যই দুনিয়া এবং আথিরাতে সম্মানের পথ উম্মুক্ত রয়েছে। আর সবর এবং ইয়াক্বীন ব্যতীত এই দ্বীনে নেতৃত্ব অর্জিত হয় না, একজন মুসলিমের প্রধান মূলধন হচ্ছে সত্যবাদিতা, ইখলাস, পবিত্রতা এবং নিয়্যত।

যদিও আমেরিকা ওসামাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে, তথাপি এটা আদৌ অস্বস্তিকর কিংবা লজ্জাকর কোন বিষয় নয়। মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং বীরগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া কি অন্য কোথাও মারা যেতে চাইবে? প্রত্যেক বস্তুর এক নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে, কিন্তু আমেরিকানরা কি তাদের মিডিয়া, দালাল, অস্ত্র-শস্ত্র, আর্মি, তাদের গোয়েন্দা এবং বিভিন্ন এজেঙ্গীর মাধ্যমে শাইখ উসামা যেই উদ্দেশ্যে জীবিত ছিলেন এবং যে কারণে তিনি মারা গিয়েছেন, তাঁর ঐ বিশ্বাসকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে? তা বহু দূরে!! শাইখ উসামা এই সংগঠনকে এই জন্য গঠন করেন নি, যে তাঁর মৃত্যুর সাথে তা শেষ হয়ে যাবে।

ক্তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে তোলা হয়, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। ১ [৬১ঃ ৮-৯]

এই আয়াত কখনই এইসব বোবা এবং কালাদের ঘাড়ে সুচাগ্র হয়ে বিদ্ধ হতে ক্ষান্ত হবে না, যাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই। আল্লাহর এই দ্বীনের মধ্যে জিহাদ সর্বদা জারি থাকবে, এর আক্বীদা-বিশ্বাসকে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীরা বহন করবে, পবিত্র হাতের অধিকারীরা একে পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে,সত্যবাদীদের বন্ধন দ্বারা তা সর্বোচ্চ হবার প্রয়াস চালিয়ে যাবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে কিংবা পরিত্যাগ করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ চলে আসবে।

উসামা বিন লাদিন বিংশ শতাব্দীতে প্রেরিত নবী ছিলেন না । বরং তিনি ছিলেন মর্যাদাময় মুসলিম উম্মাহর এক মুসলিম ব্যক্তি, যিনি কিতাবকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং এই জীবনকে পরবর্তী জীবনের জন্য বিক্রয় করে দিয়েছিলেন, এজন্য যেভাবে উপযুক্ত সেভাবে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। এভাবেই আমরা তাঁকে দেখে থাকি। সুতরাং, আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন যতটুকু তিনি ইসলামকে উন্নীত করেছেন, তাঁকে সম্মান দিয়েছেন,যতটুকু তিনি ইসলামকে সম্মানিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং কুফ্ফার জাতিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছেন, যতটুকু তিনি তাঁর রবকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনিন।

ৰ্এবং সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানেনা না।

আল কায়দা সংগঠন

১৪৩২ হি.

चिन्न यार्ग

LONDON

যদি আপনি তাঁর (শাইখ ওসামার) দ্বারা অনুপ্রাণিত কোন বিপুব দেখতে চান, তাহলে আপনি তালেবানকে দেখুন, আপনি সোমালিয়াতে আল-শাবাবকে দেখুন, আপনি লস্কর ই তৈয়্যেবাহকে দেখুন-যারা কয়েক বছর আগে মুম্বাই হামলায় জড়িত ছিল, এসব দলগুলো তা চালিয়ে যাবে। তারা তাদের অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে; এটা মুখ্য বিষয় নয় যে, তাঁকে সেখানে থাকতে হবে, কারণ তাঁর হাতে বিশেষ ভূমিকা ছিল না; অতঃপর আপনি দেখুন, কিভবে তা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃত প্রভাব মূলতঃ এখন আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলার মত দল থেকে আসছে, আপনি সেখানে পাবেন অনেককেই যারা খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারে, যেমন: এডাম গাদান, সামির খান, আনওয়ার আল-আওলাকী তো অবশ্যই, এইসব লোকেরা আল-কায়দাকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবে । ৯/১১ -এর প্রজন্মের পর সেখানে রয়েছে পুরো নতুন প্রজনা। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর মৃত্যু বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না, কিন্তু তিনি শহীদ হিসেবে সম্মানিত হবেন। প্রকৃত অর্থে সম্ভবত তা মানুষকে প্রেরণা যোগাবে।

ফল রীজ, আল-জাজিরার ইনসাইড স্টোরিতে]

উসামাকে হত্যা করতে আমেরিকার লেগেছে ১১টি বছর, কিন্তু আমাদের জন্য এই কাজটি খুবই সহজ। আমরা খুব অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এর বদলা নিয়ে নিবো। আল-জাজিরার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে <mark>উমার খালিদ</mark>, পাকিস্তানী তালেবান কমান্ডার]

> আমাদের সত্য জানা প্রয়োজন। তারা আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে যেন আপনি স্বচ্ছ হন; ঠিক আছে, আমেরিকার স্বচ্ছতা কোথায় সবচেয়ে ওয়ান্টেড ব্যক্তির মৃত্যুর ব্যাপারে? <mark>আবদুল বারী আতওয়ান</mark>, আল-জাজিরাতে



কার ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে ভীত হওয়া উচিত? এটা কি আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন নাকি সোমালিয়া? সবার এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আমি ভীত। আমার মতে এটা এক সংগ্রাম, এটা বহু ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। এক হচ্ছে নিরাপত্তার দিক, কিন্তু অপর দিক হচ্ছে এর বৃত্তান্ত, এর মতাদর্শ যা বিন লাদিনের মত লোকেরা উপস্থাপন করেছে, কারণ আমার আশংকা হচ্ছে, এই মতাদর্শের চরমপস্থায় জড়িত যারা এর প্রস্তাবনাকারী, তার চেয়ে বেশী রয়েছে এর বিশাল বিস্তৃত

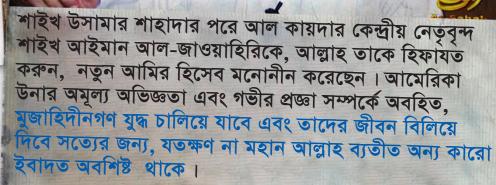
টিনি ব্লেয়ার, সিএনএন এর এন্ডারসন কুপার ৩৬০ তে

আমি এটা ভাবি না যে, তাঁর মৃত্যুর ঘটনা আমাদেরকে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচুর নিরাপদ করে দিয়েছে। এটাই আমার কথা।
আমার অপর অভিযোগ হচ্ছে যে, এর জন্য অনেক অনেক মূল্য
দিতে হয়েছে। এজন্য লেগেছে ১০ টি বছর, দুই অথবা তিনটি
দেশে আক্রমন করতে হয়েছে, অনেক মানুষকে হত্যা করতে হয়েছে,
পাঁচ হাজারেরও বেশী আমেরিকানদের জীবন দিতে হয়েছে, ট্রিলিয়ন
ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে...এক ব্যক্তির ছায়ার পিছনে
ছুটতে? [...] আমি ভাবি দুনিয়াব্যাপী অনেক নিরপরাধ মুসলিমদের
হত্যার মাধ্যমে আমরা ভয়াবহ বিপদ সংকুল অবস্থায় আছি, কারণ
আমরা প্রচুর অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন করেছি নিজেদের স্বার্থ হাসিল
করার সময় হতে। সমস্ত ইরাকে স্বার্থ হাসিলের জন্য বিষং করা
হয়েছিল ৯/১১ এর ছুতোয়। সুতরাং, আমি বলতে চাই এইসব
আমরা যত কম করতাম, তত কম বিপদে আমরা থাকতাম।

Rep. Ron Paul, সিএনএন এর এভারসন কুপার ৩৬০ এ]



ইন্দোনেশিয়ার মুজাহিদীন শাইখ আবু বকর বশিরকে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত অভিযোগে ১৫ বছর জেলের সাজা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ উনাকে মুক্ত করুন। আমরা আমাদের ভাইদেরকে বলছি ইন্দোনেশিয়ান সরকারকে দ্রুত ভয়াবহ ভীতিকর শাস্তি দেয়ার জন্য ও আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগের জন্য।





শাবওয়াতে ইউ.এস এর কিছু মনুষ্যবিহীন ড্রোন থেকে প্রায় এক ডজন মিসাইল শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকীকে লক্ষ্য করে হামলা করা হয়। ফলস্বরূপ, দুইজন মুজাহিদীন ভাই শাহাদাহ বরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর ফাদলে সবগুলোই শাইখ আনওয়ারকে মিস করে এবং তিনি কোন আঁচড় লাগা ছাড়া এলাকা ত্যাগ করেন। ড্রোনগুলো তাঁর অবস্থানস্থল চিহ্নিত করতে না পারা এবং বাকি পথে তাঁকে অনুসরণ করতে না পারার ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরর রক্ষা করার এক নিদর্শন। তাঁকে হত্যা করতে চাওয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে শাইখ কৌতুক করে বলছিলেনঃ "মনে হচ্ছে এই সন্ধ্যায় কেউ খুবই রাগান্বিত হয়েছে আমাদের সাথে।"



আবিয়ানের সাধারণ জনগণ সম্মিলিতভাবে মুজাহিদীনগণের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে, তারা রাজধানী জিনজিবারকে জয় করে নিয়েছে। তার মুরতাদ আর্মিদের নিশ্চিহ্ন করেছে, তাদের থেকে মিলিয়ন ডলার পাকড়াও করেছে, অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে রাশি রাশি গনীমাহ, যার মধ্যে রয়েছে ট্যাংক, হাম্মার, এন্টি এয়ার ক্রাফট যন্ত্রপাতি, কামান যুক্ত সামরিক যান এবং প্রায় সব ধরনের ভারী এবং হান্ধা অস্ত্রপাতি।

ইন্সপায়ার প্রতিক্রিয়া

সরকার এবং মিডিয়ার প্রতিক্রিয়াসমূহ

"আল কায়দা নেতৃবৃন্দ ১০ই সেবম্বর, ২০০১ এর পর এরূপ আন্দোলিত হয় নি।"



ইন্টারনেট-ভিত্তিক সুদক্ষ এবং মসৃণ প্রকাশ-না ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনের পঞ্চম ইস্যু, যাতে রয়েছে প্রচুর ফটোগ্রাফ এবং গ্রাফিক্র যা জিহাদী সংগঠনগুলোর জন্য অস্বাভাবিক প্রেরণা, যা প্রচ-লিত কথ্য ইংরেজীতে লিখিত।

"The Tsunami of Change" রচনাতে আওলাকী এক অবিতর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন, মিসর থেকে বাহরাইন পর্যন্ত বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে আরব দুনিয়ার শাসনব্যবস্থা যা ভয়-ভীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তা শেষ হতে যাচছে। কিন্তু তিনি CNN এর ফরিদ জাকারিয়্যার মত ভাষ্যকারদের বিরোধিতা করেছেন, যে বলেছে, "২০১১ এর আরব বিদ্রোহ আল কায়দার প্র-তিষ্ঠিত মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে।" এর বিপরীতে তিনি দৃঢ়ভাবে দাবী করেছেন;বরং বিশ্ববাসীর উচিত "ভালভাবে জেনে নেয়া যে, আসলে প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত"।

[CNN]

যুব মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে চরমপন্থার দিকে আকর্ষণকারী এক সুদক্ষ, গ্রাফিঙ সম্বলিত বীতশ্রদ্ধ প্রকাশনা; যার সাম্প্রতিক ইস্যুতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে- পাঠকদের মিঃ আওলাকীকে ই-মেইলে প্রশ্ন পাঠানোর আহ্বান, কিভাবে অক অটোমেটিক রাইফেল ব্যবহার করতে হবে তার উপর দুই-পৃষ্ঠার এক প্রাথমিক প্রতিবেদন ।

মিঃ খান নিজে মিসরীয়দের উৎসাহ দিয়ে মোবারককে উৎখাত করে থেমে না থেকে শরীয়াহ শাসন কায়েম করার জন্যআহ্বান জানিয়েছেন।

"এখন প্রশ্ন আসছে যে, আপনারা কি করবেন যখন আপনাদের সরকার শরীয়াহ দ্বারা শাসন না করার সিদ্ধান্ত নিবে? তিনি ইসলামিক আইনের প্রতি সমর্পনের দিকে ইংগিত করে প্রশ্ন করেন, "আপনাদের বিশ্বাস, আনুগত্য কার প্রতি যাবে? রাষ্ট্র নাকি আল্লাহর প্রতি?" [...]

[The New York Times]

প্রেসিডেন্ট ওবামার উপদেষ্টারা তাকে আরব বিদ্রোহকে শক্তিশালী করা এবং লিবিয়ার বিদ্রোহীদেরর রক্ষা করার জন্যকৃতিত্ব দিয়েছে। আল কায়দার নেতৃবৃন্দের জন্য এটি আল্লাহর তরফ থেকে এক অনুগ্রহ। সাম্প্রতিক ইংরেজী ভাষার প্রপাগাভা ম্যাগাজিন ইন্সপায়ারে আল

কায়দার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে একটি বিশেষ সেকশন রয়েছে "The Revolution." [...] আল কায়দা সর্বদা এটা সনাজ করে এসেছে যে মধ্য প্রাচ্যে জিহাদীদের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে, যাকে তারা বলে "মুরতাদ শাসনব্যবস্থা" সাধারণভাবে প্রো-পশ্চিমা বাদশা এবং কর্তৃত্বাদী শাসকরা, যারা উগ্র চরমপন্থী হিংশ্রদের যেমন আল কায়দা এবং অন্য দলগুলোকে দমিয়ে রেখেছিল। যেহেতু এই শাসনব্যবস্থা পতন্যোমুখ এবং পরাজিত হচ্ছে, কয়েক দশক ধরে কর্মরত ইসলামী কর্মীদের জন্য আমূল পরিবর্তনের এক অবস্থা তৈরী হয়েছে[...]।

মোটকথা, আল কায়দা আঞ্চলিক জিহাদের জন্য একে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে, "এটা আমাদের অভিমত যে, বিশাল বিপ্রব যাতে একনায়কদের সিংহাসন কেঁপে উঠছে, তা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর, মুজাহিদীনদেরও জন্য কল্যাণকর। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের হুকুমের তাঁবেদারদের জন্য অত্যন্ত মন্দ।" মিঃ ইবরাহীম লিখেছেন, "আমরা সাফল্যের বিষয়ে খুবই আশাবাদী এবং যা সমাগত তাতে গভীর প্রত্যাশায় আছি।" আল কায়দা নেতৃবৃদ্দ সেবম্বর ২০০১ এর পর এরূপ আন্দোলিত হয় নি।

[The Washington Times]

আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলার (AQAP) ইংরেজী ভাষার ম্যাগাজিন
ইন্সপায়ারের পঞ্চম ইস্যু যা ২৯ শে মার্চ, ২০১১
তে জিহাদীদের ফোরামে পোষ্ট করা হয়েছে,তাতে
আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ইয়েমেনী শাইখ
আনওয়ার আল-আওলাকী এক আর্টিকেলে তিউনিসিয়া এবং মিসরের নেতা বেন আলী এবং
মুবারকের পতনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন,
আগামীদিনের জিহাদী মুভমেন্টের জন্য স্পষ্ট
আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

তিনি দাবী করেছেন, অভ্যুত্থানের এই গতিতে বিভিন্ন কারণে আরব দুনিয়ার জিহাদী মুভমেন্ট সম্পূর্ণ সতেজতা লাভ করবে। প্রথমতঃ তিউনিসিয়া এবং মিসরের শাসকদের পতনে আরব জনগণের মাঝে ভয় কেটে গেছে এবং এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে,শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো সম্ভব। দ্বিতীয়ঃ আরব দুনিয়ার নতুন শাসন পুরাতনদের মত এত নির্যাতন-নিপীডণকারী হবে না জিহাদ

পরিচালনাকারী এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে, ফলে পরবর্তীরা তুলনামূলক মুক্তভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। তৃতীয়তঃ ইয়েমেন এবং লিবিয়াতে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়া এবং বিশেষত সম্ভাবনা তৈরী হওয়া যে, প্রাথমিকভাবে সৌদি আরব সহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে, জিহাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা খুলে যাবে।

[Memri]

গত অক্টোবরে পোর্টল্যান্ডে ক্রিষ্টমাস ট্রি লাইটিং অনুষ্ঠানসহ ওয়াশিংটনে ভূগর্ভস্থ লাইনে প্রতিহত করে দেয়া চক্রান্তকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র "নজিরবিহীন হুমকির" মুখে পড়েছে।

অধিকাংশ হুমকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইন্ধনপ্রাপ্ত মৌলবাদী ব্যক্তি বিশেষ হতে আসছে। ইয়েমেন এবং সোমালিয়ায় আল-কায়দার সাথে জড়িতরা আগ্রাসীভাবে রিক্রুটের জন্য পশ্চিমাদের টার্গেট করেছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলা কর্তৃক ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন প্রকাশনা। প্রত্যেক ইস্যুতেই "ওপেন সোর্স জিহাদ" প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং হামলার জন্য স্টেপ-বাই-স্টেপ দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। ওলফ মিউলারকে বলে, "আমি জানি আপনারা সব সাইডকে দমন করতে পারবেন না। কিন্তু ম্যাগাজিনটি আছে এবং এটাকে অবশ্যই দমন করা উচিত।"

[Investigative Project]

ইন্সপায়ার পঞ্চম ইস্যু যা আল-কায়দার সাথে সম্পর্কিত আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলা প্রকাশ করেছে বলে মনে করা হয়, এটি অত্যস্ত সুদক্ষ, সুনিপুণ উপস্থাপনা যাতে রয়েছে রঙ্গিন ছবি, পশ্চিমা বিশ্লেষকদের নির্বাচিত উক্তির উদ্ধৃতি এবং আরও রয়েছে AK-47 রাইফেলকে কিভাবে খুলতে হবে এবং পরিষ্কার করতে হবে তার সচিত্র দিক-নির্দেশনা। শুরতেই রয়েছে সম্পাদকের ধারণা "এটা আমাদের অভিমত যে বিশাল বিপুব যাতে একনায়কদের সিংহাসন কেঁপে উঠছে, তা মুসলিমদের জন্য কল্যানকর, মুজাহিদীনদেরও জন্য কল্যানকর। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের হুকুমের তাঁবেদারদের জন্য অত্যস্ত মন্দ।"

[The Guardian]

ইন্সপায়ার জবাবসমূহ

জিজ্ঞাসার জবাব



আস্সালামু 'আলাইকুম,

আমি বাহরাইনের ঘটনাবলীর ব্যাপারে মুজাহিদীনগণ কি দৃষ্টিভঙ্গী রাখেন তা জানতে চাই? তারা কি বাহরাইনের শিয়াদের সমর্থন করেন, যারা আরও বেশী নাগরিক স্বাধীনতার আহ্বান করছে?

শোকরান, জামিল।

ই-মেইলকৃত জবাবঃ

ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম,

না আমরা বাহরাইরানের শি'য়াদের সমর্থন করি না, আর না আমরা মনে করি, তারা ইরান থেকে পুরোপুরি নিষ্পাপ। বরং ইরান বাহরাইনের বিদ্রোহীদের সমর্থন করে বাহরাইন এবং সা'উদি তুগুতদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ঘোষণা করছে। এর অর্থ হচ্ছে ইরান দেখেছে যে শিয়াদের দাবী-দাওয়া পূরণ না হলে ইরানের স্বার্থে আঘাত লাগবে। অধিকন্তু, ইরান কখনই ইয়েমেন এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে, উদাহরনম্বরূপ, সুন্নী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নিন্দা করেনি: এটা এ কারণে নয় যে তাদের চোখে শিয়া অভ্যুত্থানের চেয়ে সুন্নী অভ্যুত্থান কম গুরুত্বহ, বরং এটা এ জন্য যে, শিয়া বিদ্রোহ এক বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তির দরজা খুলে দিয়েছে এবং আরও সুন্নী অধ্যুষিত এলাকায় অধিক শিয়াদের সাথে বিশেষ সম্পর্কের পথ তৈরী করে দিয়েছে। উত্তর ইয়েমেন, সা'উদি আরবের পূর্বে, লেব-ানন, ইরাক এবং এখন বাহরাইনে ইরানিয়ানদের নতুন সমর্থন এসব অঞ্চলে আহলে-সুন্নাহর জন্য বিপর্যয়ের ইংগিত বহন করছে।

এটা আমাদের উদ্যোগ নয় যে বিনা কারণে 'দল-উপদলে বিভক্ত' করা। বরং আমরা বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরলাম। হাউথীদের সরাস-রি সংযোগ রয়েছে ইরানের সাথে যেমন রয়েছে লেবাননের হিযবুল্লার, যেমন যোগাযোগ রয়েছে ইরাকের সরকারী শিয়া নেতাদের এবং গ্যাংদের সাথে (যেমন মাহদী আর্মি)। প্রত্যেক্যের একই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর তা হচ্ছে তাদের

প্রত্যেকের সুগঠিত মিলিটারী রয়েছে। যদি কেউ৭০'এর দিকে মক্কাতে শিয়াদের অভ্যুত্থানের দিকে ফিরে দেখে, তাহলে বুঝতে পারবে ক্ষণিকের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ংকর শিয়া সংখ্যালঘুরা কি করতে পারে। এ উত্থানে সরাসরি ইরান এবং শিয়া' আলিমদের সংযোগ ছিল। একজন কল্পনাও করতে পারবে না সু-সংগঠিত, রাষ্ট্রকর্তৃক পেছনে পড়ে থাকা অবস্থায় অগ্রগামী শিয়া' রাফিদাহ কতৃ পক্ষ কি করতে পারে। মজার বিষয় হচ্ছে, আরব উপদ্বীপের তাওয়াগিতরা পর্যন্ত এই হুমকিকে বুঝতে পেরেছে এবং আমেরিকাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছে। এই জন্যই আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থ জিইয়ে রাখার জন্য এত শক্ত অবস্থান নিয়েছে।

ই-মেইলকৃত প্রশ্নঃ

আস-সালামু 'আলাইকুম,

ইউরোপে বর্তমান সময়ে প্রচুর কথা হচ্ছে নিক্বাব নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিছু ইমাম ত্বগুতদের এই সিদ্ধান্তকে রক্ষা করছে এই যুক্তিতে যে, নিক্বাব ফারদও নয়, সুন্নাহও নয়, বরং এটাকে ইসলামে সম্পূর্ণ বাতিল হিসেবে আখ্যায়িত করছে। আমরা এসবের কিভাবে জবাব দিব?

ইবরাহীম

ই-মেইলকৃত জবাবঃ

ওয়া 'আলাইকুম আস-সালাম,

এটিএকটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছু ইমাম আমাদের বোনদের বিরুদ্ধে কিছু অসংগত যুক্তি ব্যবহার করে ত্বাওয়াগিতদের বিদ্বেষী সিদ্ধান্তের সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে, যে ব্যাপারে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এখানে অন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কৃষ্ফারদের কথা এবং মতামতের মাধ্যমে সাহায্য করার ব্যাপারে যে বিধান রয়েছে, তা যারা জানেন তাদের কাছে বিষয়টি পরিক্ষার।

এ বিষয়টি ঠিক যে, বহুদিন পূর্ব থেকেই নিক্বাবের বিষয়টি মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় ভিন্নমত পোষণকারী অংশের মধ্যেই কিছু মূলনীতির বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, নিক্বাব নিছক সাংস্কৃতিক চর্চা নয়, বরং এটি একটি ইসলামিক আচার-অনুশীলন। (আজ পর্যন্ত) কখনই এমন কথা হয়নি যে নিক্বাব একটি "অনৈসলামিক" বিষয়।

হিজাবের ব্যাপারে মুখ এবং হাত ব্যতীত সবকিছুকে ঢাকার মত পোষণকারীরা যেই হাদীসটি ব্যবহার করে থাকেন, এই হাদীসটি দূর্বল (দ্বায়ীফ হাদীস) পর্যায়ের। নিক্বাবের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে নবী ্র্রান্থ—এর স্ত্রীগণ তাদের চেহারা ঢাকতেন; বিতর্ক হচ্ছে তাদের পরবর্তী মহিলাগণের অভ্যাস কি ছিল তা নিয়ে (যেমন, নবী ্র্রান্থ—এর স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য নিক্বাব প্রযোজ্য কিনা?)

কখনও কখনও হাদীসের অশুদ্ধ অনুবাদ করার ফলে ভুল ব্যাখ্যা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে এ সংক্রান্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহিলাগণ তাদের মাথাকে ঢাকার জন্য তাদের মুক্রতস (এক টুকরা কাপড়) ছিড়লেন, একজন অনুবাদে দেখতে পাবেন (মাথার স্থলে) মুখমভল শব্দিটি; এটি ভুল, যেহেতু মূল আরবীতে কোথাও মুখমভল শব্দটি খুঁজে পাবেন না।

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন, যার উপসংহার হচ্ছে নিক্বাব ওয়াজিব নয়, কিন্তু সুন্নাহ। যাইহোক, এ বিষয়ের উপর ঐক্যমত রয়েছে যে, মাথার স্কার্ফের চেয়ে নিক্বাব পরিধান করার বিনিময় (আজর) অনেক বেশী, যেহেতু এটি অধিক অংশকে ঢাকে এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের (ঈমানদারদের মায়েদের) সমমান হওয়ার চেষ্টা করা হয়।

এ ব্যাপারে বহু আলিম কাজ করেছেন এবং আমরা ত্বলিব আল-ইলমদের জোড়ালোভাবে বলব সিদ্ধান্তে আসার আগে যেন তারা উভয় দিক নিয়ে গবেষণা করে দেখেন।

ই-মেইলকৃত প্রশ্নঃ

সালাম,

পশ্চিমা বিশ্লেষকরা, যেমন ফারিদ জাকারিয়া দৃঢ়ভাবে দাবী করছে যে, বিদ্রোহীরা বিশ্ব খিলাফাহ ব্যবস্থা চায় না, বরং তারা কর্মসংস্থান, ভাল একটি আবাসস্থল এবং ন্যায়-বিচার চায়। তারা উপসংহারে বলতে চায়, মুসলিম সাধারণ জনগণের নিকট আল কায়দা বিষয়টি একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। আপনি কি বলেন?

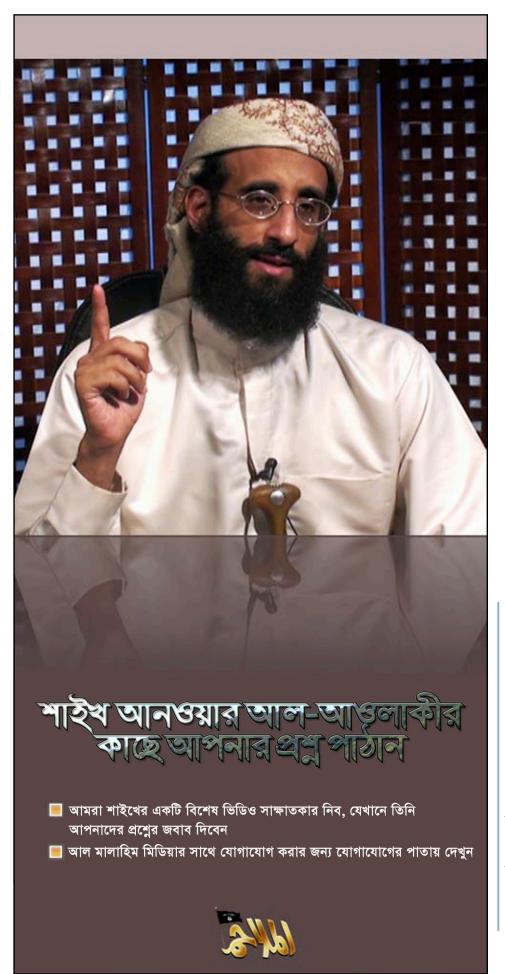
খালিদ

ই-মেইলকৃত জবাবঃ

ওয়া 'আলাইকুম আস-সালাম,

এটা সত্য যে বিদ্রোহীরা কর্মসংস্থান, ভাল একটি আবাসস্থল এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার চায়, যেমন সাধারণ মানুষ যারা অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করছে তাদেরও এই একই চাওয়া। এখানে শারী'য়াহ কি চায় আর সাধারণ মানুষ কি চায় এই বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে বিশ্লেষক ভুল করেছে। এমন সবকিছুই শারী'য়াহতে রয়েছে যা বিদ্রোহীরা চাচ্ছে-স্বাধীনতা থেকে শুরু করে স্বনির্ভর অর্থনীতি পর্যন্ত । শারী'য়াহর ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং বাস্তব উপলব্ধি না থাকার কারণে- যেমন এটা শুধু হুদুদ বা প্রধান শাস্তিগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে -এসব বিশ্লেষকরা সাধারণ মানুষের চাওয়া- পাওয়ার সাথে শারী'য়াতের চাওয়া পাওয়ার মিল খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু, বিদ্রোহীরা কখনই শরী'য়াহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখায় নি, না এর সাথে কোন অসন্তুষ্টি দেখিয়েছে । কারণ তারা জানে যে, শরী'য়াহই ইসলাম এবং শরী'য়াহকে পরিত্যাগ করা মানে তাদের নিজের দ্বীনকে পরিত্যাগ করা।

যারা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বিদ্রোহীরা আল কায়দাকে আঘাত করবে তারা অতি দ্রুত ভুলে যাচ্ছে যে, বিদ্রোহীদের দৃষ্টি ফিলিস্তিনে রয়েছে, যেমন আমাদেরও দৃষ্টি রয়েছে ফিলিস্তিনে । আমেরিকার কি এই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার? তারা এ থেকে বহু দৃরে । বিদ্রোহীদের গণতন্ত্রের আহ্বান হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার আহ্বান যা শারী র্যাহদিয়ে থাকে; অথচ গণতন্ত্র তা পূরণ করতে তেমনভাবে সক্ষম নয় । বর্তমানে তারা অত্যাচারী দলগুলোকে উচ্ছেদ করছে, যাতেশারী র্যাহর পথে বাধা কমছে । আমেরিকা বিদ্রোহীদের থেকে যে সহযোগিতা পাওয়ার আশা করছিল তা বরং আমাদেরই জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা বয়ে এনেছে ।







মুরতাদ, মুনাফিন্ধ এবং আগ্রাসী কুফ্ফারদের মিত্র বাহিনী বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ক্ষমতার মধ্যে যে শক্তির ভারসাম্যহীনতা রয়েছে, তার কারণেই এ ধরনের আক্রমণের পদ্ধতিকে যুদ্ধকৌশল হিসেবে বেছে নিতে হচ্ছে, আর তা হলঃ

১.আমরা ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (সন্ত্রাসবাদ বিরোধী) সম্বন্ধয়ের ফলে গোপনীয় সংগঠনগুলোর ব্যর্থতার বিষয়ে আলোকপাত করেছি। অধিকন্তু, এমন একটি আক্রমণের পদ্ধতি দরকার যার মাধ্যমে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জন্য এটি একটি অসম্ভব বিষয়হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রতিরক্ষাকারী দলগুলোর যে কোন একজন সদস্যকে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের (তথ্য বের করার) মাধ্যমে তাদের অন্য আরো সদস্যদের গ্রেফতার করবে।

- ২. মুসলিম উম্মাহর যুবকেরা, যারা জিহাদ ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসছে তাদেরকে গোপনীয় সংগঠনগুলো বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে একীভূত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে কোন প্রয়োজন ছাড়াই তাদেরকে সদস্যপদের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছে।
- শক্রদের বিস্তৃত এলাকার উপর প্রাধান্যতা,
 তাদের লক্ষ্যের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রতা এবং নানা
 স্থানে উপস্থিতি যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্থানকে এবং
 একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকে কঠিন করে
 দিয়েছে।
- 8. শত্রুদের ভূতল নিয়ন্ত্রনকারী উপগ্রহ থেকে নির্দেশিত ধ্বংসাত্ত্বক রকেট ও বিমান আক্রমনের ফলে নির্দিষ্ট এবং উম্মুক্ত অবস্থান থেকে শত্রুর

মোকাবেলা করার ধারণাটি হ্রাস পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে তারা মাটির নিচে যা আছে সেটাও দেখতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, এই বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সম্মুখ যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ মৌলিকতত্ত্বের একটি বাস্তবিক নমুনা তুলে ধরা হলঃ

- ক) প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং সবক্ষেত্রে শুধু কিছু প্রতিক্রিয়াই নয়; বরং তাকে একটি সুবিন্যস্ত কৌশলগত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে হবে।
- খ) প্রতিরোধের ধ্যাণ-ধারণা, বিষয়বস্তু, বৈধতা ও রাজনৈতিক ভিত্তি এবং এর কর্মপস্থার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে জিহাদ ওপ্রতিরোধে অংশগ্রহণে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণকারী মুসলিম যুবকদের কাছে তা সহজ বোধ্য হয়।
- গ) প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- ঘ) প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অবশ্যই তাদের যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং ছোট ছোট দলে অভিযান চালানোর ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- ঙ) প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনার জন্য মুজাহিদীনদের যে সকল বিষয় যেমনঃবৈধতা, রাজনীতি, সামরিক ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োজন তা তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু

সেটি এমন ভাবে করতে হবে যাতে তারা সরাসরি ভাবে দলবদ্ধ গ্রেফতারের কারণ না হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলোর সাথেহয়েছিল।

- চ) সশস্ত্র অপারেশন পরিচালনার জন্য যুবকদের এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা একটি প্রতিরোধ ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠে যা কোন সক্রিয় গোপন সংগঠন [তানজিম লিল 'আমল] হিসেবে না হয়ে, বরং সুশৃঙ্খল সক্রিয় পদ্ধতি [নিজাম আল 'আমল] হবে। আমরা এ বিষয়টি পরের অংশে ব্যাখ্যা করব এবং সেই অংশে নিরাপত্তা, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক বিষয়ের উপরেও আলোচনা করা হবে।
- ছ) এমন একটি পদ্ধতিকে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে যন্ত্রের মত এর ফলাফল অভিন্ন হবে এবং যার দ্বারা শক্ররা হবে বিভ্রান্ত ও অস্থির এবং মুসলিম উম্মাহ উদ্বুদ্ধ হয়ে এ ধরনের প্রতিরোধের ব্যাবস্থার সাথে যোগদান করবে।

खर्गर्शन

"যাঁর হাতে মুহাম্মদ এর প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমার ইচ্ছে হয় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই, আবার যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই, আবার যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই ।"

-হ্যরত মুহাম্মদ





আবু আলী আল-হারিছীঃ যুদ্ধপারদর্শী এক সিংহ

জান্নাতের দিকে ধাবমান হওয়া ছিল তোমার প্রত্যেক দিনের ব্রত যত শীঘ্র তোমাকে সকালের সূর্য জাগিয়ে দিত।

তুমি অভিযোগ করতে তোমার কণ্ঠের মিষ্টতার ব্যাপারে, শাহাদার সম্ভাষণ ছাড়া যা হয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ।

আবু আলী আল-হারিছী, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, ছিলেন আদিন-আবিয়ানের অসাধারণ একজন কামান্ডার। তাঁর হৃদয় ছিল সিংহের ন্যায়। আল্লাহর শক্রদের প্রতিতিনি ছিলেন প্রচন্ড ঝড় হাওয়া, অন্যদিকে মুজাহিদ ভাইদের প্রতি ছিলেন প্রশান্ত হাওয়ার মত। গেরিলা যুদ্ধেরকলা-কৌশল, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁকে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। তাঁর বিনয়ের সাথে সহাস্য অনুভূতি চারপাশের ভাইদের কাছে তাঁকে করে তুলেছিল অতীব প্রিয়। তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বের ফলে সর্বদা তিনি মুরতাদদের ইচ্ছার বিপরীতে শারী রাহ কায়েম করার কাজেব্যস্ত থাকতেন।

আবু আলী আল-হারিছী যখন দেখলেন আমেরিকার আর্মি ইরাকের মধ্যে ঢুকে যুলুম করছে; তখন থেকে তিনি ঠিক মতো ঘুমাতে কিংবা বিশ্রাম নিতে পারছিলেন না । তিনি তাঁর ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন এবং চলে গেলেন সিরিয়াতে, সেখান থেকে চোরাই পথে ঢুকলেন ইরাকে । তাঁর সাহসিকতা ছিল দৃষ্টান্তমূলক, ফলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ভাইদের মাঝে হয়ে গেলেন এক অনুসরণীয় আদর্শ এবং উৎসাহের কারণ । তাঁর আগ্রহ ছিল অস্ত্রের ব্যাপারে,তাই যখনই ভাইদের মাঝারী কিংবা ভারী অস্ত্র সার্ভিস করার প্রয়োজন পড়ত, আবু আলী-ই সেই কাজটি সারতেন ।

ইরাকের মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দ আবু আলীকে ইয়েমেনে অপারেশন পরিচালনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ইয়েমেনে বন্দী হন এবং কয়েক বছর জেলে কাটান। তিনি প্রহরীদের প্রতি ছিলেন দৃঢ় এবং জিজ্ঞাসাবাদকারীদের সাহায্য না করার ব্যাপারে অটল। তিনি ভাইদের প্রতি ছিলেন কোমল এবং তাদের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, যার ফলে তাঁর প্রহরীদের হাতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তারা তাঁকে অত্যন্ত কঠিনভাবে পেটাত এবং নির্যাতন করত।

আবু আলী ভাইদের সাথে জেলে কুস্তি লড়তেন এবং ভাইরা জানিয়েছিল তাঁর মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপরাজিত। আবু হুরাইরা আল সানা আনী -যিনি আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলার মিলিটারী কমান্ডার- তিনি বলেন, "আমি উনার কুস্তির দক্ষতার ব্যাপারে শুনেছিলাম এবং ভাইদের সাথে কৌতুক করে বলতামঃ তিনি হচ্ছেন হাঁটতে থাকা গোলাকার এক ব্যারেল, সুতরাং তুমি যদি জান কিভাবে তাঁকে সামাল দিতে হয়, তাহলে সহজেই তাঁকে পরাজিত করতে পারবে।" এটা শুনে আবু আলী ভাবলেন যে, সম্ভবত অবশেষে একজন সেখানে (পাওয়া গেল), যে তাকে পরাজিত করতে পারে। তিনি আবু হুরাইরার সাথে দীর্ঘদিন কুম্ভি লড়া এড়িয়ে চলতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি তাঁকে একদিন মরুভূমিতে একা বের করে নিয়ে গেলেন, যেখানে তাদেরকে দেখার মত কেউ ছিল না এবং কুম্ভি লড়াইয়ের জন্য ভাইয়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়েদিলেন। আবু হুরাইরা বলেন, "১০ সেকেন্ডের মধ্যে আমি পরাজিত হয়ে মাটিতে পড়ে রইলাম।"

আবু আলীর ব্যাপারে আবু হুরাইরা আরেক ঘটন-ার উল্লেখ করেন, তিনি তাকে কোন মিলিটারী অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে দিতেন না, যেহেতু তাঁর এলাকাতে উনার প্রয়োজন ছিল। আবু আলী



খুবই বিমর্ষ হতেন। একদিন তাকে মা'রিবে পাঠানো হয়. যখন তিনি সেখানে পৌছান তখন এক মিলিটারী কনভয় আমাদের ভাই আইয়িদ আল-সাবওয়ানীর বাডিতে হামলা করে। যেহেতু এটা ছিল অতর্কিত আক্রমন এবং খুবই জরুরী এক মুহুত, সেজন্য যুদ্ধ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। আবু আলী সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন এবং তীব্রবেগে যুদ্ধের দিকে ছুটে গেলেন, সেখানে তিনি ভীষণ যুদ্ধ করেন এবং একাই ঐ কনভয়কে পরাজিত করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আবু হুরাইরা বলেন, "যখন তিনি যুদ্ধ শেষে আমার সাথে সাক্ষাত করেন, তিনি হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আপনি সম্ভবত এটা চান নি, এটা ছিল আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তথাপি আমি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম এবং যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।"

শক্র সৈন্যরা যুদ্ধ থেকে অব্যাহতির কৈফিয়ত খুঁজে আর মুজাহিদীনগণ যুদ্ধে যোগ দেয়ার ওজর খুঁজে।

আবু আলী ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী, মাঝে মাঝে তিনি আপনাকে হয়তো ভাইদের কষ্ট এবং কাঠিন্যের কথা বলছেন, হঠাৎ তিনি কাঁদতে শুরু করবেন। তিনি ভাইদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, তাঁর উদারতা ছিল সীমাহীন। যখন তিনি মেহমানদের গ্রহণ করতেন, যদি দেখতেন তিনি কত যে আনন্দিত হতেন এবং যখন তিনি মেহমানদের বিদায় জানাতেন, কত যে দুঃখিত হতেন; কখনও ভাইরা দেখতে পেতেন তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, যখন তারা তাঁর বাড়ি থেকে বিদায় নিতেন।

সত্যিই আবু আলী এতই সাহসী ছিলেন যে, এমনও হত ভাইরা তাঁকে বিরত রাখতেন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ধরে রাখতেন। শক্রদেরকে তাঁর কোন ভয় ছিল না এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর পথে শহীদ হতে চাইতেন। করে। ছোট ছোট গোস্ত টুকরা ব্যতীত কোন কিছুই তাঁর অবশিষ্ট ছিল না যা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এটাই ছিল সেই মওত যার জন্য আবু আলী আকুল অপেক্ষায় ছিলেন।

আবু আলী! আল্লাহর তোমার প্রতি রহম করুন এবং জানাতে তোমার মর্যাদা উন্নীত করুন।



আম্মার আল-ওয়াইলিঃ একজন দৃঢ় মুজাহিদ

ইব্রাহীম



আন্মার আল-ওয়াইলি তাঁর জীবনের খুব ছোটবেলা থেকেই জিহাদের রাস্তায় পথ চলা শুরু করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন ইয়েমেনের মুজাহিদীনদের একজন আমীর যিনি সা'দার অঞ্চলে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলার জন্য শাইখ ওসামা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটাই সেই জায়গা যেখানে এই যুবক তাঁর জীবনের শুরুর দিকের দিনগুলো কাটিয়েছেন। তিনি যৌবনে আফগানিস্তানে গিয়েছেন এবং সেখানে বছরব্যাপী ভাইদের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ও যুদ্ধ করেছেন।

আম্মার অস্ত্রের মাঝে বড় হয়েছেন এবং ভাইয়েরা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে অস্ত্র ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে তিনি সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিংহ। তাঁর কোন মৃত্যুভয় ছিলো না। তিনি এতই বিশ্বস্ততার সাথে অস্ত্র চালনা করতে পারতেন যে, মনে হত গ্রেনেড লাঞ্চারের স্টীলের শক্ত পাত, মর্টার অথবা বিমান বিধবংসী কামান

তাঁর হাত হতে রেহাই পাবার জন্য কাঁদছে।
তাঁকে জিনজিবার চারপাশের এলাকাগুলোতে
শক্রপক্ষকে দূর্বল করে সেখানে নিজেদের
উপস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো।
তিনি শক্রপক্ষের উপর অনবরত মর্টার নিক্ষেপ
করতেন, মেশিন গান আগুনের বৃষ্টিতে তাদের
জ্বালিয়ে দিতেন, আর পি জি দিয়ে তাদের গতি
রোধ করতেন, দিনে চার থেকে পাঁচটি অপারেশন
চালাতেন। আম্মার একাই ছিলেন একটি সেনাবাহিনী। তিনি একাই শক্তহাতে সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধবুহ্য ভেঙ্গে ফেলেন এবং শহরটাকে
আক্রমনের জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি ছিলেন
সক্রিয়, অনমনীয়, সাহসী এবং চরম দুঃসময়েও
তিনি মেজাজ ঠান্ডা রাখতে পারতেন।

সম্মুখ সমরে আম্মার একটি বুলেট দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন যা তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করেছিল। ক্ষত নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ভাইয়েরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন কিন্তু তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তাঁর কণ্ঠ ক্ষীন হয়ে আসছিলো, ক্ষত কঠিন রোগের রূপ নিচ্ছিলো এবং এটা দেখে মনে হলো যে তা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। ভাইয়েরা তাঁকে বললেন যে তাঁকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে এবং তাঁর চিকিৎসা নেয়া উচিত কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। কয়েকদিন পর আদেন আসার পথে জিনজিবার দিকে অগ্রগামী একটি বাহিনীর উপর যখন কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, একটি আমেরিকান ড্রোন মিসাইল তাঁকে ও তাঁর সহযোগী আবু জাফর আল-আদেনীকে আঘাত করে,ফলে তাঁরা শহীদ হয়।

আম্মার যৌবনে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে কয়েক বছর বেচে ছিলেন, তিনি যা করেছেন অন্যরা তা কয়েক যুগেও করতে পারতো না।

মহান আল্লাহ ﷺ আম্মারকে দয়া করুন, তাঁকে ক্ষমা করে দিন এবং শহীদদের কাতারে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন।

ফাওয়াজ আল-মা'রিবিঃ এই মহৎ ব্যক্তিকে জানুন

সামির খান

হাসান আল-আঝিলি, যিনি কাফির ও মুরতাদদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং ভাইদের প্রতি অত্যাধিক কোমলছিলেন। দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, নিৰ্ভীকতা ও সাহসিকতার অনন্য উদাহরণ। বুলেট ও ট্যাংকের গোলাবর্ষণের মুখে যিনি কখনো পিছু र्श्याप्त ना । यिनि ছिलिन मक्त वक वीत्राका, নির্ভীক গুপ্তহত্যাকারী, একাই একজন সেন-াবাহিনী, একজন বড় ঝুঁকি গ্রহণকারী, লক্ষ্যভেদী গুলিচালনাকারী। উমর এবং খালিদ এর প্রতিচ্ছবি। যাঁর আছে ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিমন্তার বহু উদাহরণ। সিংহের মতো যার ভয়ংকর দৃষ্টি। মুজাহিদীন নেতৃত্বের মেরুদন্ড যিনি। বসে থাকার চেয়ে শহিদত্বকে অগ্রাধিকার দানকারী। তাঁর দৃঢ় সংকল্প ছিলো ইস্পাত কঠিন। আসলে শব্দ দিয়ে কখনোই বিচার করা যাবে না ফাওয়াজ আল-মা'রিবি কে ।

কিভাবে আমরা তাঁর কবিতার এই পংক্তিগুলো ভূলতে পারি? ক্চকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে যাও আল্মাহর পথে আকীদা'র লোকদের জন্য তাওহীদের ঝাভাকে তুলে ধরো প্রতিটি উপত্যকায়

তিনি বেড়ে উঠেছিলেন মারিবের মরুর দুঃসহ পরিবেশে। আমির আবু বাসিরের (মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করুন) পরে ২০০৬ সালে সা'নায় মুজাহিদীনসহ জেলখানা থেকে পালিয়ে আসার পর ফাওয়াজ খুব দ্রুতই জিহাদের কাফেলায় যোগ দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একজন বিস্বস্ত গাড়ী চালকে পরিণত হন।

তিনি শুধু একজন ভালো গাড়ী চালকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আবেগী যোদ্ধা। ভারী গোলা বারুদ নিয়ে শ্রমন করায় তাঁর খ্যাতি ছিলো অনেক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়েমেনের মু-রতাদ সেনাবাহিনী তাঁকে ভয় পেতে শুরু করলো, তাদের সম্মানিত সন্দেহের তালিকায় তাঁর নাম যোগ করল। তাদের এই নাম যোগ করাতে ফাওয়াজ একজন সিংহহাদয় সৈন্যের মতোই শুধু হাসলেন। এটা শুধু আল্লাহ 'আজ্ঞা ওজালের কাছে তার নিকটবর্তী হওয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই মনে হয়নি তাঁর কাছে। মুরতাদ শক্র বাহিনী তাঁর বাড়ী আক্রমন করে ধবংস করে দিলো, এমনকি নিশ্চিহ্ন করে দিলো। তারা শুধুই এটাই জানতো যে ফাওয়াজ জিহাদে আছে বাড়ীতে নাই -যদিওবা তাঁর তিন তিন্টি ফুটফুটে সন্তান রয়েছে।

ভাইদের মাঝে তিনি ছিলেন অন্য আর সবার মতো। তিনি ছিলেন সাধারণ, সহাস্য, বুদ্ধিমান ও উদার। তাঁকে সম্মান করা যায় পর্বতসম উচ্চতার মতো। তিনি ছিলেন প্রায়শঃই ব্যস্ত, প্রতিদিনই সারা দেশ চমে বেড়াতেন, আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করে বেড়াতেন। তিনি কখনোই ভাইদের থেকে নিজকে আলাদা করতেন না, তিনি তাদের সেবা করতে, সন্তুষ্ট করতে এবং তাদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করতেন। এটা লক্ষ্যনীয় ছিলো যে তিনি তাদের প্রতি গুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য





অনুরক্ত ছিলেন । এমনকি যারা তাঁকে খুব কমই জানতেন ও মিশেছেন তারাও তাকে ভালবাসতে শুরু করতেন। তাঁর সাহচর্য ছিলো খুবই সম্মানের।

তিনি কোরআন তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। সকালে দুই রাকাআত সালাত আদায় করা ব্যতীত তিনি খুব কম দিনই অতিবাহিত করেছেন। আমার এখনো মনে আছে সেই দিনটির কথা যখন আমি তাঁর সাথে ভ্রমনের সময়ে তাঁকে একটি প্রশ্ন করছিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম তিনি কোন সাড়া দিচ্ছেন না এবং নিজের মধ্যেই একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করে আছেন। বরং তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি গাড়ি চালানো অবস্থাতেই সালাত আদায় করছিলেন। আমি বিস্মিত হলাম এবং আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম যে, তাঁর মতো মানুষ মুজাহিদীনদের মাঝে এখনো দীপ্যমান! পরবর্তীকালে, সালাত শেষে তিনি আমার জবাবে সাডা না দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে দিলাম এবং বললাম যে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করার কোন দরকার নেই। এটা ছিলো তাঁর সেই কাজগুলোর মাঝে ছোট্ট একটা যা তিনি রুটিন-মাফিক করতেন, কত চমৎকার একটা উদাহরণ, তাই না!

এমন অনেক সময় কেটেছে যখন আমরা একসঙ্গে খেলতাম, মজা করতাম, মুষ্টিযুদ্ধে অংশ নিতাম নিজেদের মাঝে। তিনি শুধু একজন বন্ধুই ছিলেন না, একজন বড় ভাইও ছিলেন বটে। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং জিহাদী নাসিদ গাইতে পছন্দ করতেন। মাঝে মাঝে ভাইদের সাথে বসে থাকা অবস্থায় তিনি হাসির ছলে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতেন আমার অতীত আমেরিকান হওয়ার কারণে। তিনি খুব রাশভারী ভঙ্গিমায় কৌতুকময়

প্রশ্ন করতেন আমাকে "কেন আপনি ইংরেজীতে হাসেন?" এবং "কেন বেশিরভাগ আমেরিকানরা তিমির মতো মোটা?" তিনি আমাকে হাসাতেই থাকতেন এবং তিনি নিজেও হাসতেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, "আপনি আমাকে এই ধরনের অদ্ভূত প্রশ্ন কেন করেছেন, ফাওয়াজ?" তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, যখন আপনি হাসেন তা আমাকে আনন্দিত করে। আল্লাহই একমাত্র সাক্ষী যে আমি আপনাকে ভালোবাসি শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য।" আমি প্রায়ই কাঁদতে চাইতাম। তিনি ভাইদের প্রতি ছিলেন খুবই আন্তরিক এবং প্রেমময়।

একটা সময়ের কথা আমার খুব মনে পড়ে যখন আমি একটা পিকআপ ট্রাকের পিছনের সিটে বসে আছি যেখানে তিনি যাত্রীসিটে বসে আরাম করছিলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং ভাবছিলাম কি পুরস্কারটাই না তিনি পেতে যাচ্ছেন! আমি খব দ্রুতই ঈর্ষান্বিত হয়ে গেলাম এবং আমার পাশে বসা সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে আমি উনার মতো পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ করতে পারি? এটা ছিলো এই কারণে যে তিনি শুধু আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ করতেন না, তিনি সাধারণ মুজাহিদীনদের অপারেশনে নিয়ে যেতেন এবং তাদের বাডীঘরগুলোকে দেখে রাখতেন. তিনি জিহাদের নেতাদের এবং এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা ব্যক্তিদেরকেও পরিবহন করতেন । এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কেউই হয়তো জিহাদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারতেন না, যদি ফাওয়াজ তাদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে ঠিক ভাবে পৌছিয়ে না দিতেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন গাডীর গিয়ারের মতো যা পরো গাডীকে

সঠিকভাবে চালাতে ও সক্রিয় রাখতে সাহায্য করত। আমরা অনেক মুজাহিদীন আছি তাঁর মতো একই কাজ করার মতো কিন্তু একজন সর্বযোগ্যতা সম্পন্ন ফাওয়াজের প্রতিস্থাপন কখনোই সম্ভব না।

যখন তাঁর গাড়ীচালনার দক্ষতার প্রসঙ্গ আসে তখন তার সমকক্ষ পাওয়া যায় নি। অন্য কোন মুজাহিদ গাড়ীচালক যোগ্যতায় তাঁর কাছে ধারেও আসতে পারেননি। যে কোন পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় তিনি যে কোন ধরনের গাডীকে অসাধারণ গতি ও ভারসাম্যে চালাতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর শাণিত, ধারালো দৃষ্টি ছিলো আল্লাহ 🕮 এর পক্ষ হতে এক অবিশ্বাস্য নেয়ামত। অনেক মুজাহিদীন তাঁর এই গুণে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি রাতে গাড়ীর হেডলাইটের আলো নিভানো সত্ত্বেও সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছাতে সক্ষম ছিলেন এবং কোন সমস্যা ব্যতিরেকেই গাড়ীকে ঘুরাতে পারতেন, এমনকি তাঁর পাশে বসা মানুষটাও ঠিক সামনের কোন কিছু না দেখতে পেলেও। চাঁদের আলো না থাকলেও এমনকি ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তিনি ঠিক এই একই কাজ করতে পারতেন।

যখন তিনি মুজাহিদীনদের সাথে সময় কাটাতেন ভাইয়েরা তাঁকে সবসময় দৌড়ানের জন্য আহবান জানাতেন। এটা ছিলো এই কারণে যে, তিনি ছিলেন দ্রুততম মুজাহিদীনদের একজন যা শুধু আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না। ঠিক তেমনি একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি একজন ভাইকে দেখলাম ফাওয়াজের চেয়ে একটু ভালো শুরু করতে যিনি দ্রুততমদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ফাওয়াজ তাকে ঈগলের ক্ষীপ্রতায় ছাড়িয়ে গেলেন। সবাই অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।



একটা সময় আমি চিন্তা করছিলাম যে কি ধরনের প্রতিচ্ছবি ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যার প্রচ্ছদে দেয়া যায়। ফাওয়াজের মুখচ্ছবির দিকে না তাকানো পর্যন্ত মূল বিষয়ের কোন কিছুই আমি চিন্তা করতে পারছিলাম না। তাঁর ছিলো সিংহের মতো দৃষ্টি। তাঁর দুর্দান্ত দৃষ্টি সবকিছুকেই নিয়ে যাচ্ছিল যেখানে মুজাহিদীনরা ছিলেন। এটা নি-শ্চিত যে সবাই যা দেখেছে আমিও তা দেখেছি. আমি আমার চারপাশের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি এটাই কি সেই যা সবাই তাঁর চোখে দেখেছে। সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করল। যখন আমি তাঁকে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানালাম, তিনি হাসলেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি সেটাই করতে চেয়েছিলেন যা তিনি দাওয়াহ ও জিহাদের স্বার্থে করতে পারতেন। সেজন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃ তজ্ঞ ।

মহান আল্লাহ 🕮 বিভিন্ন ধরনের সামরিক অভিযান দ্বারা তাঁকে সৌভাগ্যশালী করেছেন এবং আবৃইয়ান যুদ্ধে তিনি সবসময়ই ছিলেন সম্মুখপ্রান্তরে। তিনি শুধু মুজাহিদীনদের গাড়িতে করে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছেই দিচ্ছিলেন না; বরং মুজাহিদীনরা যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তিনিও তার সবগুলোতেই অংশ নিয়েছেন। তিনি উপস্থিত ছিলেন মা'রিবের যুদ্ধে, লাওদার যুদ্ধে এবং জিনজিবার যুদ্ধে -এগুলো শুধু কয়েকটি নাম। এইযুদ্ধগুলোতে তাঁর বিপুল সংখ্যক অভিযানে অংশগ্রহণ নিয়ে যে কেউ একটা বইও লিখতে পারতো।

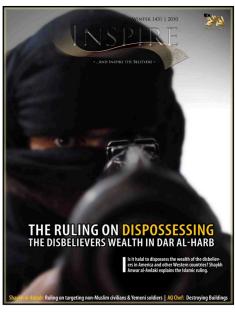
একজন ভাই একদিন আমাকে বললেন যে তিনি ট্যাংকের শেলের শব্দে জেগে গিয়েছিলেন । তিনি তৎক্ষনাৎ অন্যসব ভাইদের সাথে দৌড়ে গেলেন এবং লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠলেন। মুজাহিদীনদের সাথে বেতারযন্ত্রে সফলভাবে যোগাযোগের পূর্ব পর্যন্ত তারা গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং যখন তিনি গাড়ি

নামলেন, তিনি দেখলেন থেকে ফাওয়াজ আল-মারিবীকে। তিনি ফাওয়াজের দিকে উত্তেজনার সহিত হেঁটে গেলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আদর করলেন। তিনি

এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কেউই হয়তো জিহাদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারতেন না, যদি ফাওয়াজ তাদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে ঠিক ভাবে পৌছিয়ে না দিতেন।

অন্যভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন গাড়ীর গিয়ারের মতো যা পুরো গাড়ীকে সঠিকভাবে চালাতে ও সক্রিয় রাখতে সাহায্য করত।

লক্ষ্য করলেন যে,তাঁর হাতে রক্ত ঝরছে এবং মোড়ানো। ফাওয়াজ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন কিন্তু এটা তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করেনি। তিনি বললেন "আমাকে অনুসরণ কর, দেখো আমরা কি পেয়েছি।" তিনি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরলেন এবং সবাই সমুদ্রতটে এক বিরাট বালুর স্তুপের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ নতুন একটি সামরিক মোটরগ-াড়ী যা ভারী অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত, এটা এখন থেকে মুজাহিদীনদের। তিনি সবসময়ই মুজাহিদীনদের সাফল্য ও গনীমা'র ব্যাপারে ছিলেন উচ্চাভিলাষী যা আল্লাহ 🌉 তাদেরকে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন এই অভিযানের আমীর এবং এটি ছিলো একটি সফলতম অভিযান। সেই ভাইটি আমাকে বলেন, "এটা খুবই আনন্দদায়ক বিষয় এমন একজন মানুষকে কাছে পাওয়া যিনি আমাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কাছে টেনে নিয়েছেন। "



ফাওয়াজের এই ছবিটি শাইখ আনওয়ারের ফাতাওয়ার জন্য ইন্সপায়ারের ৪র্থ ইস্যুর মধ্যে দেয়া হয়েছিল।

একবার তিনি মা'রিবের মরুর উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আসছিলেন এবং একটি উপজাতীয় নিরাপত্তা চৌকি তল্লাশী অতিক্রম করছিলেন । এটা ছিলো খুবই দুর্লভ একটা ব্যাপার। তিনি ছিলেন ধৈৰ্য্যশীল এবং সতৰ্ক। সেখানে তিনি একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন যে সেখানে কি হচ্ছে। তারা বললো যে এখানে উপজাতীয় কিছু সমস্যা আছে। তারা তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। দ্বিধাহীন চিত্তে এই সাহসী মুজাহিদ যিনি কাউকেও ভয় পান-নি, তাঁর সত্যিকার নাম বলে দিলেন। বিস্ফোরিত চোখে তারা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে ইয়েমেনের সরকারের সবচেয়ে সন্দেহের তালিকার একজন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, খোলাখুলি ও ভয়ভীতিহীন ভাবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছে ।









(উপর থেকে নিচে) মুখোমুখি সংঘর্ষের পর শত্রুপক্ষের রেখে যাওয়া একটি অস্ত্রসজ্জিত মোটরগাড়ী মুজাহিদীনদের হস্তগত। উপরের ডানদিকে থেকে তৃ তীয় জন কালো ওড়না পরিহিতজন হচ্ছেন ফাওয়াজ। বামদিকের দ্বিতীয় **उ** उपनाविशेन जन श्राष्ट्रन यातू शिमिय यान-जानारेनि । शतवर्जीकारन काउग्राज ক্যামেরা চালনাকারীকে গাড়ীর ভেতরের অংশ দেখাচ্ছেন। তার নিচে ফাওয়াজ শত্রুপক্ষের একটি চেকপয়েন্ট অতিক্রম করছেন শুধু একটি কালাশনিকভ দিয়ে দূরথেকে গুলি করার ভঙ্গিমায়। একেবারে শেষে ফাওয়াজ একটি রাইফেলের অগ্রভাগ দিয়ে একটি পাখির মন্তক গুলি করে তা দেখাচ্ছেন - এই সিংহ পুরুষের मृत्रमर्गी मृष्टित श्रमाण शिरमत्व ।









শুধু আল্লাহর জন্য সাহসী ও কঠোর হওয়ার কারণে পুরো ইয়েমেন জুড়ে এজন্য পুরো
উপজাতি সম্প্রদায়ের নিকট তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা
ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন।
তারা তাঁকে খাবারের দাওয়াত দিতো তিনি কবুল
করতেন, এমনকি যদিও তারা সবাই ছিলেন তাঁর
নিকট অপরিচিত। সেখানে তারা তাদের প্রশংসা
ও ভালোবাসা নিবেদন করেছে এবং তাঁর ও আলকায়েদা আরব উপদ্বীপের ভাইদের প্রতি তাদের
অগনিত শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তিনি
তাদের কৃতজ্ঞতা জানান, তাদের জিহাদের দিকে
আহবান করেন এবং তাঁর গাড়ীতে ফিরে যান তাঁর
জিহাদী কর্মকাণ্ডের জন্য।

জিনজিবারে থাকার সময় আমেরিকান ড্রোন বিমানতাঁকে গাড়ী চালানোর সময় আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তাদের ক্ষেপনাস্ত্র ফাওয়াজদের গাড়ীকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তাকে ও তাঁর ভাইদের আহত করে। পরে তাদের একটি নিরাপদ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেবা দেয়া হয়আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁরা আবার অস্ত্র নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যার্থে বেরিয়ে পড়েন।

তাঁর শাহাদাহর ঘটনা অবিশ্বাস্য ঘটনা ছাড়া যেন আর কিছুই নয়। যদি পারতাম, তাহলে আমি সারা বিশ্বকে তাঁর শাহাদাহর কথা ছড়িয়ে দিতাম এই কারণে যাতে মানুষ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে।

তিনি এবং আরো ছয়জন ভাই আদেন এর

নিকটবর্তী একট নিরাপত্তা চৌকি তল্লাশীতে বড় ধরনের একটা অভিযানে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি আমীর ছিলেন। অভিযানের পূর্বমুহুর্তে ফাওয়াজ ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি বললেন, "আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি স্বপ্নে জারাত দেখেছি।" তাঁকে ঘিরে থাকা ভাইয়েরা সবাই বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি সবার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন মনে হচ্ছে তাঁর চশমা লাগবে। তারপর তিনি বললেন, "আমি শহীদ হতে যাচ্ছি " যেন বুঝতে পারছিলেন যে মৃত্যু আবির্ভূত হচ্ছিল। ভাইয়েরা সবাই একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারা এমন একজন ভাইকে হারাতে চাননি। তিনি তাদের চিন্তা, চেতনায় ও মননে অনেক বড়ছিলেন। তাদের একজন বললো, "সেটাই হবে।"

অভিযান শুরু হলো। মুজাহিদীনরা মুহুর্তের মধ্যেই নিরাপত্তা চৌকিটি ধ্বংস করে দিলো, একজন ছাড়া সব সৈন্যকে মেরে ফেললো। সে কোথাও দৌড়ে পালালো এবং নিজকে লুকিয়ে ফেললো। সে ছিলো আড়াল থেকে গুলিবর্ষণকারী। যখন ফাওয়াজ সিংহ দৃষ্টি দিয়ে তাকে শিকারের জন্য খুঁজছিলেন তখন সে দূর থেকে তাঁর ঘাড়ে গুলি করলো। বুলেটটি তাঁর ঘাড়ের একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তিনি মুচকি হাসি দিয়ে যমীনে লুটিয়ে পড়লেন। মুজাহিদীনরা খুব দ্রুতই সেই শক্রটাকে ধরে ফেললেন এবং একজন ছুরি দিয়ে তার দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে ফেললেন।

ইয়েমেনের জিহাদের ইতিহাসে কেউ কখনো

এমন সম্মান পায়নি যে তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁর সহযোগীরা শক্রর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বিশেষত তাৎক্ষনিক মুহুর্তে। সত্যিকার অর্থে, আরব উপদ্বীপের আধু-নিক জিহাদের ইতিহাসে এটা দ্বিতীয়বার ঘটল যে, একজন ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শক্রর শিরচ্ছেদ করা হলো। প্রথমটি শাইখ ইউসুফ বিন সালেহ আল-উআইরি হত্যার প্রতিশোধের জন্য ঘটেছিল।

সুতরাং আমার প্রিয় ভাইয়েরা! খেয়াল করুন ফাওয়াজকে মুজাহিদীনরা কেমন ভালোবাসতেন। তাঁর হত্যাকারী আল্লাহর শক্র এই পৃথিবীতে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে এবং আমরা মহান আল্লাহ 🍇 -র নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি পরবর্তীতে তাকে এর চেয়েও বড শাস্তি দেন। ভাইয়েরা তখনি তাঁর নিথর দেহটাকে নিয়ে ছুটলেন যখন তাঁর ঠোটে ছিলো স্মিত হাসি। তাঁরা মাটিতে তাঁর দেহকে রেখে কপালে চুমু খেলেন, ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তাঁরা মহান আল্লাহ 📲 -র নিকট শুকরিয়া আদায় করলেন মুজাহিদীনদের এমন একজন অতি মজবুত স্তম্ভ দিয়ে সাহায্য করার জন্য। সেই অভিযানে ত্রিশ জন শত্রুকে নিশ্চিক্ত করে দেয়া হয়, প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও গনীমাত জব্দ করা হয়।

আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ তাঁর কর্মের গুণাবলীর দরুণ আকাশের অনেক উচ্চতায় উঠে থাকে। তাহলে আপনি কেন জান্নাতের প্রাসাদগুলোতে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত না হয়ে বরং দুনিয়ার বাসভবনে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত রয়েছেন?



আলী সালেহঃ আমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী

আবু খালিদ

এটা কিভাবে প্রায়ই ঘটে যে শুধু একজন মানুষের জন্য কেউ অনুভব করতে পারছে যে তার উন্নতি হচ্ছে? যখন আপনি দেখেন যে আপনার আজকের দিনটি খারাপ, তার হাসি কি আপনার পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয়? যখন আপনার কিছুই বলার থাকে না, তখন কি সে আপনাকে হাসাতে হাসাতে চোখে আনন্দের অশ্রু এনে দেয়? এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে কতজন সাথী এরকম প্রস্থান করে? তিনি ছিলেন সেই ভাই যিনি আনন্দ দিয়ে নীরবতার শূন্য জায়গা ভরিয়ে দিতেন, ক্রকুঞ্বিত চেহারাকে যিনি আনন্দ হাস্যোজ্জলে পরিণত করতেন, সহযোগীর দুঃখকে যিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন আমাদের অন্তরের অনুপ্রেরণা, আবু সালেহ ফারহান, মহান আল্লাহ

আল-জালালের উপজাতী এলাকায়, আরু সালেহ জান্নাতের লোকদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বড় হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত এবং শ্রদ্ধা করার মতো একজন মানুষ। তিনি ছিলেন আত্ তাঈফাহ আল-মানসুরাহ (বিজয়ী দল) এর কঠোর পরিশ্রমী, শ্রদ্ধাশীল, একজন দা'য়ী এবং তাঁর আশে পাশের সবার পরম পছন্দের একজন।

তাঁর অনন্য গুনাবলী তাঁর ভাইদের সবসময় প্রাণোচছল ও হাসিখুশি রাখতো। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিতো, আবু সালেহ প্রগাঢ় মমতার সাথে মজার কোন উপায় খুঁজে বের করে হৃদয় প্রশমিত করার ব্যবস্থা করতেন। দুঃশ্চিন্তার চেয়ে বেশী কোন কিছু তাঁর নিকট অপছন্দের ছিলো না। এমনকি বিশেষ কোন ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশেও কেউ তাকে কোন কিছু করতে বা দেখতে পেতো যা হাসির খোরাক না জুগিয়ে পারতো না।

একদা আমরা বড় একটা দল একজন আনসারদের বাড়ীতে ছিলাম । এটা ছিলো ঠিক ইশা'র সালাতের পর পরই । আমরা সবাই একটা কক্ষে বসে সবাই নিজেদের কাজ করছিলাম, হঠাৎ আমরা একটা বিক্ষোরণের আওয়াজ শুনলাম যা ভূমিকম্পের মতো পুরো বাড়ীটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো । সবাইকে বিষন্ন দেখাচ্ছিলো এই চিন্তায় যে ছাদটাই বুঝি ধবসে পড়ল । যুগপৎভাবে, তিনি তাঁর যাযাবর মরুর সহজাত প্রাকৃতিক অভ্যাসবশত, খুব দ্রুতই নিজের ইয়েমেনী ছোরা বের করে মাথার উপর তুলে ধরলেন, চিৎকার করে নিজের নাম ধরে ডাক দিলেনঃ হে আবু আলী! এবং কয়েক সেকেন্ড যাবৎ তিনি একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছিলেন।

হঠাৎ প্রত্যেকে- যে নাকি আতঙ্ক ও ভীতিগ্রস্ত ছিলো - তাঁর দিকে তাকালো এবং হাসির উন্মক্ততায় ফেটে পড়লো। আমরা সবাই তখন সেই বাড়ী থেকে দ্রুত বের হয়ে পাশের একটি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে থাকলাম। আমরা জানতে পারলাম যে একটি আমেরিকান মানব বিহীন বিমান একটি গাড়ীতে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করেছিলো। তারা ভেবেছিলো তারা একজন মুজাহিদকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আল-জালাল উপজাতির একজন শাইখের ছেলেকে মেরে ফেলেছে। পরবর্তীতে আমীর আমাদেরকে ফিরে যেতে বললেন,আমি সেই গাড়ীর দিকে এগোলাম যেটা আবু সালেহ





চালাচ্ছিলেন। আমাদেরকে নিয়ে যাবার সময় আমি তাঁকে দেখলাম উচ্চকণ্ঠে নাসিদ গাইতে এবং ভাইদের সাথে হাসি ঠাটা করতে। আমরা তাঁকে নিয়ে মজা করছিলাম যে সে আমেরিকান ক্ষেপনাস্ত্রের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল তাঁর জাম্বিয়া (ইয়েমেনী ছুরি) নিয়ে।

সুতরাং এই ধরনের কঠিন ও ব্যাতক্রমধর্মী পরিবেশেও যে কেউ তাঁর মুখে হাসি দেখতো পেতো। এর কারণ তিনি কখনোই মৃত্যুকে ভয় পেতেন না এবং সবসময়ই তা হাসিমুখে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

তাঁর সেনাদল ছিলো সবসময় মৃদু হাস্যময়ী ও পরম সুখে পরিপূর্ণ। তাঁর আশে পাশের মানুষ কখনোই তাঁর সাহচর্যে বিরক্ত বোধ করতো না। একদিন তিনি তাঁর দূর্বল ইংরেজী চর্চা একজন আমেরিকান ভাই সামির খানের সাথে বসে দেখাতে গেলেন। তিনি একটি বোতল নিলেন যার গায়ে লেখা ছিলো KETCHUP তাই তিনি সেই দিকটায় ইঙ্গিত করলেন এবং উচ্চস্বরে পড়ার পরিবর্তে বানান করতে লাগলেন SHUTUP। সামির খান অউহাসিতে ফেটে পড়লেন যখন সালেহ তাঁর ভাইকে হাসতে দেখে নিজেও খুশি।

আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী কঠোর এবং সাহসী। সামরিক অভিযানগুলোতে তিনি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

একবার ভাইয়েরা শক্রদের আক্রমন করলো ও প্রচুর পরিমাণে গনীমা'র মাল লাভ করলো। তঁ-ারা যখন মকর বুকে খুব দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলো, শক্রদের একটি হেলিকন্টার তাঁদের ধাওয়া করলো। তারা খুব নিকট দুরত্ব থেকেই ভাইদের উপর ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালালো। আলী সালেহ একটি চক তুলে নিলেন এবং সেটাকে খালি করলেন। তারপর খুব দ্রুতই অবশিষ্ট ভাইয়েরা দেখতে পেলেন যে হেলিকন্টার থেকে হালকা অস্ত্রে আক্রমন করা হচ্ছে। হেলিকন্টারটি তার আন্তানায় ফিরে গেলো। পরবর্তীতে ভাইয়েরা লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা হেলিকন্টারটিতে একজন হত্যা ও একজনকে আহত করতে পেরেছেন। হেলিকন্টারটি থেকে তীব্র আক্রমন সত্বেও কোন ভাই-ই আহত হননি।

জীবনের শেষ দিকে এসে, আব্ইয়ান যুদ্ধে আড়াল থেকে গুলিবর্ষনকারী এক শক্রর গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, বার বার আওড়াচ্ছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ভাইয়েরা খুব দ্রুতই তাঁর দেহ নিয়ে ছুটতে লাগলেন। গাড়ীতে তিনি বার বার কালিমা শাহাদাহ পড়ছিলেন যখন তিনি একজন শাইখের তত্বাবধানে ছিলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি সবাইকে বললেন, "আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহর শপথ করে বলছি, জান্নাতই হচ্ছে হক্"।
তারপর তিনি মুচকি হাসলেন এবং এই পৃথিবী
ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁকে ঘিরে থাকা চারপাশের সবাই তাকবীর দিলেন, ফুঁপিয়ে কাঁদলেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেলেন।

দুই দিন পর যখন তাঁর দেহ মা'রিবে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর আপন ভাই সংবাদটি শুনতে পেলেন। তিনি পুরোপুরি আকস্মিক একটা ধাক্কা খেলেন। যখন তিনি আলী সালেহ এর হাস্যোজ্জল মুখ ও স্বচ্ছ রক্ত দেখতে পেলেন,তিনি খুশী হলেন এবং চারপাশের সবাইকে বললেন,"যখন আমি খবরটা শুনলাম খুব দুঃখ পেয়েছি কিন্তু এখন যখন তাঁর হাসিমাখা মুখটা দেখলাম, তাঁর জন্য আমি খুব খশী"।

আলী ভাইদের হৃদয়ের সাথে গেঁথে ছিলেন। তাঁর শাস্তভাব ও হাসি সবসময় বাহিনীকে পরিপূর্ণ রাখতো। তিনি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া শুধুমাত্র আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই নয় বরং আউলিয়া (আল্লাহর সাহায্যকারীদের) দের পবিত্র হৃদয়ের স্পর্শ নিয়েও ত্যাগ করেছিলেন। আলী সালেহ তাঁর চারপাশের সবার অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, এমনকি তাঁর মৃত্যুও।







আবু হাতিমঃ একজন বীরের আন্তরিকতা

আবু আল-ক্বাক্বা ায়েছে! কেন তুমি তা নষ্ট করছুঃ!" কিছুদিন পর তিনি ট্রেনিং-এর জন্য জিহ

তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতেই হৃদয়ে জান্নাতের একটি সুমিষ্ট সুবাস অনুভব করেছিলাম। সত্যিই, জান্নাতের বাগানের সেই মৃদু হাওয়া এখন তাঁর অধীনে, যা তাঁর ডানাগুলির সাথে দোলা খাচ্ছে।

একজন মানুষ যিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং যিনি ছিলেন একজন পরহেজগার, ইবাদতে একনিষ্ঠ, আশাবাদী, আল্লাহ্র কিতাবকে খুব পছন্দকারী এবং আন্তরিকতার সাথে শাহাদাহর প্রার্থনাকারী।

তিনি হচ্ছেন সানার হিবরাহ্র অধিবাসী আবু হাতিম (সামি আল-দালী)। যিনি সানা'র একটি কলেজে ভর্তি হয়ে অল্প কিছুদিন কাসও করেছিলেন, পরে তা ছেড়ে দেন। ঈমানে পরিপূর্ণ মুখে তিনি বলতেন, "কিভাবে আমি মেয়েদের সাথে একত্রে বসার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাব দিব?" তাঁর পিতা-মাতা চাচ্ছিল তিনি যেন তার লেখা-পড়া শেষ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর ঈমান 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পরিপূর্ণ করার জন্য পছন্দ করেছিলেন। দুনিয়ার মানুষেরা তাঁকে বলত, "সামনে তোমরা এক উজ্জ্বল

ভবিষ্যত রয়েছে! কেন তুমি তা নষ্ট করছ?!" কিন্তু তিনি নিশ্চুপ থেকে বিনয়ের সাথে তাদেরকে এড়িয়ে চলতেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর রবের উপরই নির্ভর করতেন।

এর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজের মত করে জীবন-যাপনের জন্য পথ খুঁজতে লাগলেন এবং একই সাথে সোমালিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তানের বীর মুজাহিদীনদের বিজয়ের কথা শুনতে পেয়ে এই কাফেলায় শরীক হওয়ার বাসনা করতে লাগলেন। তিনি এজন্য পথ খুঁজতে লাগলেন আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের জন্য সেই পথ খুলে দিলেন। সে আদিন-আবয়য়আন-এর বাহিনীর সাথে শরীক হওয়ার জন্য সানা ত্যাগ করল। শাইখ আবু বাসীর (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিফাজত করুন) জিহাদের জন্য যে আহবান জানিয়েছিলেন,তাঁর সেই আহবানে প্রথম সারিতেই মাত্র ১৮ বছর বয়সী এই তরুণ বীর মুজাহিদ সাড়া দেয়।

কিছুদিন পর তিনি ট্রেনিং-এর জন্য জিহাদী ক্যাম্পে যান, এটি এমন জায়গা যেখানে ইস্পাত এবং লোহার ছাঁচে একজনের ঈমান গড়ে উঠে। শাইখ খুব অল্পদিনের তাঁর মেধা এবং দ্রুত শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতাকে চিনতে পারলেন। তাই তিনি প্রথম বারের মত মুরতাদ্দ্বীনদের উপর একটি আক্রমনের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করেন।

আবু হাতিম কিছু ভাইয়ের সাথে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছান, যেখান থেকে রাত্রিবেলায় অতর্কিত আক্রমন চালানো হবে। তাঁরা নিজেদের জন্য উপরের একটি জায়গা ঠিক করলেন এবং সেখান থেকে রাস্তার দিকে অস্ত্র তাক করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁরা আল্লাহ-কে স্মরণ করতে লাগলেন এবং সবরের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে তারা বুঝতে পারলেন যে, শক্ররা তাদের রাস্তা পরিবর্তন করেছে। পরে ভাইয়েরা ঘাঁটিতে ফিরে আসল। যখন আবু হাতিম এই ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন, তখন আমরা সবাই একসাথে হাস-ছিলাম। এটা ছিল আল্লাহ তা আলার তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিষয় যে, সে তার প্রথম দিনে যুদ্ধ দেখতে পায়নি। কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিত







আবু হাতিম ও তার সাথের অন্যান্য মুজাহিদীনরা মুরতাদ বাহিনীর একটি বেইসে আক্রমণ চালানোর ঠিক পরবর্তী অবস্থায় ডানের ছবিটি দেখা যাচছে। বামের ছবিতে দেখা যাচেছ, আবু হাতিম আবইয়ানের একটি অপারেশনে ইয়েমেনী মুরতাদ বাহিনীর সুরক্ষিত একটি চেকপষ্টে সফল আক্রমণ চালিয়ে যাচেছ। তারা সেখানে সকল সেনাদের হত্যা করে অতঃপর চেকপয়েস্টটিতে আগুন ধরিয়ে চলে আসে।

ছিলাম তাঁর সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দক্ষতার কারণে খুব শীঘ্রই সে শত্রুদের মোকাবেলা করবে।

আমার মনে আছে যেদিন প্রথম তার সাথে আমার দেখা হয়। তখন আমি একদম নতুন ছিলাম। আমাকে একটি বড় তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়েছিল, যেখানে প্রায় দশ জন ভাইয়ের সাথে দেখা করি। তাঁরা সবাই ছিলেন হাস্যজ্জ্বল এবং আনন্দিত। তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু হাতিম। কিছু কারণে আমি তাঁকে অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তাঁকে দেখাচ্ছিল খুবই শাস্ত ও লাজুক প্রকৃতির একটি যুবক, কিন্তু যখনই তাঁকে ডাকা হল, তখন তার কণ্ঠে মনে হচ্ছিল আত্যবিশ্বাসী এক কমান্ডার।

যখন ক্যাম্পের আমীর তাঁকে আমার জন্য নির্ধারণ করলেন, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। যখন হাতিম আমাকে প্রশিক্ষণ করাচ্ছিল, আমার মনে হল সে খুবই চমৎকার ও বিজ্ঞ একজন প্রশিক্ষক। জিহাদের এই পথে সে ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। আমরা যখন একত্রিত হতাম, একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমাদের উভয়ের সাক্ষাতের শুরু হত একটি খুব সুন্দর হাস্যোজ্জল মুখ নিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষী আছেন, আমি তাকে শুধু তাঁর জন্যই ভালবাসতাম। আমরা অনেক সময়ই এক সাথে জান্নাতের আলোচনা, ইয়েমেনের ভিতর ও আশে-পাশে এবং পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিমদের নিয়ে আলোচনা করতে করতে কাটিয়েছি। যখন আমাদের ঘুমানোর সময় হত, আমরা একসাথে একটি ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে পাহাড়ের উপরে থাকতাম। প্রায়ই সে সেখানে শায়িত হয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং তাঁর হাত আকাশের দিকে উঁচু করে আমাকে বার বার বলতেন, "হে ক্বাক্বা! দেখ, জান্নাত! জান্নাত!" সে এটা বলতেন এমনভাবে যেন, তাঁর অন্তরে অনেক কষ্ট অনুভব হচ্ছিল, যেন এটি তাঁর এতই প্রয়োজন যার উপরে তার জীবন নির্ভর করছে। আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম যখন সে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তখন তাঁর চোখ বেয়ে অঞ্চ বইতে থাকতো।

পুরো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের মধ্যে সে ছিলেন একজন সাহায্যকারী। শাইখ আবু বাসীর ছোট ছোট পরিকল্পনা নিয়েও তাঁর সাথে কাজ করতেন এবং তাঁর সাহায্য নিতেন। আবু হাতিম ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত একজন ভাই। অধিকাংশ সময়ই সে ভাইদের সঙ্গ দেয়ার মাধ্যমে নতুবা কুরআন তেলাওয়াতের করে তার অন্তরের যত্ন নেয়ার মাধ্যমে অতিক্রম করতেন। এই দুনিয়া থেকে যারা জান্নাতের অধিবাসী হয়ে গিয়েছেন, সে তাদেরকে দেখে হাসতো। আল্লাহ্ যেন তাকে পরবর্তীতেও তাদের সাথে হাসার ব্যবস্থা করে

আমেরিকা যখন ইয়েমেনের উপর বোমা হামলা শুরু করল, তখন আমরা সহ অন্যান্য আরো অনেক মুজাহিদীন ভাইয়েরা একটি বাড়িতে অবস্থান করতে থাকি। তখন আমি তাঁর সাথে রান্না ঘরের মধ্যে সময় কাটাতাম আর তাঁর রান্না ছিল খুবই চমৎকার। একইভাবে, আমরা ছাদের উপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বহু সময় কাটিয়েছি। আমাদের উভয়েরই একসাথে শাহাদাহর তীব্র আকাঙ্খা ছিল। এমনকি আমরা শহরের মধ্যে হামলা চালানোরও কথা বলতাম।

আমি একবার একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমরা দু'জন বিশাল বড় একটি খুব সুন্দর বাড়ীর পাশ দিয়ে হাঁটছি, যা ছিল আমার অধিকারভূক্ত। আমরা তখন খুব আনন্দিত ছিলাম, কিন্তু যেই মাত্র বাড়িটর ভিতরে প্রবেশ করা শুরু করলাম, তখনই স্বপ্লটা ভেঙ্গে গেল। পরবর্তীতে আমি এই স্বপ্লটির ব্যাখ্যা পেলাম যে, আমরা উভয়েই একসাথে কিছু করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তা একই সাথে হয়নি। আমাদের একে অপরের যোগ্যতা দাবী করছিল, যাতে আমরা যার যার ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করি। অবশেষে এটাই আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

আমাকে আবু হাতিমের সাথে অনেক দূরের একটি যাত্রার জন্য আহ্বান করা হল। তাই আমরা খুব দ্রুত রওনা দিলাম এবং সবর ও কঠিন এক যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। প্রতিটি মূহুর্তে আমি তাঁকে পেয়েছি সবরকারী, আল্লাহর অত্যধিক প্রশংসাকারী এবং হাসি মুখে কষ্টকে সহ্যকারী; যেন সে তার কাঁধ থেকে ধূলা-বালি ঝেড়ে ফেলছে।

আমাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে সে আমাকে বলেছিল, "ইনশাল্লাহ্, আবার জায়াতে দেখা হবে!" কিন্তু তখনও আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আলাদা হতে যাচ্ছি। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে অশ্রুভরা চোখে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, হয়তবা এটিই আমাদের শেষ সাক্ষাত হতে পারে। আর এভাবেই আমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলাম।

প্রায়ই সে সেখানে শায়িত হয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং তাঁর হাত আকাশের দিকে উঁচু করে আমাকে বার বার বলতেন, "হে ক্যাক্সা! দেখ, **জান্নাত**! **জান্নাত**!" সে এটা বলতেন এমনভাবে যেন, তাঁর অন্তরে অনেক কস্ট অনুভব হচ্ছিল, যেন এটি তাঁর এতই প্রয়োজন যার উপরে তার জীবন নির্ভর করছে।

যখনই সে কোন অভিযানে বের হত্ত, সে আল্লাহর কাছে একনিস্ঠভাবে দু'আ করত এবং দু'হাত তুলে <mark>কান্লারত</mark> অবস্থায় আল্লাহর কাছে শাহাদাতের জন্য <u>ভিক্ষা চাইত।</u>

প্রায় এক বছর পর, আমি তাকে আমাদের একটি ভিডিও প্রকাশনীর মধ্যে দেখতে পেলাম যার নাম ছিল, "আগ্রসীদের বের করো"। আমি উল্লুসিত হয়ে উঠলাম যখন দেখলাম যে, আমার খুব ঘনিষ্ঠ সেই সাথী ঈমান ও হিকমার ভূমিকে রক্ষার জন্য জিহাদ করছে। দৃশ্যগুলো সাধারণ মানুষদের দেখানোর জন্য তোলা হয়নি। ক্যামেরার মধ্যে যে কয়বারই আবু হাতিমের দৃশ্য এসেছে, তখনই তাঁকে লাজুক দেখা গিয়েছে। যখনই ক্যামেরা ধারণকারী ভাইটি আবু হাতিমের কাছে আসত, আবু হাতিম অন্য দিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিত। যখন সে বসা অবস্থায় ক্যামেরা ধারণকারী আসত, তখন সে তার মুখটি ঢেকে ফেলত এবং মাথা নিচু করে দিত। এটি ঠিক তাই ছিল যেভাবে আমি তাঁকে দেখেছিলাম। সে ছিল খুবই আন্তরিক এবং নাম ও যশ-এর ব্যাপারে সে কখনও তোয়াক্কা করত না, যদিওবা এটি একটি ভাল নিয়্যত নিয়েই করা হত। সে শুধু শাহাদাহর কামনা করত এবং মিশ্কের সুগন্ধি নিয়ে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ানোর আশা রাখত। ছবিতে তাঁর দৃশ্য দেখে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে. "আবু হাতিম! আমি

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে আল-ফেরদাউস আল-'আলাতে দাখিল করেন, কারণ তুমি এরই উপযুক্ত।"

সে পায়ে হেঁটে অনেক পাহাড়-পর্বত, উত্তপ্ত
মরুভূমি এবং জলাশয় অতিক্রম করেছে, আর এ
সবই সে এই ভূমিতে তাওহীদের পতাকাকে আরো
শক্তিশালী করার জন্য করেছে। সে কখনোই দুনয়াবী খ্যাতি অর্জনের আশা পোষণ করত না,
বরং সে তা জান্নাতের উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে করত।
আবু হাতিমের সাথে থেকে যে বিষয়টি আমি
সবচেয়ে ভাল করে শিখতে পেরেছি -তা হল
নিয়্যতের বিশুদ্ধতা। অনেক বড় আমলও নিক্ষল
হয়ে যেতে পারে, যদি তুমি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির
উদ্দেশ্যে না করে থাক। ইমাম আল-সূসি বলেন
"নিয়্যতের বিশুদ্ধতা এরূপ যে নিয়্যতের অবস্থা
সমন্ধে কোন খেয়াল থাকে না"

নিয়্যত তোমাকে যে গস্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে, তা তোমার আমল তোমাকে সেখানে নিতে পারবে না। আবু হাতিম এমন এক মানুষ ছিলেন যিনি তাঁর কুপ্রবৃত্তিকে হত্যা করতে পেরেছিলেন। যদিওবা একে একটি পন্থায় দমন করলে, সে আবার গজিয়ে উঠে ভিন্ন আরেকটি রূপ নিয়ে। নিয়্যতের সাথে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে জীবনের শেষ অবধি পর্যন্ত। সুসংবাদ হচ্ছে তাদের জন্য যারা বিশুদ্ধ নিয়্যত নিয়ে শহীদ হিসেবে মারা গিয়েছে।

আবু হাতিম সর্বদাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রথম কাতারে অবস্থান করতেন। তিনি আকাঙ্খা করতেন যেন তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে ফিদায়ী হামলা চালাতে পারেন আর তিনি তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। হুদাইদাতে তিনি চারজন মুরতাদসহ নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই মহা মহিমাম্বিত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

যখনই সে কোন অভিযানে বের হত, সে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে দু'আ করত এবং দু'হাত তুলে কান্নারত অবস্থায় আল্লাহর কাছে শাহাদাতের জন্য ভিক্ষা চাইত ।



আবু হাশিমঃ পরিতৃপ্তদের জন্য প্রশান্তিদানকারী

আবু ইয়াসির

আবু হাশিম আল-সানা'আনি ছিলেন উত্তম আখলাকের একজন মানুষ, যিনি রসূল 🕮 এর আবাস ভূমি থেকে এসেছেন। জিহাদের পথে তাঁর সাথীদের সাথে সবসময়ই তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল। যিনি ছিলেন আল্লাহর কিতাবকে হিফ্জকারী, এই হাকু দ্বীনের একজন উত্তম দা'য়ী, মু'মিনদের প্রতি কোমল আর শয়তানের অনুসারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যখন তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তাকে আমি হাস্যোজ্জল ও আনন্দিত দেখতে পাই। সে সব সময়ই আগ্রহ বোধ করত ঐ সকল নতুন মুজাহিদীনদের ব্যাপারে এবং তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সময় দিত। সে তাদের সাথে থাকতে পছন্দ করত। তাঁকে সবসময়ে ভাইদের সাথে নতুবা আল্লাহর যিকির করার মধ্যে ব্যস্ত পাওয়া যেত।

ঈদের দিনে সে মজার মজার ঘটনা বলে অথবা নিজে যে নাসীদ তৈরি করেছে তা গাওয়ার মাধ্যমে ভাইদেরকে বিনোদন যোগাত। সর্বদাই সে সবাইকে বিনোদন দেয়ার চেষ্টা করত। যে দিন সে আল-কায়দায় যোগ দেয় সে দিন থেকেই সে হাউথি শিয়াদের উপর -যারা আল্লাহর রাসূল এর সাহাবীদেরকে গালি দিত- ফিদায়ী হালমা চালানোর জন্য ইচ্ছা পোষণ করে আস ছিল। যখনই সে দেখত যে তাদের মধ্য থেকে দু'জন ভাইকে ফিদায়ী হামলার জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তখন সে মর্মাহত হত। সেই রাতে আমরা তাকে দেখতাম কান্নারত হয়ে আল্লাহর কাছে শাহাদাহর জন্য প্রার্থনা করছে।

হাউতিয়ানদের বিরুদ্ধে গাওয়া তাঁর নাসীদ পরবর্তীতে আমাদের ভিডিও প্রকাশনীতে দেয়া হয়, যার নাম দেয়া হয়েছিল, "তুমি বিজয় অর্জন করেছ, হে আহ্ল আস-সুন্নাহ!" তার পংতিদয় ছিল এ রকমঃ

আমি নিজেকে এজন্য প্রস্তুত করছি যেন আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইএবং তাঁর অধিকারের জন্য প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শহীদ হই,

আমার দ্বীনের জন্য প্রতিশোধ নিতে পারি হাউছিদের বিরুদ্ধে, যারা ডলালের বিনিময়ে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে।

সানা আর মধ্যে থাকাকালীন সে ভাইদের সাথে অনেকগুলো অপারেশনে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে ছিল খুবই সক্রিয় একজন যোদ্ধা আর খুব অল্পদিনেই সে হালকা ও ভারী অস্ত্র চালানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। যখন তাকে সাদাতে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে সে ভাইদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত। সে তার দিবা-রাত্রির

অধিকাংশ অবসর সময়েই কুরআন পড়ার মাধ্যমে কাটাত। তার অন্যান্য সখের মধ্যে ছিল ব্যায়াম করা, লেখা-লেখি করা, নাসীদ গাওয়া, কুস্তি খেলা এবং অন্যান্য ভাইদের সাথে হালকা কৌতুক করা। ভাইয়েরা তাঁর আচরণগুলি খুবই পছন্দ করতেন।

যখন তাকে আবিআনে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে সে একজন দুর্দান্ত যোদ্ধা হিসেবে অনেকগুলো অপারেশনে শরীক হয় এবং অনেক মুরতাদকে হত্যা করে।

যেই রাত্রে ফাউজান আল-মারিবি শহীদ হন, আরু হাশিম একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি তৃতীয় দিনের দিন তাঁর সাথে মিলিত হবেন। তিন দিন পর, আরু হাশিমকে অন্যান্য ভাইদের সাথে সেনাবাহিনীদের একটি ঘাঁটিতে আক্রমণের জন্য বড় একটি অপারেশনে পাঠানো হয়। সেখানে সে শহীদ হয় এবং শহীদিদের সেই কাফেলার সাথে গিয়ে শরীক হয়। আরু হাশিম এই দুনিয়ার ভাইদের মাঝে তাঁর উত্তম প্রতিচ্ছবি রেখে গিয়েছেন এবং আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে জারাতের সবচেয়ে উচু মাকাম আল-ফিরদাউস আল-'আলা দান করেন।









শাইখ আবু মুস'আব আল-আওলাকি



- মিল্লাতে ইবরাহীম কাফেরদের থেকে বারাআ বা সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়।
- কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য বৈধ এবং বিশ্বজনীন স্বীকৃত পথ গ্রহণ করে।



৬. মিল্লাতে ইবরাহীম কাফেরদের থেকে বার-াআ' বা সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়ঃ

আসল কাফির(অর্থাৎ, স্বঘোষিত কাফির যেমনঃ ইহুদী,খ্রষ্টান) কিংবা দ্বীনত্যাগকারী মূরতাদ কাফিরদের সাথে বারাআ (সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দান করা) এর ব্যাপারে শক্ত অবস্থান গ্রহণকারী দলসমূহের মধ্যে আল-কায়েদা অন্যতম। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যখন কেউ ঘোষণা দেয় মানব রচিত আইন বিধান কুফর এবং এ ব্যাপারে আহলুস সুনাহ থেকে ইজমা উল্লেখ করে, তা সত্ত্বেও তারা এসব লোকদের থেকে বারাআ করে না। এ বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে. তাদের সংবিধানে মানব রচিত বিধান পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা কেমন করে কুফরকে পরিত্যাগ করবে যদি তোমরা কৃষ্ণরের লোকদের পরিত্যাগ না কর? সম্ভবত তোমরা দাবী করবে যে, তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাত (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করা কি প্রকাশ্য বিষয়ে নাকি গোপন বিষয়ে পাওয়া যায়? শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বলেন, "এবং তিনি বলেন এটা হচ্ছে ঐ বিষয়ে যা গোপনীয়"। হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করণ দ্বারা কি বোঝায়? হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করণের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম আর-রাদ-'আলাল মুনতাক্বিয়্যিন (প্রঃ৯৯) এ বলেন, "আল্লাহ থেকে হুজ্জাত বা প্রমাণ যা তাঁর রসূলগণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যখন সেই জ্ঞানকে অর্জন করার সামর্থ্য পাওয়া যাবে (রসূলদের নিয়ে আসা জ্ঞান); মুদায়ী'দের (ইসলামের দিকে আহ্বানকারী) জেনে রাখা দরকার আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটি শর্ত নয়: বরং এটি হচ্ছে তাদের সামর্থ্যের বিষয় । সেই অনুযায়ী যখন কুফফাররা কুরআন শোনা থেকে এবং এর দিকে মনোযোগ দেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে,এটা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিবন্ধক হবে না। যা নবীগণ নিয়ে এসেছিলেন তা শোনা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া কিংবা তাঁদের ইতিহাস এবং যা তাদের ব্যাপারে বিগত হয়েছে তা না পড়া তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিবন্ধক হবে না. কারণ সামর্থ্য একটি অনির্দিষ্ট বিষয়।"

এটা জানার পর কুয়েতী আইনের সিভিল সংবিধানে প্রথম প্রচ্ছদে দেখুনঃ "যদি একটি আইনী বিষয় তাদের আইনে না পাওয়া যায়, তাহলে একজন বিচারক 'উরফ বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিচার করবেন। যদি প্রচলিত রীতি নী-তির মধ্যেও বিধানটি না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বিচারক চেষ্টা করবেন ইসলামিক বিচার-ফায়সালা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছার। তথাপিও সে সিদ্ধান্ত হবে দেশের বাস্তবতার সাথে এবং এর স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" দেখুন "কাশফ আন-নিকাব আশ-শরীয়াহ আল-গাব" বই। এসব কিছুর পরেও কি এসব সংবিধান দাতা এবং যারা এসব আইন দ্বারা ফায়সালা করে তাদেরকে আপনি তাকফীর করতে দ্বিধাবোধ করবেন?

মিল্লাতে ইবরাহীম আদাওয়াহ (শত্রুতা) এবং বাগদাহ (ঘূণা) ঘোষণা করে কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং আল-কায়দা অত্যন্ত শত্রুতা রাখে ইয়াহুদী. খ্রিষ্টান এবং মুনাফিকুদের সাথে, তাদের বিরোধিতা করে যারা তাদেরকে কাফের হিসেবে মনে করে কিন্তু তাদের আক্বীদাকে গোপন রাখে দূর্বলতার

অজুহাতে। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে, কেন তোমরা দলীল ব্যবহার করে ত্বাওয়াগিতদের মুখোশ উন্মোচন করাকে গোপন করছ,যখন তোমরা মক্কী যুগের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় আছ, যখন রসূল 🕮 প্রকাশ্যে আহ্বান করেছিলেন, দাওয়াহ দিয়েছিলেন? হয় এইজন্য যে তোমরা পরীক্ষাকে বহন করতে পারবে না, নাকি এটা তোমাদের দূর্বলতা- আর নাকি তোমরা তাদের মধ্যে, যারা দাবী করে যে এর মধ্যে মাসালিহ (সু-বিধা বা উপকার রয়েছে) এবং মাফাসিদ (ক্ষতিকে পরিত্যাগ) রয়েছে। যদি এটাই হয় অবস্থা তাহলে বলব, এই মাসালিহ এবং মাফাসিদ এর মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই যা মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধী, যা তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অপরিহার্যভাবে এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছেঃ

- ক) ঐ বিষয় যার ব্যাপারে প্রকাশ্যে আহ্বান করতে হবে সকল উপায় ব্যবহার করে যদি আমরা দূর্বল অবস্থায় থাকি [এমন দূর্বলতা যা মক্কার গোপনীয় তিন বছরের চেয়ে শক্তিশালী] ঃ এটা হচ্ছে প্রকাশ্যে ঐ ঘোষণা দেয়া যা হচ্ছে দাওয়ার সারাংশ, আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দানের আহ্বান এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাহ করা হয় তাদেরকে পরিত্যাগ করা, যেমন মানব রচিত আইন, গণতন্ত্র, কুফফারদেরকে বন্ধু বানানো, শির্ককে রক্ষা করা এবং এর লোকদের সাথে বারাআ করা।
- খ) যে বিষয় গোপনে চালানো দরকার তা হচ্ছে, মিটিং এবং একত্রে জড়ো হওয়া এবং যা গোপনী-য়তা দাবী করে তা হচ্ছে প্রস্তুতি এবং বিশেষ



ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে অবস্থা অনুরূপ। আল কায়দা ত্মাওয়াগিতদের সাথে বারাআ বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণায় মিল্লাতে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করে এবং এটি তার কাজকে গোপন রাখে যেখানে প্রয়োজন। কে মিল্লাতে ইবরাহীম নিয়ে সন্তুষ্ট- এটা কি আল কায়দা নাকি যারা ত্বাওয়াগিতদের কুফর জানার পরেও তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তারা? যা লোকদের মধ্যে প্রকাশ্য তা হচ্ছে তারা (এসব সন্ধি স্থাপনকারীরা) বলেঃ "তারা (ত্মাওয়াগিতরা) কুফর করে না এবং তারা এখনও ইসলামের উপর রয়েছে।" এবং যখন তারা তাদের সমপর্যায়ের লোকদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলেঃ "এসব শাসকরা ইসলাম প্রকাশ করে না আবার কুফর গোপন করে না।" তার মানে তারা মুনাফিকু হবার বদলে প্রকাশ্যে কাফির!

মিল্লাতে ইবরাহীম কি শাইখ উসামা বিন লাদিনকে হামলা করা নাকি কুফফারদের থেকে বারাআ ঘোষণা করা?

আল কায়দা কাফিরদেরকে বলে ধ্বআমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম > [সুরা মুম-তাহানাঃ আয়াত ৪] হোক তারা আসল কাফির অথবা মুরতাদ্দ্বীন, যেখানে অনেক ইসলামিক দল মুরতাদ দ্বীনদের সম্মান দেখায় অথবা তা পরিত্যাগ করে মাসালিহ এবং মাফাসিদের নামে। তাদের কেউ কেউ এমনকি এটাও দেখেনা যে. এসব মুরতাদ্দ্বীনরা দ্বীন ত্যাগ করেছে, বরং তারা তাদেরকে আমাদের শাসক হিসেবে দেখে যাদের আনুগত্য করা প্রয়োজন। এসব জানার পরেও মুশরিকীনদের সাথে বন্ধুত্ব-সন্ধি যা ইসলামিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ তারা তা চালিয়ে যাচ্ছে । এসত্ত্বেও এমন কিছু ইসলামিক গ্রুপ আছে যারা বিশ্বাস করে যে, কিছু অঞ্চলের শাসকরা শরী'য়াহ দ্বারা শাসন পরিচালনা করে। আল্লাহর শরী'য়াহ দ্বারা শাসন করা কি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে? এটা কি দূর্বলদের উপর হাদ (প্রধান শাস্তিসমূহ) প্রতিষ্ঠিত করে আর শক্তিশালীদেরকে বাদ দেয়? মানবরচিত আইনকে প্রশ্রয় দেয় এবং মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করে এবং জিহাদের চিহ্ন আছে এমন সব কিছুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়? অথবা বিষয়টি কি এমন যে লোকদের চোখ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখা? যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি এবং সামর্থ্য নাই ।

আল কায়দা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান এবং তাদের এজেন্ট মুরতাদ্দিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর পরিষ্কার পরিকল্পনা ইসলামিক খিলাফতকে পূনঃস্থাপন করা যা পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত বরং এর চেয়েও বিস্তৃত সামর্থ্য অনুযায়ী, যতক্ষণ না কুফফারদের দেশগুলো বিজিত হয়। সুতরাং যে এমনভাবে ঘোষণা দেয় সেই কি বেশী দাবীদার মিল্লাতে ইবরাহীমের জন্য, নাকি মিসরের ইখওয়ান-আলমুসলিমীনের প্রতিনিধি, যখন সে ওবামাকে তার মিসরে সফরের সময় বলেছিল যে-ইখওয়ান-আল-মুসলিমীন আমেরিকার সুবিধাকে বিবেচনা করবে যদি তারা ক্ষমতায় আসে।

আল কায়দা কাফিরদের প্রতি যেরপ শক্রতা রাখে এরপ প্রকাশ্য শক্রতা কেউ রাখে না। সম্ভবত একজন জিজ্ঞেস করতে পারেঃ মুসলিমদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে আল কায়দা ছাড়া যে শক্রতা প্রকাশ করে? আমরা বলিঃ হাঁ, কিন্তু সেই 'আদাওয়া এবং বারা'আহ এর প্রকাশ কি আল কায়দার 'আদাওয়া এবং বারাআহর সীমায় পৌছছে? উত্তর হচ্ছেঃ না, শক্র আমেরিক সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের শক্র তার মধ্যে আল কায়দা সবচেয়ে বেশী শক্রতাপূর্ণভাবে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ওবামা মিসরে মুসলিমদের প্রতি তার সর্বশেষ ভাষণে তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে এবং সত্য সাক্ষ্য শক্ররাই দিচ্ছে।

আমাদের পিতা ইবরাহীম ৠ্র্র্রা এর মিল্লাতে ইবরাহীম হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বদা 'আদাওয়া এবং বাগদাহ ঘোষণা করে যাওয়া, যতক্ষণ না তারা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। আমরা যদি ইখওয়ান আল-মুসলিমীন এর মানহাজের দিকে তাকাই, যখন তা গঠিত হয়েছিল খিলাফতকে পুনঃস্থাপনের জন্য, আমরা দেখতে পাব তাদের কার্যক্রমের মধ্যে জিহাদ ছিল বলবৎ এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা ছেড়ে দেয়। এর পাশাপাশি আমরা যদি তাদের মানহাজ দেখি যাদেরকে আল-সুরুরিয়্যাহ বলা হয়, তারা আহল আস-সুন্নাহের মধ্যে, তারা এসব বিষয়ে একটা সময় ধরে এসব বিষয়ে পড়াশুনা করেছে। জিহাদের বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, যেমন পরিস্কার হয়েছে ত্বাওয়াগিতদের শাসন (তাদের কাছে)। অতঃপর ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে তাদের কারও কারও মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।

অন্যদিকে, আল কায়দা শুরু থেকে এমনকি আজ পর্যন্ত কাফেরদেরকে বলে আসছেঃ

থ্আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম

এবং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হল

শক্রতা এবং বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য, যতক্ষণ

না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন ।

[সূরা

মুমতাহানাঃ আয়াত ৪] আমরা আল্লাহর কাছে চাই

তিনি যেন আমাদেরকে এর উপর অবিচল রাখুন

এবং যে জিহাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

আল্লাহ বলেনঃ থ্যদি তোমরা বের না হও, তিনি

তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব দেবেন এবং

তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতির লোকদেরকে

বদলে দিবেন, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই

করতে পারবে না । আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর

শক্তিশালী ।

[সূরা তাওবাঃ আয়াত ৩৯]

সুতরাং হে মুসলিমগণ জেনে রাখুনঃ এই সময়ে মিল্লাতে ইবরাহীম আনয়ন করা, সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত এবং আত্মাকে ক্ষতি বহন করার জন্য প্রস্তুত করা ব্যতীত অর্জিত হবে নাযে ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত নয়, সেমিল্লাতে ইবরাহীমকে আঁকড়ে ধরতে পারবে না। এবং জেনে রাখুন কিছু লোক রয়েছে যারা এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের ঘোষণাকে গোপন করে, অবস্থার পরিবর্তন করতে না পারার অজুহাতে অস্বীকার করে। আমরা তাদেরকে বলি এখানে দু'টি বিষয় রয়েছেঃ

- ক) ঘোষণা করার সামর্থ্য।
- খ) পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্য।

যদি আমরা ঘোষণা দিতে সক্ষম হই আমাদের প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায় ঘোষণা দেয়া এবং আমাদের এ বিষয়টিকে পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত করা উচিত না, কারণ এটি একটি ইবাদতের প্রকার যা অন্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র (এক ইবাদাহ) যা মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে সুপ্পষ্ট এবং মুহাম্মাদ প্রর পথ নির্দেশনা থেকেও যা সহ তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, কাফিরদের প্রতি এবং তাদের ইবাদত থেকেতিনি বারা আ তথা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছিলেন, অবস্থা পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাঁর অসামর্থ্য সত্ত্বও। এই ঘোষণা ব্যতীত অবস্থার পরিবর্তনও আসবে না।

ঘোষণা করার নিজেরই একটা মূল্য আছে যারা মিল্লাতে ইবরাহীমকে অনুসরণ করবে তাদের পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে সুমাইয়া এবং তাঁর স্বামী ইয়াসির এর উদাহরণটি খুব দূরের নয় ।

৭. কারণ তারা বৈধ এবং বিশ্বজনীন উপায় বিবেচনা করে বিজয় সম্পন্ন করার জন্যঃ

উপনিবেশিক এবং মুরতাদ শক্রদের হটিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহর শরীয়াকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হবে এবং এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ কুরআন প্রেরণ করেছেন, যা তিনি বলেছেনঃ র্ক্ নিশ্চয়ই আমরা সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আপনি তা দ্বারা তাদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন। (সূরা আন-নিসাঃ আয়াত ১০৫) এটি পূর্নভাবে অর্জন করার জন্য সুনান আল-শরীয়াহ (বৈধ উপায়) এবং সুনান আল-কুনিয়াহ (বিশ্বজনীন উপায়) কে বিবেচনায় আনতে হবে, যেমনভাবে একটি ঘোষনার সাথে হুজ্জাহ বা প্রমান থাকা জরুরী এবং একটি তলোয়ার সাথে বর্ণা।

সুনান আল-শরীয়াহকে অনুসরণ করার ব্যাপারেঃ
তাদের জিহাদ ইলম এর উপর প্রতিষ্ঠিত, এর
বিধান, এর গুরুত্ব এবং লোকদের হৃদয়ের সাথে
সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে। ফলস্বরূপ, জিহাদের
ব্যাপারে তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে অগ্রগামী হয়েছে, যখন ভ্রন্ত এবং সীমালংঘনকারী
আহ্বানকারীরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাছে। সর্বশক্তিমান
আল্লাহ বলেছেনঃ ধ্রে উমানদারগণ! তোমাদের
কি হল যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের
হতে বলা হয় তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধর?
তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার
জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? কিন্তু আখিরাতের
তুলনায় এ দুনিয়ার জীবন (অত্যন্ত) নগণ্য।
১
[সূরা তাওবাঃ আয়াত ৩৮]

এজন্যই যা আমরা দেখছি বিচারক এবং সঠিক আইনজ্ঞরা জিহাদে বের হয়েছে; এবং আপনারা অবশ্যই জানেন, যে জিহাদের পন্থাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে কাজের মাধ্যমে তার অবশ্যই এর বিধানের ব্যাপারে জ্ঞান রয়েছে, যে ব্যাপারে অনেক বিদ্বান লোক যারা এই জিহাদের পথ দ্বারা সম্মানিত হয় নি তাদের জানা নেই। আমি শাইখ ইবনে 'উসাইমিন কে বলতে শুনেছি , শাইখ উসামা থেকে জিহাদের পথে ইলমী কিছু বিষয়ে উপকার লাভ করার বিষয়ে, সাধারনভাবে তাদের জ্ঞানের পার্থক্য থাকা সত্থেও। কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলেছেন শাইখ উসামা মুজাহিদদের পথ অবলম্বন করার পর আল্লাহ উনার জন্য জিহাদের বিধানের ব্যাপারে জ্ঞান এবং পাভিত্বের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এমন সব বিষয়ে যে বিষয়ে

অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বে জানতেনই না।

অতএব তারা আল্লাহর ফজলে জিহাদের বিধান-াবলীর ব্যাপারে সুশৃঙ্খল, হোক তা যুদ্ধের সময় কিংবা শান্তির সময় কিংবা যখন গনীমা এবং নিরাপত্তা আসে তখনও। ভুল হতেই পারে এবং যা কিছু সাহাবাদেরও হয়েছিল যা আমরা উল্লেখ করেছি।

সুনান আল-কুনিয়্যাহ অনুসরণ করার ব্যাপারে তাদের বিবেচনাঃ এটা হচ্ছে এই যে জাতিসমূহের উত্থান এবং তাদের প্রতিষ্ঠালাভ কখনই সম্ভব হয় নি শক্তি এবং অন্যদেরকে সরিয়ে দেয়া ব্যতীত, এমনকি এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও যুদ্ধ ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যে যুদ্ধে প্রায় সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

জেনে রাখুন, সুনান আল-কুনিয়্যাহ কখনই শেষ হয়ে যাবে না, এমনকি রসূল 🥞 ও তা গ্রহণ করেছিলেন; এজন্যই তিনি মদীনাতে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন মুহাজির এবং আনসারদের থেকে সশস্ত্রদেরকে নিয়ে।

যারা এ চূড়ান্ত পথ অবলম্বন করতে চায় না এরূপ গ্রুপের লোকেরা সশস্ত্র আনসার একত্রিত করা থেকে দূরে থাকে, তারা এই প্রমাণ ব্যবহার করে যে. এটা অত্যাচারী শাসকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে যা তাদের দাওয়াতী পস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে তারা দাবী করে! তারা একটি ভূমিতে অথবা অঞ্চলে এমনকি এমন কোন পর্বতে যেখানে আনসাররা আছেন এবং যেখানে জিহাদের ট্রেনিং প্রদান করা হয় এবং নিশ্চিত করা হয় এমন জায়গাগুলোতে হিজরত করা বর্জন করে,যেন তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা না হয় যে তারা তাগুতের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কোন পদক্ষেপ নিয়েছে! এবং এই অজুহাতে যে, যারা দাওয়া দিচ্ছে সেই আবাসকে তারা খালি করতে চায় না- যা তারা দাবী করে- এটা করার মাধ্যমে তারা সুনান আল-শরীয়্যাহর বিরোধী কাজ করে যা ছিল মাক্কী যুগের অবস্থা, যা সুনান আল-কুনিয়্যাও ছিল। দেখুন কিতাব ইদারাহ আল-তাওয়ায়ুশ, পঃ৯৮।

সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন, যে বিজয় চায় সে যদি জ্ঞান অর্জন এবং তারবিয়্যার (আত্মার প্রশিক্ষণ) মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, সে তা অর্জন করতে পারবে না, কারণ সে শক্তির পথ এবং শক্তি প্রয়োগের পন্থার বিপরীত কাজ করছে, যা হচ্ছে সুনান আল-শরীয়্যাহ, তথা সুনান আল-কুনিয়্যাহ।

এছাড়াও যারা ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় ভোটিং বুথের মাধ্যমে তারাও বিজয় অর্জন করতে পারবে না এবং বাস্তবতা হচ্ছে এর সুষ্পষ্ট প্রমাণ, কারণ হচ্ছে এ কাজ বিশ্বজনীন পস্থার বিপরীত, সূতরাং সাবধান হোন।

সুতরাং কেন আমরা নবুওয়তী পস্থাকে বাদ দিব? যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে জিহাদ. সম্ভবত একজন বলবেঃ "আমরা এটা পরিত্যাগ করেছি,কারণ আমরা দূর্বল।" আমরা বলিঃ দূর্বলতা নবুওয়তী পস্থাকে বাদ দেয়ার জন্য যথ াযথ নয়, বরং শক্তি অর্জনের পথ খুঁজতে হবে ্কাণন এটা হচ্ছে জয়লাভ করার একটি উপক-রণ; অন্য পথে বিজয় নেই। সুতরাং যে কিতাব এবং রসূল 🚎 -এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করতে চায় যা হচ্ছে শাসনের একক উৎস, তার অপরিহার্যরূপে এই দু'টি দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ তরবারী এবং বর্শার সাথে সাথে দরকার হুজ্জাহ এবং তিবয়ান (সুষ্পষ্ট ব্যাখ্যা); কুরআন পথ দেখায় এবং তরবারী তা সমর্থন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেনঃ ধ্রতোমার রব হিদায়াত দানে এবং সাহায্যকারীরূপে যথে 🕏 📭 [সূরা আল-ফুরকানঃ আয়াত ৩১] সুতরাং যদি আমরা ইলম এবং তারবিয়্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে আমরা শরীয়াহ কায়েমে সক্ষম হব না কারণ আমরা এতে সুনান আল-কুনিয়্যার বিরোধিতা করলাম যা একটি সুনান আল-শরীয়া-হও বটে, যা হচ্ছে শক্তির পন্থাকে অবলম্বন। যাই হোক, আমরা যদি জিহাদের পথ অবলম্বন করি হুজ্জাহ এবং তিবয়ান ব্যতীত, ফলস্বরূপ আমরা শক্তিকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করব। তাই দুটি বিষয়কে নিয়েই আগানো জরুরী। 👖



জিহাদের উনাক্ত নথিপত্র

যারা জালিম শাসকদের ঘৃণা করেন তাদের জন্য এই রিসোর্স ম্যানুয়্যাল। এতে আছে বোমা বানানোর উপায়, গোপনীয়তা রক্ষার পন্থা, গেরিলা কৌশল, অন্ত্র প্রশিক্ষণ এবং জিহাদ সংক্রান্ত সকল বিষয়।

- অঘোষিত জালেম শাসকগোষ্ঠির জন্য এটা একটি বিপর্যয়ঃ আমেরিকার জন্য জিহাদের উন্মুক্ত নথিপত্র হচ্ছে দুঃস্বপু।
- এটা প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমনের পরিবর্তে

 ঘরে বসে প্রশিক্ষণ নিতে সাহায্য করে: আরো বিস্তারিত দেখুন,

 জিহাদের উন্মুক্ত প্রতিবেদন এখন আপনার হাতের কার্ছেই

 রয়েছে।



ঠিক আছে, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এটি-ই হবে আমাদের শেষ পর্ব! আজ আপনাদেরকে বন্দুক নিশানা করার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাগুলো দেখাবো, যা মুজাহিদীনরা ব্যবহার করে থাকে।

এখানে আপনি যে সকল ছবিগুলো দেখছেন তার সবগুলোই মূল ইমেজের অনুরকণ করা হয়েছে, যার ধাপগুলোকে একে একে বর্ণনা করা হবে।



Your back foot gives you stability for recoil our front foot is pointing at the targe

১. দাঁড়ানো ভঙ্গিমায়

- ক. আপনার বন্দুকের পিছনের বাটটিকে আপনার ডান কাঁধের উপরে ভর (যদি আপনি ডানহাতী হয়ে থাকেন) দিয়ে তা লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করান।
- খ. হালকাভাবে পিছনের দিকে ঝুঁকে নিন।
- গ. আপনার সামনের পা দেখতে কিছুটা
- 'L'-এর মত দেখা যাবে, তবে তা ৪৫ ডিগ্রীর মত করে ব্যান্ড করতে হবে এবং পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে বাইরের দিকে কিছু বের করে রাখুন আর সামনের পা-কে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করিয়ে রাখুন।
- ঘ. হাঁটুকে হালকাভাবে ব্যান্ডকরুন।



২. এক হাটু

180-Turn by placing raised knee down & lowered knee up

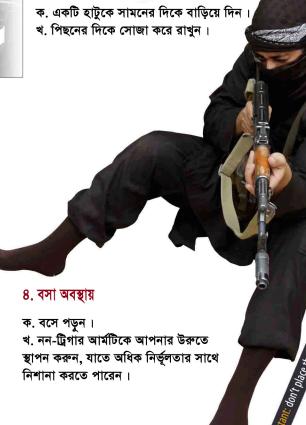
ক. একটি হাটুকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিন

৩. হাটু গেড়ে বসা

ক. পিছনে হেলান দিয়ে বসুন এবং একটি হাটুকে সামনের দিকে নিয়ে আসুন আর অপরটি বাঁকা করেন তারপর বাঁপায়ের আঙ্গুলের উপর রাখুন।

Rest it on the shoulder, not too high or low





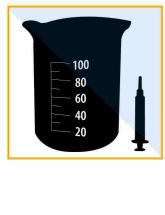




নিশানার ক্ষেত্রে সর্বশেষ কথাহচ্ছে, বাট স্টকের পেছনের জায়গার ব্যাপারে সবসময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। বন্দুকের গুলির শব্দের ভয়ে ভীত হবেন না যে এর দ্বারা আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হবেন। মনে রাখবেন এটি হচ্ছে শুধু নিখুঁতভাবে করাএকটি কাজ। সুতরাং আমরা এখন AK-47 সিরিজের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছে গিয়েছি। আমি আশা করি এর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন এবং আল্লাহর শক্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে আরো বেশি সহায়তা করতে পারবেন।







এসিটোন পার-অক্রাইড প্রস্তুতপ্রণালী

উপকরণ

- ৪,০,(হাইড্রোজেন পার-অক্রাইড)
- এসিটো
- সালফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্রোরিক এসিড

গুরুত্বপূর্ণ



এসিটোন পার-অক্সাইড এর সংবেদনশীলতা এতই বেশী যে, তা অধিক পরিমাণে তৈরী করা

অত্যন্ত বিপদজনক।

স্মরণীয়



(AP) তৈরির কয়েকদিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। কারণ বিলম্বের কারণে আশানুরূপ ফল নাও পাওয়া

যেতে পারে।

ফিলিস্তিনি ফিদায়ী

বিস্ফোরণের জন্য অনেক ফিলিস্তিনি ফিদায়ী এসিটোন পার-অক্রাইডকে প্রাথমিক বিস্ফোরক হিসেবে নয় বরং মূল চার্জ হিসেবে ব্যবহার করছে।

কেন এসিটোন পার-অক্রাইড?

এসিটোন পার-অক্রাইড (AP) খুবই জনপ্রিয় বিক্ষোরক কারণ তা সহজেই তৈরি করা যায় এবং এর প্রয়োজনীয় উপকরণ সব জায়গায় পাওয়া যায় । এসিটোন পার-অক্রাইড (AP) তৈরিতে হাইড্রোজেন পার-অক্রাইড (H_2O_2) , এসিটোন এবং সালফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রয়োজন হয় ।

সুবিধাঃ

- সহজে তৈরি করা যায়
- উপকরণ সহজলভ্য

অসুবিধাঃ

- এসিটোন পার-অক্রাইড একটি উদ্বায়ী পদার্থ যা সাধারণ তাপমাত্রায়(ঘরের তাপমাত্রায়) বাতাসে মিশে যায়। তাই তৈরির কিছু দিনের মধ্যেই তা ব্যবহার করতে হয়।
- এসিটোন পার-অক্রাইড একটি সংবেদনশীল পদার্থ । এটা ঘর্ষণ, তাপ, আগুন, চাপ ইত্যাদির প্রতি সংবেদনশীল । তাই এসিটোন পার-অক্রাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ।
- বিক্ষোরণের জন্য অন্যান্য মূল চার্জ পাওয়া গেলে মূল চার্জ হিসেবে AP ব্যবহার করা ঠিক হবে না ।

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- সাদা স্ফটিক
- পানিতে অদ্রবনীয় কিন্তু এসিটোনে দ্রবনীয় ।
- আগুনের শিখা বা সালফিউরিক এসিডের ফোঁটার সাহায্যে বিক্ষোরণ ঘটানো যায় ।
- বিক্ষোরণের গতিবেগ ৩৭০০-৫২০০ মিঃ/সেকেন্ড।
- প্রাথমিক বিস্ফোরক (প্রাথমিক বিস্ফোরক মূল চার্জ বিস্ফোরণের কাজে সহায়তা করে।)
- অতি সংবেদনশীলতার কারণে অল্প পরিমাণে AP তৈরি করা উচিত।



সাধারণ বিজ্ঞান





হাইড্রোপনিক প্রক্রিয়া হলো বালু কিংবা তরলে পুষ্টি জাতীয় পদার্থ যোগ করে উদ্ভিদ জম্মানোর প্রক্রিয়া।

H ₂ O ₂	আয়তন		
७%	\$ 0		
৬%	২০		
১২%	80		

টেবিল ১.০

ইঙ্গিত



এসিটোন হার্ডওয়্যার স্টোরে প্রচুর পাওয়া যায়। উদাহরনত, আমেরিকায় Home Depot. Sears, Wal-mart ইত্যাদি স্টলে পাওয়া যায়। এসিটোন রংয়ের দোকানেও সুলভে পাওয়া যায়, যেহেতু অনেক রংয়ের ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য উপাদান।

উপকরণ প্রাপ্তিস্থানঃ

ক. হাইড্রোজেন পার-অক্রাইড

 H_2O_2 এর নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে । ব্যাথা ও ঘা এর স্থানে জীবাণুনাশক হিসেবে ফার্মেসী ও ওমুধের স্টোরে (বাংলাদেশে ডাব্জারের নির্দেশ ছাড়াই) বিক্রি হয় । এটা সাধারণত ৩%ঘনত্বের হয়, কখনো ৬% এরও হয় । চুলের ব্লিচ করার কাজে ব্যবহৃত তা হয় এবং তাই প্রতিটি হয়োর সেলুন ও বিউটি শপে এটা পাওয়া যায় । চুলের ব্লিচ হিসেবে যে কোন ঘনত্বের H_2O_2 ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ ৬%,১২%,১৮% H_2O_2 , আরও অধিক ঘনত্বের হয় কিন্তু তা পাওয়া দুক্ষর । বিশুদ্ধ H_2O_2 খুবই উদ্বায়ী এবং বিস্ফোরন্মোখ । বিশুদ্ধ H_2O_2 রকেটের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ৭০% অধিক ঘনত্বের H_2O_2 এর সাথে জৈব জালানী যেমন, ময়দা বা কালো জিরার সাথে মিশিয়ে বিস্ফোরণের মূল চার্জ তৈরি করা হয় ।

কখনো বোতলের গায়ে শতকরা ঘনত্বের উল্লেখ না থেকে বরং আয়তনের উল্লেখ থাকে । একে শতকরা ঘনত্ব মনে করা ঠিক হবে না । তাই H_2O_2 ১০ আয়তন মানে ১০%ঘনত্বের H_2O_2 নয় । H_2O_2 হতে যে পরিমাণ অক্রিজেন নির্গত হয় আয়তন তা নির্দেশ করে । উদাহরণস্বরূপ, ১ মিলি ৩% ঘনত্বের H_2O_2 হতে ১০মিলি অক্রিজেন নির্গত হয় এবং তাই এর আয়তন ১০ । টেবিল -১.০ দ্রম্ভব্য

অন্যান্য যে সকল স্থানে ${
m H_2O_2}$ পাওয়া যেতে পারে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-পুল সাপ্লাই শপ যেখানে ${
m H_2O_3}$ জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং হাইড্রোপনিক শপ।

খ. এসিটোন

এসিটোন পরিস্কার, তীব্র গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তরল পদার্থ। উদ্বায়ী হওয়ার কারণে তা বদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিৎ। এসিটোন একটি শক্তিশালী দ্রাবক এবং ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত, আমেরিকায় আয়তন বিবেচনায় এসিটোন অন্যতম সর্বাধিক উৎপাদিত রাসায়নিক পণ্য। বিউটি শপে এবং হার্ডওয়্যার স্টোরে সুলভে তা পাওয়া যায়। বিউটিশপে নেইল পলিশ বিদূরণকারী হিসেবে এসিটোন ব্যবহৃত হয়। তবে উপকরণ তালিকা দেখে নিতে হবে যে, তাতে এসিটোন আছে কিনা, কেননা, অন্যান্য দ্রাবক যেমন, এসিটেটও ব্যবহৃত হতে পারে। তাই যদি উপকরণ তালিকায় এসিটোন না থাকে,বরং তার পরিবর্তে অন্য কোন উপকরণ যেমন-এসিটেট বা বিউটাইল এসিটেট পাওয়া যায়, তাহলে অন্য কোথাও খুঁজতে হবে। যদি তালিকায় এসিটোন পাওয়া যায় তবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, নেইল পলিশ বিদূরণকারী দিয়ে উপযুক্তভাবে (AP) এসিটোন পার অক্রাইড তৈরি করা যাবে কিনা, কারণ এতে উপস্থিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের দক্ষন মূল বিক্রিয়ায় বিদ্ধ ঘটাতে পারে।

গ. অন্যান্য

স্বল্প ঘনত্বের সালফিউরিক এসিড গাড়ির ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়। নতুন কিংবা পুরনো ব্যাটারি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে নতুনের ক্ষেত্রে ভেজাল ও বিদূষকের সম্ভাবনা কম থাকে। অধিক ঘনত্বের পেতে তাপ প্রয়োগে ফুটাতে হবে, যতক্ষণ না মূল আয়তনের ১/১০ ভাগ হয়। এমতাবস্থায় অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট হয়। সালফিউরিক এসিড ড্রেন কিনার হিসেবেও পাওয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা ড্রেন কিনার হিসেবে পাওয়া যায় এবং মিউরিয়াটিক এসিড নামে অনেকসময় বিক্রি হয়।

সাধারণ বিজ্ঞান



সোডিয়াম কার্বোনেট সোডা অ্যাশ নামে পরিচিত এবং মুদি দোকানে তা পাওয়া যায়। সোডিয়াম কার্বোনেট পরিস্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আপনি সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিবর্তে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটও ব্যবহার করতে পারেন যা বেকিং পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়।



চিত্ৰ ১.০

এখানে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেখানো হয়েছে। কেবল ড্রপার দেখানো হয়নি। যেকোন ড্রপার ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্মরণীয়



সোডিয়াম কার্বোনেট মিশ্রন তৈরিতে ৭ নং ধাপ অনুযায়ী সোডিয়াম

কার্বোনেটের সাথে পানি যোগ করুন।

গুরুত্বপূর্ণ



আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। গ্রাভস, গগলস ব্যবহার করুন। চুল বড়

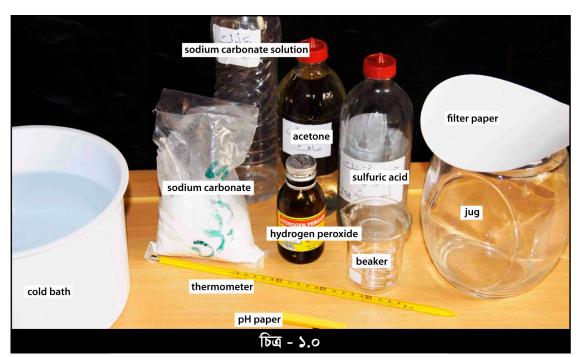
হলে পেছনে বেঁধে নিন। হাতে কোন রাসায়নিক দ্রব্য লাগলে সাথে সাথে তা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।



অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে বড় বরফের টুকরো cold bath এ রাখুন। যাতে ঠান্ডা তাপমাত্রা বজায় থাকে।

টেবিল ১.১

নিয়ম হলো ৬ গুন পরিমাণ বিশুদ্ধ এসিটোনের সাথে তুল্য পরিমান বিশুদ্ধ H,O, যোগ করতে হবে।



প্রস্তুতপ্রণালীঃ

নিয়ম হলো ৬ গুণ পরিমাণ বিশুদ্ধ এসিটোনের সাথে তুল্য পরিমাণ বিশুদ্ধ $H_{\gamma}O_{\gamma}$ যোগ করতে হবে। তাই ২০ মি.লি ১০০% $\mathrm{H_2O_2}$ এর সাথে ১২০ মি.লি ১০০% এসিটোন যোগ করতে হবে। বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এসিড যোগ করা হয়।

সুতরাং ৩% $\rm H_2O_2$ এর জন্যঃ ৫০ মি.লি $\rm H_2O_2$ + ৯ মি.লি এসিটোন + ১০-২০ মি.লি সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করুন । বিস্তারিত নীচের টেবিল ১.১ দুষ্টব্যঃ

আপনার প্রয়োজন একটি গ্লাস বীকার, বরফ শীতল পানি (cold bath) এবং একটি থার্মোমিটার।

- ১. ${
 m H_2O_2}$ এর ঘনত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ এসিটোন যোগ করুন। চিত্র ১.১ দ্রস্টব্য
- ২. H_2O_2 বীকারে যোগ করুন।





উপকরণ(মি.লি)	9 % H ₂ 0 ₂	৬ % ዘ ₂ 0 ₂	> b% H ₂ 0 ₂	90% H₂0₂
H ₂ O ₂	৫০ মি.লি	৫০ মি.লি	৫০ মি.লি	৫০ মি.লি
এসিটোন	৯ মি.লি	১৮ মি.লি	৫৪ মি.লি	৯০ মি.লি
সালফিউরিক এসিড *	১০-২০ মি.লি	২০ মি.লি	২০ মি.লি	২০ মি.লি

টেবিল ১.১

^{*} এখানে সালফিউরিক এসিড ৯৮% ঘনতের। আপনি এর চেয়ে লঘু মাত্রার সালফিউরিক এসিডব্যবহার করলে এসিডের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সালফিউরিক এসিডের বিকল্প হিসেবে হাইড্রোকোরিক এসিডও ব্যবহার করা যেতে পারে।







গুরুত্বপূর্ণ



৪ নং ধাপে পৌঁছালে বার বার বীকারের তলা ঠান্ডা পানির মধ্যে ও এর

চারপাশে নাড়ুন। যদি দ্রুত তা না করা হয়, তাহলে বিভিন্ন কণা জ্বলে উপরে উঠে আসবে।

স্মরণীয়



৫ নং ধাপে সাদা ক্ষটিক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত মিশ্রনটি পানিতে রাখতে

হবে। মাঝে মাঝে পানি থেকে তুলে দেখা যেতে পারে যে ক্ষটিক তৈরি হচ্ছে কিনা।

সাধারণ বিজ্ঞান



যদি বিভিন্ন কণা জ্বলে ওঠে বিক্ষোরণ ঘটবে না । যেহেতু বীকারটি পানিতে

রয়েছে। পানি কণাগুলোকে পরস্পর সংস্পর্শ হতে দূরে রাখে এবং বিস্ফোরণ ঘটতে বাধা দেয়।

স্মরণীয়



বীকারটিকে ররফ শীতল (cold bath) পানিতে রাখার সময় কখনোও চোখ থার্মোমিটার থেকে সরানো যাবে না। মনে রাখবেন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সে.

- ড্রপারের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় সালফিউরিক এসিড যোগ করন। চিত্র- ১.৩-এ সালফিউরিক এসিড একটি গ্লাস পাত্র হতে নিয়ে বীকারে যোগ করা হচ্ছে (চিত্র-১.৪)
- 8. এসিড যোগ করার সময় থার্মোমিটার দ্রবণের মাঝে রাখতে হবে। যদি তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সে. এর নিকটবর্তী হয়, বীকারটিকে বরফ শীতল পানির চারপাশে নাড়তে হবে,যতক্ষণ না তাপমাত্রা কমে। চিত্র-১.৫ দুষ্টব্য। দ্রবণের তাপমাত্রা ৩০-৪০ডিগ্রি সে.এর মাঝে কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।
- ৫. এখন সাদা ক্ষটিক তৈরি হতে শুরু করবে। বীকারটিকে (cold bath) হতে বের করে আনুন।
 চিত্র ১.৬ দ্রষ্টব্য



৬. একটি ফিল্টার পেপার দিয়ে কোণাকৃতি তৈরি করে জগের উপর স্থাপন করুন।

ইঙ্গিত



এই পরীক্ষায় আমরা সাধারণ ফিল্টার ব্যবহার করেছি। যে কোন কফি ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। একে পরীক্ষার ব্যবহার উপযোগী করার জন্য দেখানো ছয়টি সহজ ধাপ অনুসরণ করুন।





















FYI

এই পরীক্ষায় আমরা ২০ মিলি ৬%ঘনত্বের H,O, এর সাথে ৭.২ মিলি এসিটোন ও ১০ মিলি Н্Оু পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছি। টেবিল ১.১ এ মিশ্রনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

- ৭. যেহেতু সালফিউরিক এসিড (AP) কে বিক্ষোরিত করতে পারে, তাই ক্ষটিক শুকানোর পূর্বেই এসিড দূর করতে হবে। সেজন্য আমাদের সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করতে হবে। ২ গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট একটি প্লাস্টিক বোতলে নিয়ে তাতে আটকিয়ে কয়েক সেকেন্ড ঝাঁকাতে হবে। আপাতত বোতলটি পাশে রাখুন, যতক্ষণ না আমরা ১১তম ধাপে আসি।
- ৮. চিত্র ২.০ অনুযায়ী কফি ফিল্টারের উপর ঢালুন।
- মিশ্রণটি ফিল্টারে ঢালার পর তাতে pH পেপার রাখুন।

স্মরণীয়



কোন গ্রাস ফানেল না থাকলে চিত্র-২.১ অনুযায়ী ফিল্টার পেপার গ্রাস কনটেইনারের উপর রাখুন। মিশ্রনটি ঢালার পর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিন যাতে ফিল্টারটি ছিঁড়ে না যায়। সোডিয়াম কার্বোনেট যোগ করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ।

FYI

আমরা ২% সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে ৯৮% পানি যোগ করেছি। শতকরা হার পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলেও চলবে।





সাধারণ বিজ্ঞান



কোন কিছুর দেখার জন্য তাতে pH স্ট্রিপ পেপার রাখতে হবে এবং পেপারের পরিবর্তিত রং ক্ষেলের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে।



ডঃ খাতির



ডঃ খাতির যখন আফগানিস্তান ছিলেন তখন তিনি আবু খাব্বাব আল-মিসরী'র (রঃ) ছাত্র ছিলেন।

ডঃ খাতিরের উপদেশ

- প্রথমবার পরীক্ষার সময় আমরা যে পরিমাণ ব্যবহার করেছি সে অনুযায়ী পরীক্ষা করুন, যাতে এর সাথে পরিচিত হতে পারেন। পরবর্তীতে টেবিল -১.১ অনুযায়ী অধিক মাত্রা নিয়ে পরীক্ষা করুন।
- বীকারই ব্যবহার করতে হবে তা জরুরী নয়ঃ যে কোন গ্লাস পাত্র যাতে নম্বর ক্ষেল আছে, ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাস্টিক ড্রপারের চেয়ে গ্লাস ড্রপার ভালো।
 সবসময় ড্রপার হতে ধীরে ধীরে রাসায়নিক
 দ্রব্য যোগ করুন। কেবল এ কারণে তা নয়
 যে, না হলে বিক্ষোরণ ঘটবে। যেকোন কাজ
 করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে একথা প্রযোজ্য।
- যদি আপনি বিস্ফোরণের আশস্কা করেন,ধোঁয়া দেখেন বা কাজ করার সময় কোন শব্দ শুনেন, সাথে সাথে বীকার (cold bath) -এ নামিয়ে দিন। তাতে কাজ না হলে বীকারের মধ্যে পানি ঢালুন। এটা খুব দ্রুত করতে হবে।
- কোন দেশে আপনার বসবাস সে অনুযায়ী আপনাকে ছোট জগ বা বালতি গরম পানি (ফুটস্ত নয়) রাখতে হবে। কারণ আপনার দেশের আবহাওয়া ঠাভা হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের উপর একটা প্রভাব পড়বে। উদাহরণস্বরূপ, বীকার ঠাভা পানিতে রাখলে দেখা যাবে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সে. উপরে উঠছে না। তখন আপনাকে গরম পানিতে রাখতে হবে, যাতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

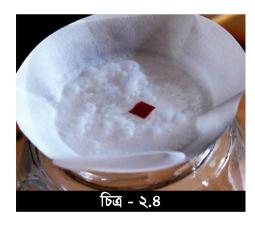


- ১০. তারপর অল্প অল্প করে সোডিয়াম কার্বোনেট যোগ করুন। যখন pH পেপার নিরপেক্ষ রং ধারণ করে (pH ৩--৬ এর মধ্যে, পূর্বের পৃষ্ঠার ২.২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) তখন সোডিয়াম কার্বোনেট যোগ করা বন্ধ করুন।
- ১১. ফিল্টার পেপার হতে (AP) স্ফটিক সংগ্রহ করুন। চিত্র ২.৫-এ বর্জ্য ফিল্টারের ভিতর দিয়ে জগে জমা হচ্ছে।
- ১২. স্ফটিকগুলো সূর্যালোকে শুকিয়ে নিন। এভাবে তৈরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল।

স্মরণীয়



সোডিয়াম কার্বোনেট যোগ করার সময় pH পেপারকে রং পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। লাল হতে কমলা বর্ণে পরিবর্তিত হবে।











"এটা মনে হচ্ছে যেন আমার নামের সাথে ঠাট্টা করার জন্য দুরভিসন্ধি চলছে! যখন তোমার নাম ওয়াইনার হবে, এটা অনেক হতে পারে!" [এ্যানথনি ওয়াইনার এর প্রতিক্রিয়া]

ওয়াইনারের রাগান্বিত মুখ

গত অক্টবর মাসে এ্যানথনি ওয়াইনারের একটি কথা প্রকাশিত হয়েছিল নিউওয়ার্ক ডেইলি টাইমস্- এ যেখানে সে শাইখ আনোয়ার আল-আওলাকির ভিডিও ইউ টিউবে দেখে বলেছিল, "এটি কোনভাবেই হতে পারে না যে, আমরা আল-আওলাকির মত একজন হত্যাকারীকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইটের মাধ্যমে আমাদের সীমানায় অথবা বিশ্বের অন্য কোন জায়গায় তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছড়ানোর জন্য সুযোগ করে দিবো।"



বিষন্নতা, পরিতৃপ্তি ও উচ্চাকাঙ্খা

সামির খান

তোমার শাহাদাত আমাদেরকে দেখিয়েছে,
রস্ল ﷺ এর সুন্নাতের সঠিক পথনির্দেশনা।
রস্ল ﷺ এর শেষ তিন ইচ্ছে ,
পরিণত হয়েছে তোমার গন্তব্যের চূড়ান্ত সফলতায়।
তাওহীদের প্রতিযোগীরা সর্বদাই প্রতিশ্বন্দ্বিতা করে,
আন্ত্রাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত।

আমেরিকা ক্রমাগত <mark>দূর্দশা</mark>য় ভূগবে, আমাদের আছেন সর্বশক্তিমান আ<mark>ল্লাহ</mark> যিনি কখনো দূর্বল হন না । তাঁর প্রসারিত আলো বেহিসাবী করে দেয় একজনের দুপুর ,

> শাইখ ওসামা আল্মাহর নিকট ওয়াদাবদ্ধ হবার পর, দুঃসাহসিকরা পুনঃরুদ্ধার করছে ইসলামী উপদ্বীপ ।

ঠিক যেনো একটি পূর্ণ চাঁদের উজ্জলতা নিঃসরণ ।

যখন আমরা মুজাহিদীনদের সাথে সফরে বের হচ্ছিলাম, তখনই আমাদের নিকট খবরটি আসলো। হঠাৎ করেই পুরো পৃথিবীটাকে খালি মনে হলো। সত্যিই কি তাঁর সময় শেষ হয়ে গিয়েছিলো? আল্লাহ ﷺ কি সত্যিই এই মহান বীরকে তুলে নিয়েছেন যিনি তাগুতদের সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিতেন? জালেম এবং আগ্রাসী আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধমূলক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে বিষয়টি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

সংবাদটা আমাদের কাছে বিষন্নতা, পরিতৃপ্তি ও আকাঙ্খার একটি মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আসলো। বিষন্নতা কারণ আমরা এ যুগের এক মহান বিপ্রবকে হারিয়েছি- যদি তা না হয়- তাহলে এই যুগের মহান বিপ্রবীকে হারিয়েছি।

পরিতৃপ্ত হওয়ার কারণ তিনি সেটাই পেয়েছেন যা আল্লাহর নবী ﷺ সবসময় আকাঙ্খা করতেন - শাহাদাহ। আর আকাঙ্খা এই জন্য যে রসূল ﷺ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জিহাদ চলতে থাকবে শেষ বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত। আর এ কারণেই শাইখের শাহাদাহ কোন ভাবে অথবা কোন দিক দিয়ে কিংবা কোন উপায়ে মুসলিম দেশগুলোতে

প্রকাশ্য শারি'য়াহ কায়েমের জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা চলতো তার অন্তরায় হতে পারে না।

শাইখ ওসামা ছিলেন একজন বিপ্লবী, যিনি মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যকার আতঙ্কের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছেন, আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, আল্লাহর উপর ঈমান, তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীন দ্বারা কুফরের দূর্গকে ধ্বংস করা সম্ভব। যখন এই উন্মাহর উপর ঝড় ঘনিয়ে আসছিলো তখন তাঁর মত আর কেউ আমেরিকার নৃশংসতার বিরুদ্ধে এমনভাবে দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়ায়নি। যখন আলিমগণ স্বৈরশাসকদের কর্তৃত্বের আতঙ্কে ছিলেন তখন তিনি ছিলেন এক চিলতে আশার আলোর মত মু'মিনদের অন্তরে তাওহীদের আলো প্রজ্জলিত করেছিলেন এবং সৃষ্টিকে কখনো ভয় না করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

আমেরিকার সামনে তিনি যেই দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন, এতে তিনি আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হয়ে গিয়েছেন, যা পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকেই দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখতে পেতো। ইন্দোনেশিয়ার প্রান্তভূমি থেকে আফ্রিকার সাহারা, সর্বত্রই তাঁর নাম সম্মান, ভক্তি ও জিহাদের সাথে উচ্চারিত হতো। দ্বীনের উপর অটল থাকার ধৈর্য্য

দেখে তাঁর শক্ররা চমকে ওঠতো, যা সালাউদ্দিন আইয়ুবির স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি গড়ে তুলেছেন এমন একটা ইসলামী আন্দোলন যার বিচারের হাত গোটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত থাকতো এবং যা বিপথগামী সরকারদের তাদের প্রাপ্য বৃঝিয়ে দিতো।

তিনিই ছিলেন সেই হাত যেই হাত আল্লাহর শক্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের হাতুড়ি চালিয়েছে। তারা তাঁকে যে রকম ভয় পেতো ইতিহাসে অন্য কাউকে এতো ভয় পায়নি। তিনি তাদের প্রকোম্পিত করে দিয়েছেন এবং ধ্বংস করেছেন তাদের আর্থিক আদর্শ, সদর দপ্তর, সেনাবাহিনীও আর্থিক অবকাঠামোগুলো এবং এমনকি তার মৃত্যুর পরও তারা তাঁকে ভয় করেছিলো যে, তাঁর মৃতদেহ মানুষকে দেখালে তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে গোটা পৃথিবীতে এক ধরনের দাওয়াহ। তিনি সবসময় ছিলেন কাফিরদের জন্য পাকস্থলির বিষ এবং মুনাফিকদের জন্য তলোয়ার।

শাইখ ওসামা বিন লাদেন ছিলেন এমন একজন আদর্শ যিনি এই উম্মাহকে শিখিয়েছেন যে বিজয় হচ্ছে মূলনীতিতে অটল থাকা এবং বিজয় সবসময় যুদ্ধক্ষেত্রেই আবশ্যক নয়। যে মুসলিম তার

স্বদেশ ছেড়ে শত্রুভূমিতে গমন করে সে যেন এক উজ্জল শহর ফেলে এক অনুর্বর মরুভূমি বেছে নিলো। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত শ্রেষ্ঠ বাক্য ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে বিজয়ী করার জন্য আমাদের আত্নত্যাগগুলো হতে হবে পবিত্র এবং তা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব, বেতন-ভাতা এ সবকিছুই ছাড়তে হবে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে মুনাফেকী শুধু কথায় নয় কাজেও প্রমাণিত হয়, আমরা কিভাবে দাবি করি যে আমরা মুসলমান অথচ এই বিধ্বস্ত উম্মাহর জন্য কিছুই করছি না. যেখানে রসূল 🕮 বলেছেন আমরা একই দেহের মত। তিনি আরো শিখিয়েছেন যে কোরআনকে সাথী ও সুন্নাতকে অনুসরণ করার দৃঢ় অঙ্গীকার এই দুটি কাজ আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সর্বোত্তম রাস্তা দেখাবে। তিনি শিখিয়েছেন যে ইলম অর্জন করে বিনয়ী হওয়া যায়, যদি হৃদয়টা আল্লাহর স্মরণ দারা সিক্ত থাকে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন রসূল 🕮 এর সম্মান রক্ষা করা -তার পরিণতি যাই হোক না কেন- সেটা একটা বিশাল আত্নত্যাগ। যেহেতু জিহাদ কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন আমাদের কথা ও কাজ হতে হবে 'আত-তাইফাহ আল-মানসূরাহ' (বিজয়ী দল) এরমতো। তিনি আমাদেরকে এসব শিক্ষা এবং আরও বিভিন্ন শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষাগুলোর মৃত্যু ঘটেনি তাঁর মহাপ্রয়াণে; বরং তা রয়ে গেছে এখনো। বস্তুতঃ এই শিক্ষাগুলো হচ্ছে আমাদের রসূল 🕮 এর শিক্ষা যা শাইখ ওসামা পূনর্জাগরণ করেছেন। যতদিন এই পৃথিবীর বুকে ইস-লাম থাকবে, ততদিন জিহাদ অব্যাহত থাকবে। পর্বতগুলো উঁচু নীচু তার সিংহপুরুষকে সাক্ষ্য বহন করে, আকাশ চাঁদোয়া তার বিশাল আকুলতার চাক্ষ্ম প্রমাণ হয়ে,

বিশ্ব পরিণত ফুটপাতে তাঁর বিনয়ী পদক্ষেপের প্রত্যায়ণে,

বিশ্বাসীদের হৃদয় তাঁর ঈমানের তেজস্বিতায় নিশ্চিত,

মাত্র এক হাত ধবংস করেছে আমেরিকার কর্মকান্ড।

আমরা তাঁর অভাব উপলব্ধি করি কারণ এই শতাব্দীতে তাঁর মতো আর কোন মুজাহিদ নেতা ছিলো না, যিনি এতো অন্যায় ও অত্যাচারের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। তাঁর অনমনয়ীয় ও বিদ্রোহী মূলনীতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানব হৃদয়ে।

ঘটনাটি একই সাথে একটি পরিতৃপ্তি নিয়ে এসেছে। এই বীরপুরুষের লক্ষ্য ছিলো শহীদ হওয়া এবং আল্লাহ ্স তাঁকে তা দিয়েছেন। তাঁর জন্য আমরা সবাই এটাই চেয়েছিলাম এবং আশাও করেছিলাম যে একদিন তা হবেই। আল্লাহ স্ক্র তাঁকে বন্দীদশা থেকে হিফাযত করেছিলেন এবং তাঁকে সেটাই উপহার দিয়েছেন যা রসূল ক্ষ্য আকাঙ্খা করতেন। মুসলিম বিশ্বের সহস্রাধিক উদ্মাহ যে জন্য আকুল তা তিনি অর্জন করেছেন - "শাহাদার সুবাস নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাং"।

কাফির ও মুনাফিকদের নিকট এই পরিতৃপ্তি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, কারণ আখিরাতের ধারণা তাদের যুক্তির কাছে অস্তিত্বহীন। জীবনে তারাই সফলতা পেরেছে যারা ইসলামকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রেখেছে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে আর যারা তার ইচ্ছা আকাঙ্খা মত জীবন ধারণ করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ ক্রিবলেন, ব্যাসমান ও যমীনে (সর্বত্রই) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি অবগত আছেন। । সুরা আল-আনাম আয়াত ৩

আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন আমি যে পথ বেছে নিয়েছি তা নিয়ে দিতীয়বার চিন্তা করিনি আবু লাইস আল লিবি, আবু খাবাব আল মাসরী,মোলা দাদুল্লাহ, আবু মুসা আল জারকাবী সহ অনেক মুজাহিদীন নেতাদের হত্যা করা হয়েছে জানা সত্বেও। আমার ও যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে তাদের জন্য, জিহাদ শুধু মহান আল্লাহ ﷺ জন্য, এই নেতা অথবা কমান্ডারদের জন্য নয়। আমি সবসময় এই আশায় ছিলাম যে গোটা পৃথিবীর প্রিয় মুজাহিদ ভাইদেরও একই চিন্তাধারা থাকবে, কারণ একজন মুজাহিদ নেতার মৃত্যু মুমিনদের জন্য পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা অবিচলত থাকবে তারাই সফলকাম হবে।

যখন আমি আমার চারপাশের মুজাহিদীন ভাইদের প্রতিক্রিয়া দেখলাম তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, জীবনে প্রথমবারের মতো তাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্ত কাটালাম। যা দেখলাম তা দেখে আমার মন শীতল হয়ে গেল। যাদের সাথে ছিলাম তাঁরা আসলেই মহান আল্লাহর 🞉 বাণীকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করছিলেন। তাঁদের স্থির আকীদাহ উচ্চস্বরে বলল, "যদি তুমি শাইখ ওসামার জন্য জিহাদ করো তাহলে জেনে রেখো যে তিনি মরে গেছেন, আর যদি তুমি মহান

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে বিজয়ী করার জন্য আমাদের আত্মত্যাগগুলো হতে হবে পবিত্র এবং তা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব, বেতন-ভাতা এ সবকিছুই ছাড়তে হবে"





"তাঁর মৃত্যু তাদের শুধু দুর্দশাই বয়ে নিয়ে আসবে এবং তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে থাকবে, <mark>যতদিন না তারা আমাদের ভূমিগুলো ছেড়ে যাবে</mark>। "

আল্লাহর 🕮 জন্য জিহাদ করো তাহলে জেনে রেখো যে তিনি চিরঞ্জীব।" এই উম্মাহ যেসব মুজাহিদীন সিংহদের জন্ম দিয়েছে তার জন্য একজন গর্বিত না হয়ে পারে না।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত এই জিহাদ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শাইখ ওসামার শাহাদাত কখনোই আমাদেরকে জান্নাতের দরজায় ভীড় করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কাফিরদের বুঝা উচিত যে আমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রজ্জলিত, কোন ব্যাক্তি বা বস্তু নয়। শাইখের দাওয়াহ তোরাবোরার পাহাড়ী পথ থেকে পুরো বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে, স্পর্শ করেছে প্রতিটি মহাদেশের মানুষের মন ও প্রাণ। আজ শুধু পশ্চিমা বিশ্বেরই হাজার হাজার তরুণ যুবক তাঁর শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে জিহাদ ও শাহাদাহর পথ অনুসরণ করছে। তিনি এই গোলার্ধে লক্ষ লক্ষ ওসামা বিন লাদেন রেখে গিয়েছেন। এটা সত্যিকার অর্থে তাঁর রেখে যাওয়া কোন আদর্শ নয়; বরং এটা আসলে রসূল 🕮 এর চূড়ান্ত আদর্শ যা তিনি শুধু পুনর্জাগরণ করেছেন। কিভাবে একজন মুসলিম দাবি করে যে সে চেষ্টা করছে, যেখানে সহীহ মুসলিমে রসূল 🕮 এর বাণী আছে, "যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমার ইচ্ছে করে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হই, আবার যুদ্ধ করে নিহত হই, আবার যুদ্ধ করে নিহত হই।"

ওবামার ঘন্টা বাজানোর মতো ঘোষণা দিচ্ছিলো যার মধ্যে ছিলো যে শাইখ ওসামা শহীদ নয় কারণ তিনি গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছিলেন। ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা যে একজন কাফির নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে "একজন মুস-লিম মুজাহিদ শিরক-কে প্রত্যাখ্যান করে মারা গিয়েছেন।" মুসলিমদের নিকট গণতন্ত্র শিরক কারণ কিভাবে একজন ভোট দিতে পারে যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে না? আল্লাহর শরীয়াহ হচ্ছে তাঁর একমাত্র বৈধ আইন যেখানে তিনি বলেছেন, র্বিধান (দেবার অধিকার) কেবল আল্লাহরই। ১ [সুরা ইউসুফ আয়াত ৬৭] সংখ্যাগরিষ্ঠ যা চায় তার মধ্যে গণতন্ত্রের মূলনীতি নিহিত। কি হবে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাপী হয় এবং

ভোট দেয় শরীয়াহ আইনের বিপক্ষে? তার মানে কি মানবরচিত আইনের জন্য আমরা শরীয়াহ আইন পরিত্যাগ করবো? গোটা পৃথিবীর মুসলিমরা কি বোঝে যে, এটা করলে কি মস্তিষ্কবিকৃতি হবে? মহান আল্লাহ 🎉 তাঁর কিতাবে এটা পরিস্কার করে দিয়েছেন, ৰুএবং যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না; তারাই হচ্ছে কা-ি ফর। । বুরা মায়েদাঃ আয়াত ৪৪] সুতরাং আল্লাহ বলেন যে শাসকেরা শরীয়াহকে বাদ দেয় তারা কাফির। তাই কাফের শাসকের অবাধ্য হয়ে থাকা এইসব মুসলমানের কাছে শ্রেয়।

মুসলিমদের উচিত এই সময়ের মূর্তিকে (গণতন্ত্র) পরিহার করা. ঠিক যেভাবে নবী ইবরাহীম 🕮 তাঁর সময়ে পরিত্যাগ করেছিলেন। শরীয়াতের ভেতরেও অবশ্যই কিছু গণতান্ত্রিক ধারণা আছে, তবে সমস্যা হচ্ছে যে গণতন্ত্রে বলে যে যদি কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে তাদের প্রস্তাবিত আইন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। ইসলামের জন্য বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক দল পুরোপুরি অর্থহীন হবে, যদি তারা কেউই



শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার সংকল্প না করে। তখন সেটাই বোঝায় যে যদি শুধু একটা দল শারী-য়াহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই একমাত্র সঠিক দল, যেখানে অন্যদলগুলো কাফিরদের সমর্থনকারী হয়ে যায় যদিও তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবরচিত আইন অথবা শারী-য়াহ ও মানবরচিত আইনের সংমিশ্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যদি সেই ইসলামী দলটি হেরে যায় শরীয়াহও মানবরচিত শিরকের কাছে হেরে যায়। ঠিক এখানেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ। ভোট দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ আইন দাতা থাকবে কিনা এই ব্যাপারে রায় দেয়া। যারা এই অভিমত অস্বীকার করে আমরা তাদের এই রায় খন্ডনের আহবান জানাই।

তার মানে মৌলিকভাবে ইসলাম এখানে বলছেঃ তাহলে এত রাজনৈতিক দলের কি প্রয়োজন যখন সামান্য কিছু দল শারীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করে? যদি এরকম হয় যে সব রাজনৈতিক দলের সম্মতি থাকে যে সর্বোচ্চ আইন ও শাসন প্রক্রিয়ায় শরীয়াহই থাকবে এবং তা কোনভাবেই দৃষিত করা যাবে না, তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার। বাস্তবে যেটা আদৌ হয় নি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি শরীয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্র কখনোই মেনে নিবে না. এমনকি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের মেনেও নেয় যে. তাদের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে দাওয়া ও জিহাদ এবং কাফিরদের বন্ধু হিসেবে মেনে না নেয়া। মিসরের কথাই ধরা যাক, শরীয়াহ ইসরাইলের সাথে কোন চুক্তিপত্রকে সমর্থন করে না এবং ঘোষণা দেয় যে, স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে জিহাদ করা ফরযে আইন (প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ)। আমেরিকা বা জাতিসংঘ কি এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে?

আসলে শরীয়াহ আইনই যদি সত্যিকার উদ্দেশ্য হয়. তাহলে কেন এমন গণতন্ত্রের নোংরা মোড়কে ঢেকে রাখা যখন শারীয়াহর উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতন্ত্রের অবসান। কেন গণতন্ত্রকে আমরা পরিত্যাগ করছি না যেখানে ইবরাহীম 🕮 শিরক কে পরিত্যাগ করেছিলেন? এটাই কি মিল্লাতে ইবরাহীম প্রশ্রা নয়?

আমেরিকা এবং তার মিত্ররা এখন বিজয়োল্লাসিত্র তবে বাস্তবে তারা বন্ধ দরজার পেছনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কাফিররা ভালভাবেই জানে যে গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে ভয়ানক হামলা হতে পারে এবং শাইখ ওসামার শাহাদাহ জবাবহীন থাকবে না। তাঁর মৃত্যু তাদের শুধু দুর্দশাই বয়ে নিয়ে আসবে এবং তাদের জন্য অ-ি ভশাপ হয়ে থাকবে, যতদিন না তারা আমাদের

ভূমিগুলো ছেড়ে যাবে।

অযথা কান্নাকাটি না করে আমরা তাঁর শাহাদাহর প্রশংসা করছি এবং এটাকে মহান আল্লাহ 🍇 'র পক্ষ থেকে একটি অসাধারণ উপহার হিসেবেই দেখছি। মহান আল্লাহ ଞ তাঁকে এক দশকেরও বেশী সময় রক্ষা করেছেন, গোটা পথিবীর কাফিরদের আতঙ্কে রেখেছেন এবং তাঁকে মুসলিমদের হৃদয়ে গর্ব ও তৃপ্তির উৎস হিসেবে বহাল রেখেছেন। তাঁর শেষটা ক্ষতির ধারে কাছেও না, তিনি গ্রেফতার হননি, বিছানায় শুয়েও মরেননি কিংবা তিনি তাঁর ধর্ম পরিত্যাগও করেননি। বরং মহান আল্লাহ 🕮 ওই দিন সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর আমাকে বছে নিয়েছেন-তাঁর বিনয়ী দুআ'র উত্তরে- যে হামযা বিন আব্দুল মুক্তালিব সাত আকাশের উপরে উঠে একটি সবুজ

পাখি হয়ে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ড জান্নাতে ঘুরে বেরিয়ে যে স্বাদ উপভোগ করছেন তা উপভোগ করার জন্য ।

আমরা মহান আল্লাহ 🍇 র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনো তাঁকে একজন শহীদ হিসেবে কবুল করেন এবং তাঁর নাম ইতিহাসের স্মরণে থাকুক একজন সিংহ হিসেবে. যিনি তাঁর ভালোবাসা ও উদ্বেগ দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তুলেছেন। অবশ্যই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁকে গ্রহণ করেন এবং আমরা মহান আল্লাহ 🎉 র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনো শাইখ ওসামাকে কবুল করেন।





বিপ্লোবীদের উদ্দেশ্যে বার্তা

শাইখ ওসামা বিন লাদিন

আমার প্রিয় মুসলিম উম্মাহ; আমরা তোমাদের সাথে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করছি। ভাগ নিচ্ছি তোমাদের আনন্দ, সুখ ও খুশিতে। তোমাদের আনন্দে আমরা আনন্দিত ও তোমাদের শোকে আমরা শোকাহত। অতঃপর তোমাদের বিজয়ে আনন্দিত হও। তোমাদের শহীদদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আশা করি তিনি তোমাদের মধ্যে আহতদের নিরাময় করে দেবেন এবং বন্দীদের মুক্ত করে দেবেন।

> ইসলামের অনুসারীদের উপর বিকশীত হল বিজয়ের ক্ষণ

যখন আরবের ভূমি থেকে শাসকেরা হল অপসরণ

যখন বার্তা এল মোদের কাছে - এই দিনগুলো পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে একাধিক সিংহাসন

> এরই মাঝে আছে চিহ্ন খুশির বার্তার ও দিক নির্দেশণ

এই উন্মতের বিজয়ের সূচনা পূর্ব দিক থেকেই শুরু হয়। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে পশ্চিম দিক থেকে উঠলো বিপুবের সূর্য। বিপুবটা উজ্জ্বলিত হল তিউনিসিয়া থেকে এবং এই উন্মতও তাকে সায় দিল, তাই মানুষের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হতে থাকল আর অন্য দিকে সেটা শাসকদের গলা চিপে ধরল এবং ইহুদীরা সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্তের আগমনের আশায় আতঙ্কগ্রস্ত হল। অতঃপর সেই জালিমদের পতনের পর, অবমাননা, ভয়, বর্জন ও দাসত্বের অর্থেরও পতন ঘটেছে। অন্যদিকে, স্বাধীনতা, মহিমা, মনোবল, নির্ভীকতার অর্থ জেগে উঠেছে আর তাই পরিবর্তনের হাওয়া মুক্ত হওয়ার আকাঞ্জাকে উড়িয়েছে।

তিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে তারা এই পরিবর্তনকে ভালই পেয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কিনানার বীরযোদ্ধারা (মিশরীয়রা) তিউনিসের স্বাধীন মানুষের কাছ থেকে এক টুকরো জ্বলম্ভ কাঠ নিয়ে লিবারেশন স্কয়ারে নিয়ে এসেছে। তারপরে আরম্ভ হল সেই সেরা বিপ্রব এবং সেটা কেমন বিপ্রব ছিল? এটি ছিল মিশরসহ পুরো উম্মতের জন্য সেই চূড়ান্ত বিপ্লব, এটা দেখার জন্য যে, এই উম্মত কি আল্লাহর দেওয়া রশি শক্ত করে ধরবে নাকি? এই বিপ্লব খাওয়া পড়ার জন্য ছিল না, বরং এটি ছিল গর্ব ও মহিমার জন্য। এটি ছিল ত্যাগ ও অর্পণের বিপ্লব। এটি নীল নদের এক পাশ থেকে আরেক পাশের শহর ও গ্রামগুলিকে আলোকিত করেছে। সেই সময়ে ইসলামের তরুণদের কাছে এসেছে গর্ব এবং তাঁদের মনে তাঁদের পির্তৃপুরুষদের সময়ে ফিরে যাওয়ার আকাজ্ফাটা তারা উপভোগ করেছে জালিমদের দমন করার উদ্দেশ্যে লিবারেশন স্কয়ারে আগুন জালিয়ে। তারা মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে. তারা তার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছে, মিথ্যার সৈন্যদেরকে তারা ভয় পায়নি এবং তারা একটি অঙ্গীকার করেছে এবং সত্যিই তারা তা রক্ষা করেছে কারণ দৃঢ় সংকল্পতা ছিল শক্ত, গোটা জনগণ ছিল তাঁদের সমর্থক এবং বিপ্রবটাও ছিল সম্ভাবনাময় ।

পৃথিবীর সব স্বাধীন বিপ্লবীদের বলছিঃ প্রথম পদক্ষেপটা শক্ত করে ধরে রাখ, আলোচনার ব্যাপারে সাবধান থাক কারণ সত্যের মানুষ ও ধোঁকার মানুষের মধ্যে কখনোই কোন মধ্যপথ হতে পারে না।

এবং মনে রেখ যে আল্লাহ তোমাদের এই দিনগুলি দিয়েছেন যার ফল তোমরা পরে এক সময় পাবে। তোমরাই এর নেতা ও যোদ্ধা এবং তোমাদের হাতেই আছে এর পথ ও লাগাম। অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য এই উন্মতই তোমাদেরকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল, তাই তোমরা আগে বাড়তে থাকো এবং মুসীবতকে ভয় করো না।

লক্ষ্যবস্তুর প্রতি শুক্র হয়েছে অগ্রগমন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দৃঢ়চিত্তে হয়েছে অগ্রসর আর যে মুক্ত, যদি হয় সে আগুয়ান না হয় সে সহজে শ্রান্ত না যায় তাকে থামানো

তাই সে থামবে না যতক্ষণ না সে তার লক্ষ্যবস্তুগুলো

এবং সেগুলোর শেষ আকাজ্কাগুলোসহ হাসিল করে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়। তোমাদের বিপ্রব এই নির্গত যুদ্ধের একটি খুঁটি এবং আঘাতপ্রাপ্ত এবং আহতদের জন্য আশার আলো। যেহেতু তোমরা মুসলিম উম্মাহকে স্বস্তির ছায়া দিয়েছ, আল্লাহ তোমাদের ভোগান্তি দূর করে দিবেন, ইনশা-আল্লাহ। যেহেতু তোমরা শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশাগুলো অর্জন করছ, আল্লাহ তোমাদের আশা পূর্ণ করার তওফিক দিন।

সুযোগ ঝাড়া নারছে তোমার দুয়ারে হতাশা পশ্চাদে এবং আশা সম্মুখে

রক্তের দ্বারা, সম্মান ফিরে আসে যেভাবে অধিকৃত হয়েছিল

কারন সিংহ মৃত্যু আস্মাদন করে তার গুহা বাঁচাতে
তবে কীভাবে তার নিন্দা করা যায় - যে তার আত্মা
উৎসর্গ করে তার রবের প্রতি বাতিলকে সরানোর
জন্যে ?

অতঃপর হে আমার মুসলিম উন্মাহর যুবকেরা, তোমাদের সামনে এখন আছে এক প্রসস্থ রাস্তা এবং এই উন্মতের সাথে দাঁড়াবার জন্য ও শাসকদের ইচ্ছা, মানুষের বানানো আইন ও তার সাথে পশ্চিমের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটা একটা দূর্লভ ও সেরা ঐতিহাসিক সুযোগ। এই সুযোগ হারালে তা হবে একটা বড় পাপ ও বিশাল অজ্ঞতা, কেননা এই উন্মত যুগ যুগ ধরে এই অপেক্ষায় আছে। সুতরাং এই সুযোগে ধ্বংসকরে দাও প্রতিমাগুলো এবং তার ভাঙ্কর্যগুলো এবং স্থাপিত কর ন্যায়পরায়ণতা ও ঈমান।

এই সময়ে আমি সত্যবাদীদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং গুরুত্ত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে তাঁদের মতামত পরিবেশন করবার জন্য একটা সংগঠন থাকা ওয়াজিব এবং তাদেরকেও মনে করিয়ে দিতে যারা আগেই এই জালিম শাসকদের উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিল, কারণ সত্য হচ্ছে



তারা জনগণের আস্থা অর্জন করেছে এবং তাদের চোখে বিশ্বাসযোগ্য। তাই তাদের এই উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত, বিলম্ব না করে এটি প্রচার করা উচিত এবং তা যেন জালিম শাসকের কর্তৃত্বের থেকে দূরে থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আরেক সংগঠন যারা সর্বশেষ ঘটনাগুলোকে হাতে নিয়ে মুসলিম উন্মতের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করবে ও এই উন্মতের বুদ্ধিমান মানুষের প্রস্তাবনা থেকে লাভবান হবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সব তদস্ত কেন্দ্রগুলোকে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের মাঝের জ্ঞানী লোকদের সুযোগ নেওয়া উচিত।

যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগ্রামী মানুষদেরকে নিষ্ঠুর শাসকদের কাছ থেকে উদ্ধার করা যেখানে তাদের সন্তানেরা হত্যার শিকার হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা শাসকদের কিছু হাত কেটেছে তাদেরকে শেখানোর জন্য যে এই বিপ্লবকে কিভাবে সুরক্ষা করা যায় এবং তার উদ্দেশ্যগুলো কিভাবে অর্জন করা যায়।

সঠিক সময়সূচি এবং চাহিদাগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যারা এখনও তাদের বিপুব শুক্ করেনি তাদের সহযোগিতা করতে হবে কারণ বিলম্ব করা মোক্ষম সুযোগের ক্ষতি করে ও আগে তাড়াহুড়ো করলে আঘাত ও হত্যার সংখ্যা বাড়ে। যদিও আমার মনে হয় যে বদলে যাওয়ার হাওয়া পুরো ইসলামিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে — আল্লাহর ইচ্ছায় তরুণদের যতটুকু দরকার প্রস্তুত হয়ে যাবার এবং হক্কানী অভিজ্ঞ আলিমগণের সাথে পরামর্শ না করে কোন কিছু না করবার, যারা অর্ধেক সমাধানের পরামর্শ দেওয়া থেকেও অধিক দুরে থাকে ও শাসকদের সাথে মধুর সুরে কথা বলে না। কারণ এটা প্রচলীত কথা যেঃ

সাহসী মানুষর সাহসের পূর্বেই উপদেশ আসে প্রথমে এটা গণ্য করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত আসবে সাহসীকতা।

আমার প্রিয় মুসলিম উন্মাহ; অনেক দশক আগে তোমরা অনেক বিপ্রবই দেখেছো যা নিয়ে মানুষ উল্লাস করেছে এবং তার কিছুদিন পরেই তার দুর্দশা উপলব্ধি করেছে। তবে এই উন্মত এবং এই উন্মতের বিপ্রবকে এখন বিভ্রান্তি ও জুলুম থেকে সংরক্ষণ করবার রাস্তা হচ্ছে সচেতনতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন বিষয়ের ধারণাসমূহ ঠিক করা, বিশেষ করে মূলনীতিগুলো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ঠিক করা ইসলামের প্রথম স্তম্ভের ব্যাপারে ধারণা। তাই এই ব্যাপারে যত বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি উত্তম বই হচ্ছে শাইখ মুহাম্মাদ কুতুব -এর "যে ধারণাগুলো অবশ্যই সংশোধন করতে হবে"।

সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের বিষয় হচ্ছে অনেক দশক যাবত এই শাসকদের দ্বারা পরিচালিত ভ্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই উম্মতের সন্তানদেরকে সচেতনতার বিষয়ে এক বিরাট অজ্ঞতায় রেখে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য যত বিপর্যয় এই উম্মতকে আঘাত হেনেছে, তা এরই ফলস্বরূপ ছাড়া অন্য আর কিছু নয়। লাঞ্চণাকর পরিস্থিতি, অবমাননা, দাস মনোবৃত্তিকে মেনে নেয়া এবং শাসকেরা যাই করুন না কেন তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করে আনুগত্য করা এবং একে পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করা হচ্ছে। এবং তাদের উপরই দ্বীন ও দু-ি নয়ার সকল গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্পন করে দেয়া এবং কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে তাদের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সাজানো হচ্ছে। এই সব কিছু মানুষকে তার মানুষত্ব বোধ ভুলিয়ে দিয়ে শাসকের কামনা-বাসনার পিছনে ছুটতে দেখা দেয় আর এভাবেই তার বিবেক-বুদ্ধিচিন্তাহীন ও জ্ঞান শূন্য হয়ে ওঠে এবং সে মানুষ দাবার গুটির

ন্যায় হয়ে যায়। যদি অন্যেরা ভালো করে তবে সেও ভালো করে আবার যদি অন্যেরা খারাপ করে তাহলে সেও খারাপ করে, যা তাকে বানিয়ে দেয় পরিত্যাক্ত অপদার্থের ন্যায়, যেটা শাসক তার ইচ্ছা মত ব্যবহার করবে। এরাই হচ্ছে আমাদের দেশের সেসব মানুষেরা যারা উৎ-পড়ন ও স্বৈরশাসনের দ্বারা ভূক্তভুগি। এবং যারা এসকল শাসকদের খপ্পরে পড়ে শুধুমাত্র তাদের নাম রক্ষার্থে তাদের পক্ষ হয়ে গুলি ছুড়ে।

এসব শাসকেরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে করে মানুষ আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারকে ছেড়ে দেয়; এই ভাবেই তারা এই উম্মতের মেধাকে প্যারালাইজ করে দিয়েছে এবং জনসাধারণের সম্মুখে এধরনের কাজকে গুরুত্বহীন করে দেখিয়েছে। তারা দেশের সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সং-গঠন ও গণমাধ্যমের প্রচেষ্টাগুলোকে একত্র করে তা করতে পেরেছে এবং এর সহায়তায় তারা তাদের বৈধতা কেড়ে নিয়েছে। এইভাবেই তারা মানুষের চোখ, চেতনায় এবং মনে জাদু করেছে, এবং শাসক কে প্রতিমা হিসেবে স্থাপন করার জন্য মিথ্যে ভাবে ধর্মের নাম ও তার সাথে দেশপ্রেম যোগ করেছে, যাতে মানুষ সেটাকে শ্রদ্ধা করে এবং তারা যেন তাদের পিতৃপুরুষদের দেশপ্রেম দেখে মনকে আরও শক্ত করে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে তরুণরাও সেটা থেকে বাঁচতে পারেনি; তারা ফিতরার উপর জন্মানোর পরেও আমাদের উপর নির্ভর করেছে। যে কোন প্রকারেই হোক তারা বিবেকহীন বা করুণাহীন ভাবে তাদের ফিতরাহকে হত্যা করেছে। তাই তরুণ ও বৃদ্ধ তার উপরই বড় হয়েছে। তার ফলে জালিম শাসকেরা তাদের জুলুম বাড়িয়েছে, এবং যারা দূর্বল হিসেবে গণ্য তারা আরও দূর্বল হয়েছে, তাহলে তুমি কিসের অপেক্ষায় আছো? সুযোগ থ াকা অবস্থায় নিজেকে এবং তোমার সন্তানদেরকে



বাঁচাও, কেননা উদ্মতের এই তরুণরা বিপ্লবের ভার বহন করেছে এবং জালিমের বুলেট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছে। তারা তাদের আত্মত্যাগ ও রক্তের মাধ্যমে স্বাধীনতার রাস্তা তৈরি করেছে। তারা সে সকল তরুণ যারা তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তারা এই অবমাননা ও পরাজয়ের দুনিয়াকে কুরবানি দিয়ে শপথ নিয়েছে, হয় সম্মান নাহলে কবর; তাই এই শাসকেরা কি এই বিষয়টি পুরো উপলব্ধি পেরেছে যে, এই মানুষেরা যারা জেগে উঠেছে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় ততক্ষণ পর্যন্ত পিছপা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়?

অবশেষে, নিঃসন্দেহে আমাদের দেশগুলোতে এই চরম নিপিড়ন একটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান অথবা বদলানোর বিষয়ে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছি। তাই যারা একাজ শুরু করেছে তাদেরকে তা পরিপূর্ণভাবে করতে দাও এবং আল্লাহই তাদের সাহায্য করবেন। এবং যারা এখনো শুরু করেনি. তারা যেন এই ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করে যতটু-কু দরকার এবং যেন আল্লাহর রসূল 🕮 - এর এই সহীহ হাদিসের প্রতিফলন ঘটায় যেখানে তিনি 🕮 বলেছেন, "আল্লাহ পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যার কোন অনুসারী ও সাহ-াবী ছিল না, যারা তাঁর অনুসরণ করত ও তার হুকুম মেনে চলত। অতঃপর তাদের পড়ে তাদের উত্তরাধিকারী আসল, যারা যা বলত তা করত না, আর যেসব করতে বলা হয়নি সে সব করত। যে তাদের বিরুদ্ধে তার হাত দিয়ে জিহাদ করেছে সে ছিল একজন মু'মিন। যে তাদের বিরুদ্ধে তার মুখ मिरा जिशम करतरह त्म हिल **धकजन मु** मिन। এবং যে তার নফস দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করেছে সেও ছিল একজন মু'মিন এবং তার

পরে আর সরিষার বীজের দানার সমানও ঈমান অবশিষ্ট নেই।" তিনি আরো বলেছেন, "শেষ বিচার দিবসে শহীদদের নেতা হবেন হামজা বিন আব্দুল মুব্তালিব এবং সেই ব্যক্তি যে তার জালেম শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো এবং বাঁধা দিল (খারাপ কাজ থেকে) এবং নির্দেশ দিল (ভালো কাজের) কিন্তু সে (শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলল। সুতরাং সেই ব্যক্তিরই সুখবর, যে এই সর্বোন্তম নিয়াতে উপর আছে যে, সে মারা গেলে শহীদদের নেতা এবং বেঁচে থাকলে গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকলে।"

তাই সত্যকে সহায়তা করো, এবং এই ব্যাপারে কোন কিছুকে তোয়াক্কা করো না;

> স্বৈরাচারের সামনে হক্ব কথা বলা যেন গৌরব এবং আনন্দের বিষয়;

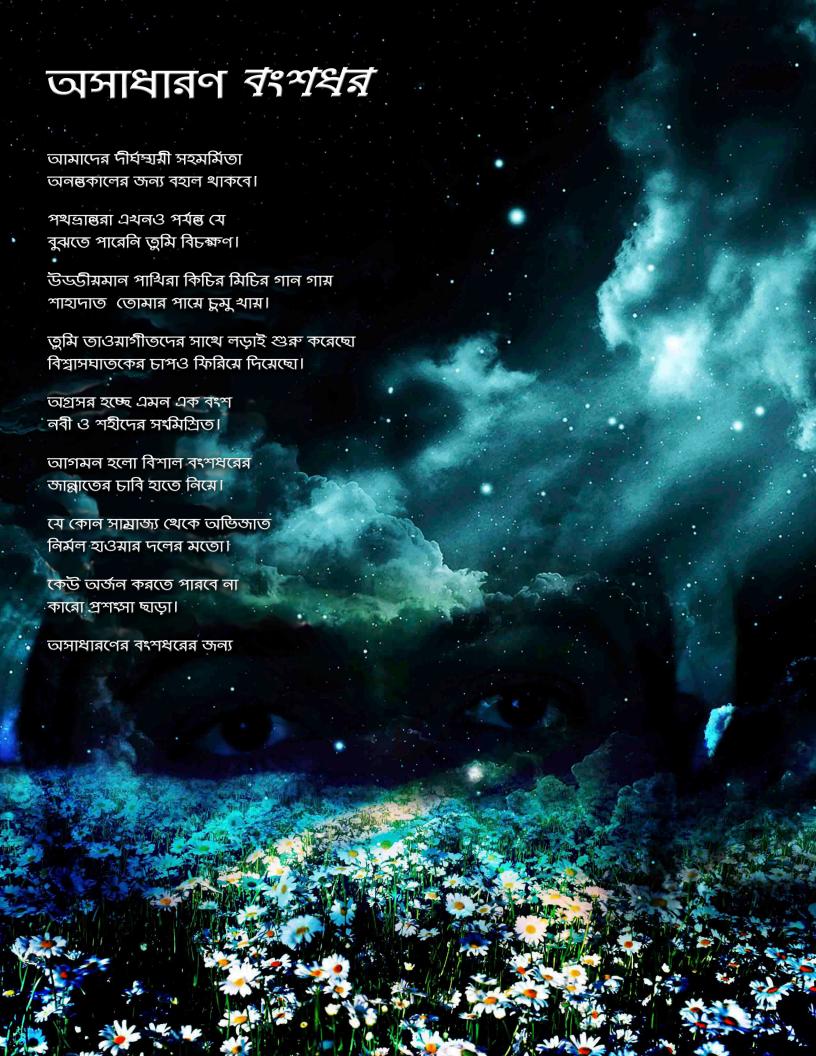
> > এটিই হচ্ছে পথ এই দুনিয়ার এবং পথ অন্যদের;

যদি তুমি চাও, বেছে নিতে পারো তাহলে, দাসত্ব অবস্থায় তোমার মৃত্যুকে;

কিংবা যদি তুমি চাও, বেছে নিতে পারো তাহলে, স্বাধীন অবস্থায় তোমার মৃত্যুকে;

হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সাফল্য দাও যারা তোমার দ্বীনকে সাহায্য করবার জন্য এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে বড় সফলতা দান করার আগ পর্যন্ত ধৈর্য দান করার তৌফিক দাও। তাদের সহিষ্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আত্মবিশ্বাস দান কর। হে আল্লাহ! সঠিক পথ নির্দেশনার উপরে এই উম্মতকে কায়েম করে দাও, যেখানে তোমার অনুগত বান্দারা হবে সম্মানিত আর পাপীরা হবে লাঞ্চিত। যার মাধ্যমে সৎ কাজের নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে এবং অসৎ কাজকে নিষিদ্ধ

করাও সম্ভব হবে। হে আমাদের রব! দুনিয়া এবং আখিরাতে যেটা কল্যাণকর সেটা আমাদের দান কর এবং জাহারামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আল্লাহ! আমাদের দূর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত কর, আমাদের আক্ষমতার প্রতি দয়া কর এবং আমাদের পা-গুলোকে এর উপর দৃঢ় করে দাও। হে আল্লাহ! জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতাদের জুলুম-নির্যাতনের ফায়সালার ভার তোমার হাতেই অর্পন করছি, আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান কর এবং আমাদের সর্বশেষ দু'আ হচ্ছে সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর।





সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ 🍇 তার অনুগত বান্দাদের উপর জিহাদ ফর্য করেছেন এবং জিহাদ যে তাদের নিকট অপছন্দের তাও জানিয়ে দিয়েছেন যেঃ ≰তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়। । সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২১৬] অতএব দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিজের कामना-वामनात विकल्फ প্रकिष्ठा ठालाता, ७য়, দূর্বোগ এবং পরিবার পরিজন ও নিজ বাসস্থল ত্যাগ করে দূরে থাকা- এইসবই এই ইবাদতের বাস্তবিক অংশ। ব্বআমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবো ভয়, ক্ষুধা, দারিদ্র্যু, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফলফসালির ক্ষয় ক্ষতির মধ্য দিয়ে। সুখবর দাও ধের্য্যশীলদের। **৯** সুরা বাক-ারাহঃ আয়াত ১৫৫] মহান আল্লাহ 🍇 আরো বলেন, ধুমদিনাবাসী ও তার আশে পাশের মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহর রসুলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া ও তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করা; কারণ আল্লাহর পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। [সুরা তাওবাঃ আয়াত ১২০]

এই রকমই আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে জিহাদ অপছন্দনীয় হয়ে উঠে তাদের জন্য যারা নিরাপদ, শান্তিকামী এবং বিলাসী জীবন নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে আর ঝুকি নেয়া থেকে অনেক দূরে থাকতে চায়। এ কারণেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিহাদ যা দাবী করে আর মানুষের কামনা-বাসনা যা চায় তা একে অপরের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। ঠিক যেমনটি পরম করুনাময় মহান আল্লাহ স্ক্রিবল্ছেন, র্হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল

যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয় তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধর? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? কিন্তু আখিরাতের তুলনায় এ দুনিয়ার জীবন (অত্যন্ত) নগণ্য । ১ [সুরা তাওবাঃ আয়াত ৩৮] তিনি, সর্বপ্রশংসার অধিকারী, আরো বলেন, ধবল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যা তোমরা অচল হয়ে যাবে বলে ভয় করো, তোমাদের আবাস্থল যা তোমরা ভালবাসো, তাহলে তোমরা আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, জেনে রেখো, আল্লাহ কখনো ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না। । সূরা তাওবাঃ আয়াত ২৪] এবং মহান আল্লাহ 🎉 আরো বলেন, **∢তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যাদেরকে বলা** হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সলাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও?' অতঃ-পর যখন তাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তার চেয়েও বেশি, এবং বলতে লাগলো, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য জিহাদের বিধান কেন দিলে? আমাদেরকে আর কিছুদিন অবকাশ দাও না?' বল, দুনিয়ার এই ভোগ-সামগ্রী একেবারেই নগণ্য! আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলাকে) ভয় করে তার জন্য পরকাল অনেক উত্তম। আর (সেই পরকালে) তোমাদের উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করবেন না। ৯ [সূরা নিসাঃ আয়াত ৭৭]

আর এ কারণেই, জিহাদের পথে দাবী করা হয় আত্মত্যাগ, এর গুরু দায়িত্বকে কাঁধে নেয়া, এর জন্য সব ধরনের মুসিবতের সামনা করা এবং এ সবই অত্যন্ত সবরের সাথে করতে হয়। অথচ আমাদের অন্তর এগুলো করতে অম্বিকার করে, দুনিয়ার চাকচিক্যের সাথে লেগে থাকতে পছন্দ করে এবং নিজেকে নিজেই দুনিয়ার সবচেয়ে নিচু স্তর পর্যন্ত নামাতে দেয়। এই অন্তর দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস করতে ব্যস্ত থাকে এবং এতেই সে সন্তুষ্ট।

আর তাই আত্নার সামনে রয়েছে এমন যুদ্ধ, যাতে আছে মৃত্যু ও আতঙ্ক আর তার পিছনে রয়েছে বর্তমান জীবন যাতে আছে বংশধর ও ধন-সম্পত্তি। সুতরাং আত্না হয় সামনে জিহাদের পথে এগিয়ে যেতে পারে নতুবা জিহাদে সুফল পাওয়া সত্ত্বেও পা পিছলিয়েই দুনিয়াতেই মগ্ন হয়ে থাকতে পারে। এ কারণেই, আত্মা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ কারণ সে চায় সবকিছু নগদ এবং বাকিতে কোন কিছুই সে গ্রহণ করতে নারাজ।

হয় জিহাদ নয়তো অপমানিত হওয়া, সিদ্ধান্ত আপনার ঃ

এই বিষয়ের রহস্য আমরা উদঘাটন করতে পারি রসূল 🕮 এর এই বাণীর মাধ্যমেঃ "যখন তোমরা বাই'আ আল-'ইনা (এক ধরনের সুদের ব্যবসা) করবে, খাঁড়ের লেজের পিছনে ছুটবে, ক্ষেত-খামার করেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের দ্বীনে ফিরে আস।" এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদকে সবকিছুর উপরে প্র-াধান্য দিতে হবে এবং কেউ বর্তমান জীবনে মগ্ন থাকার অজুহাতে এটাকে অবহেলা করতে পারবে না। তবে যদি জিহাদে অংশ নেয়ার পাশাপাশি ক্ষেত-খামারে কাজ করা যায় সেটা ভিন্ন কথা। অন্যথায়, প্রাধান্য দেয়া হয়েছে জিহাদকে যেখানে জান-মাল ও দ্বীন সংরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনে রাজাব আল-হানবালী বলেছেন, 'এ জন্যই



সাহাবীগণ ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন না, কারণ এতে জিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়।'

শহীদ ইমাম ইবনে আন-নুহাশ উপরোজ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীসের অর্থ হল, যদি মুসলিমরা জিহাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে ক্ষেত-খামার ও কৃষি কাজে মগ্ন হয়ে থাকে, তখন শক্ররা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং এ কারণে বিপর্যয়ের সময়ে মুসলিমদের অপ্রস্তুত

আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদয় তুলে ধরা।

রসূল ্ব্রু এর সেই হাদীস ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজ দ্বীনে ফিরে আসো" - এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন, একদিকে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও তা পরিহার করা আর অন্যদিকে দুনিয়ার প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীল হয়ে পরা হচ্ছে নামান্তরে দ্বীনকে ত্যাগ করা ও এর থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং গুনাহগার ও অপরাধী হওয়ার জন্য পারবে আর না চিনবে দ্বীন, বরং দ্রান্তি ও কুফরকে সাথে নিয়ে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় চাই। এর সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হচ্ছে আন্দালুসিয়া -যা এখন ভুলে যাওয়া অতীত হয়েগিয়েছে। এর মানে হচ্ছে কাফিরদেরকে মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে বের করে দেয়া এবং সেই ভূমি ও মুসলিমদের দ্বীনকে রক্ষা করা জিহাদ ছাড়া আর অন্য কোন

আর এ কারণেই, জিহাদের পথে দাবী করা হয় আত্মত্যাগ, এর গুরু দায়িত্বকে কাঁধে নেয়া, এর জন্য সব ধরনের মুসিবতের সামনা করা এবং এ সবই অত্যন্ত সবরের সাথে করতে হয়। অথচ আমাদের অন্তর এগুলো করতে অস্বিকার করে, দুনিয়ার চাকচিক্যের সাথে লেগে থাকতে পছন্দ করে এবং নিজেকে নিজেই দুনিয়ার সবচেয়ে নিচু স্তর পর্যন্ত নামাতে দেয়।

আর মোকাবিলা করার অক্ষমতা দেখা দিবে। এর আরও কারণ হলো, তাদের এই অবস্থায় (ভোগ-বিলাস, সুসজ্জিত আবাস ও আরাম প্রিয়তা) জী-বন-যাপন করাকে নেমে নেয়া।

আর তাই আল্লাহ তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত লাঞ্চণা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখবেন যা থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের ফরজ দায়িত্বগুলো অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলাম ও এর অনুসারীদের সহযোগীতা করা, আল্লাহর কালেমাকে সবার উপরে তুলে ধরা এবং কুফর ও তাঁর অনুসারীদেরকে লাঞ্চিত করা আবার পালন করা শুরু করে দেয়।

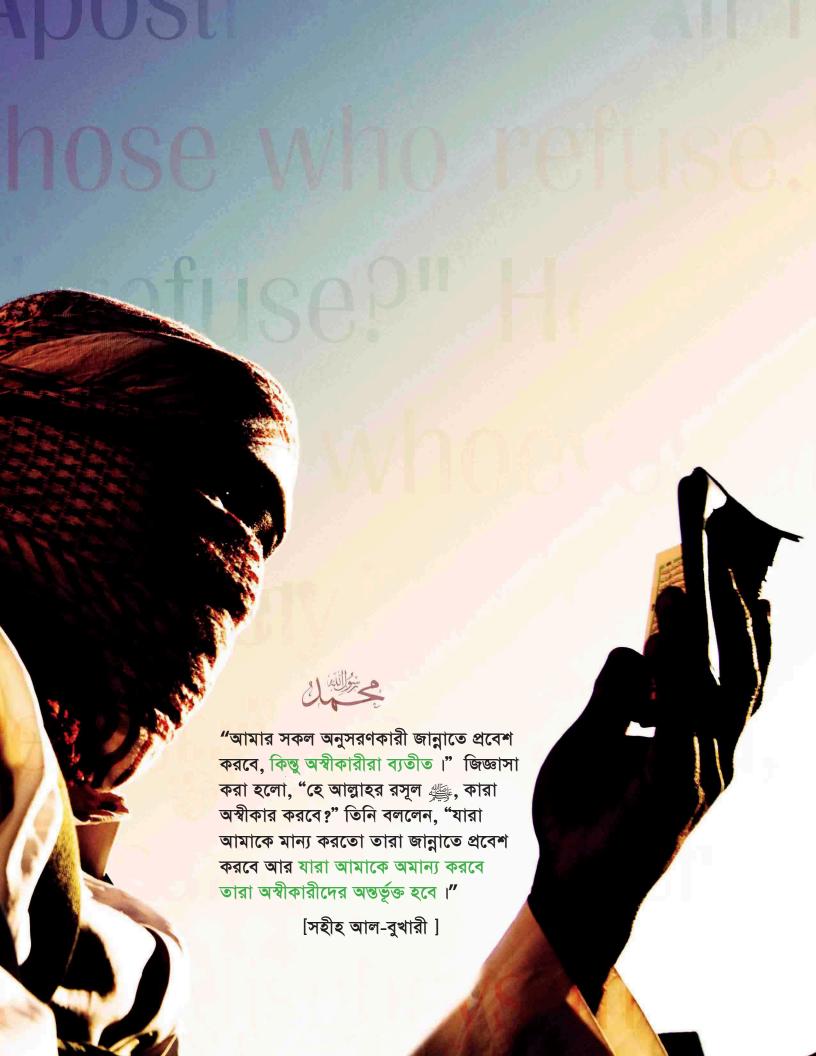
আর তাই আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লাঞ্চণাকর ও অমর্যাদাকর অবস্থা বিরাজিত রাখবেন,
এমন পর্যায় পর্যন্ত যখন তাদের নিজেদের আজাদ
করতে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবেকাফেরদের সাথে লড়াই করা, তাদের প্রতি কঠোর
হওয়া, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি কোমল হওয়া
ও তাদের সমর্থন করা, ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা,
মানুষ ও মানুষের বিধান অবজ্ঞা করে মহান

এতটুকুই যথেষ্ট।

এখানে দ্বীন ত্যাগ করা মানে এই নয় যে -মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন- সেই ধরনের কুফরী করা যার কারণে একজন তার দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় যা অনেকে মনে করতে পারে। আমার এটি মনে করি কোন বিজ্ঞ আলিমগণই এ ধরনের কথা বলবেন না যে, কোন মুসলিম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জিহাদ পরিত্যাগ করে এবং দুনিয়ার জীবনে মগ্ন হয়ে থাকে, তাহলে সে কা-ফর হয়ে যাবে। তবে, -মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন- জিহাদ পরিত্যাগ করে দুনিয়ায় মগ্ন থাকার প্রকৃত অর্থ এই যে, কাফির দুশমনরা মুসলিমদের দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। এর ফলশ্রুতিতে, দুশমনরা দ্বীনের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ মানব রচিত আইন বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সাথে হকু ও হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে। এ সবকিছুর ফলে যা হবে, দুর্নীতির প্রসার ঘটবে, কুফরী ছড়িয়ে পড়বে, দ্বীন দূর্বল হয়ে পড়বে এবং একই সাথে দ্বীন থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরের মধ্যে দূরত্ব বাড়বে। আর সময়ের স্রোতে এমন এক প্রজন্ম জন্ম নিবে যারা না হক্বকে চিনতে

ভাবে সম্ভব নয়। এছাড়াও এই হাদীসটি আরো বুঝায় যে, দা'য়ীদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে মানুষ 'জিহাদ' নামক ইবাদতের দিকে ফিরে আসে এবং এর দায়িত্ব পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ জিহাদই হচ্ছে একমাত্র বৈধ পথ যার মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সঠিক সমাধান হবে এবং দ্বীন তার প্রকৃত অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে যাতে এই দ্বীন হবে সম্মানিত ও কুফর হবে লাঞ্চিত, আর ইসলাম হবে প্রসারিত এবং শির্ক হবে দমিত।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হালিমী কিছু উজি করেছেন যেখানে তিনি এই হাদীসটির ব্যাখ্যার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে কিছু দ্বীনি আলিমগণ জিহাদকে ইসলামের মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তা যথার্থ ঠিক যেমন ইমাম ইবনে কাসিম আল-হানবালী তার 'আলা আল-রাউদ সংকলনে বলেছেন, "কিছু আলিমগণ জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করে, যে কারণে তারা অন্য পাঁচটি স্তম্ভের পরই এটির উল্লেখ করে থাকেন।"





তাকফীরের উপর একটি প্রশ্ন

শাইখ আবদ্ আল-রহমান আতিউল্লাহ

নিম্নলিখিত অংশটি নেয়া হয়েছে লেখকের একটি ছোট বই থেকে যার শিরোনাম হলো - "তাকফীরের উপর নিযুক্ত হতে এবং তার প্রয়োগ করার সম্পর্কে জবাব"

প্রশ্ন ঃ

'দ্বীনি আলিমগণ কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা সম্পর্কে অনেক শর্ত আরোপ করেছেন। তাহলে যখন কাউকে সরাসরি জিজেস করা হবে তখন কি শর্ত উপস্থিত ও নিবারণমূলক শর্ত অনুপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয়, নাকি তার সাধারণ পরিস্থিতি থেকে বুঝে নেয়া যথেষ্ট? উদাহরণ স্বরূপ, দুই পবিত্র স্থানের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা টিভি নাটকের মধ্যে দ্বীনকে বিদ্রূপ করছে, যদিওবা তারা পূর্ব থেকেই তাওহীদ জানে এবং এটাও জানে যে, তাদের এইরূপ করা হচ্ছে কুফরের শামিল। আমার মনে হয় না তারা এর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। অতএব তাদেরকে কি তাদের সাধারণ পরিস্থিতির উপর বিচার করতে হবে, নাকি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তাদের বিষয় আরো বিস্তারিত জানতে হবে?

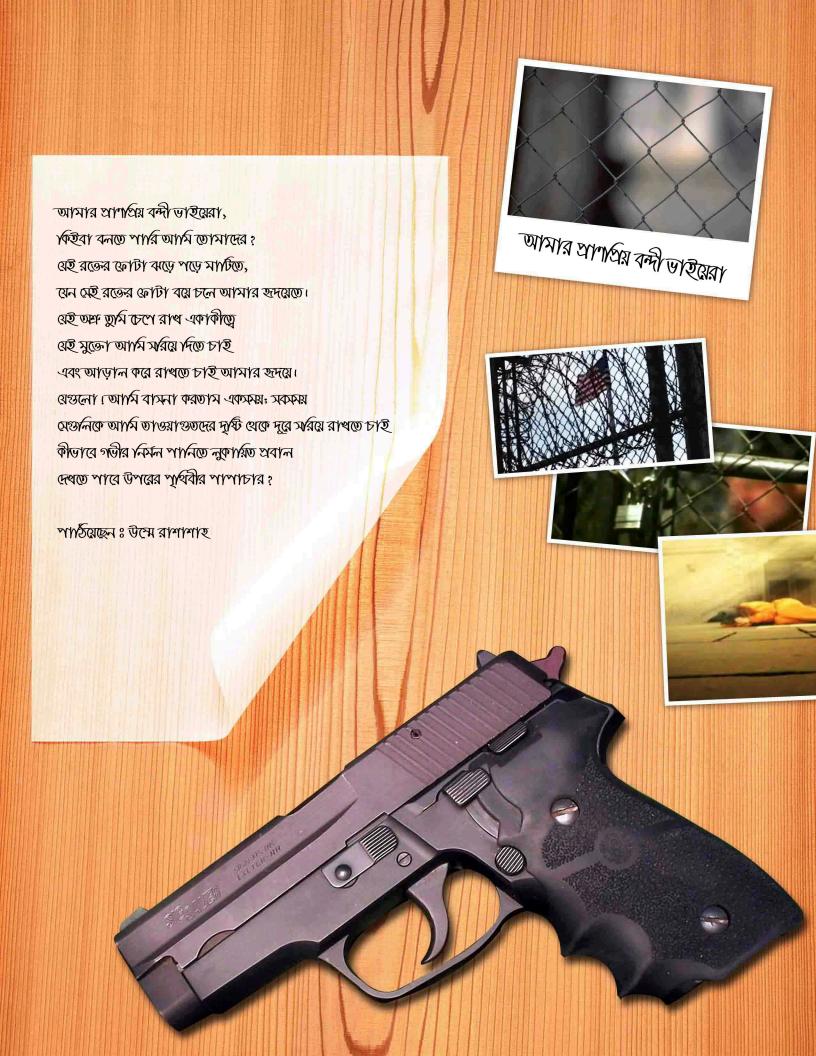
উত্তরঃ

কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসের উপর বিচ-ার করা যাবে না যদি না সেই আবশ্যক শর্তের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে জানা যায় এবং এর সাথে নিবারণের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, এ বিষয়টি সকল আলিমগণই ভাল করে জানেন। সাধারণ মানুষ এবং যারা দ্বীনের তেমন জ্ঞান রাখে না. এমন মানুষদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে তাদের কাউকে চটজলদী করে কাফির বলা যাবে না, যা মূলত আলিমগণের কাজ। এই বিষয়ে যে অজ্ঞ তার বলা উচিতঃ "আমি জানি না, আলিমদের জিজেস করো।" আর তাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে মহান আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, তাঁর রসূল এর উপর ঈমান আনে ও তাগুতদের সাথে কুফরী করতে হবে।

অন্যথায়, এমন পরিস্থিতি আছে যেখানে আলিমগণের মতো নিরক্ষর ব্যক্তি সমভাবে জানা অবিশ্বাসীদের কুফফার এর আচরণ চিনতে পারে, যেমন সত্যিকার কাফির যারা ইসলামের সাথে সরাসরি সংশ্রিষ্ট নয়। এমনই করতে হবে সুস্পষ্ট দ্বীনত্যাগীদের ক্ষেত্রে যারা ইসলামকে ত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছে এবং ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে চলে গিয়েছে- আমরা মহান আল্লাহ নিকট এর থেকে পানাহ চাই এবং তার থেকে যে আল্লাহ, তাঁর রসূল 🕮, দ্বীন ও তাঁর আয়াত কে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এটা হল্ফ করে বলা যায় ও এতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যা সম্ভাব্য সেই ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ 'এটাকে কি বিদ্রুপ ও ঠাটা হিসেবে ধরা যাবে কি না?' এটা জ্ঞানীদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সাবধানতাকে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে; নচেৎ সেই লোকটি ধ্বংস হয়ে যায়।

এই বিষয়টি বিপজ্জনক এমনকি দ্বীনি আলিমগণের জন্যও, কারণ তারা এটা নিয়ে গবেষণা করে এবং সত্যি তারা প্রয়োজন ছাড়া ত্বরিৎ কোন সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করে।

আপনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা দুটি পবিত্র ভূমিতে থেকে দ্বীনকে বিদ্রুপ করে তাদের টিভি নাটকের মাধ্যমে, তাদের ক্ষেত্রে তারা যা বলেছে তা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া তাদের হাতে সেই জায়গার দ্বীনি আলিমগণের মানুষদের মধ্যে যারা এইসব ঘটনার ব্যাপারে সচেতন । আর সাফল্য আসে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। 👖



আমাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন



যদি আপনি এই ম্যাগাজিনের সাথে শরীক হতে আগ্রহী হন, তাহলে আপনার যে কোন অভিজ্ঞতা দিয়ে - তা হতে পারে লিখনী, গবেষণামূলক কাজ, সম্পাদনা অথবা পরামর্শ কিংবা আমাদের কাছে কোন ধরনের প্রশ্ন পাঠাতে চান, তাহলে নিচের দেয়া যে কোন ই-মেইল ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমরা সকলকে আহবান করবো তারা যেন Asrar al-Mujahideen program ব্যবহার করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন; যেই ব্যাপারে আমাদের প্রথম ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক যখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে তা করার চেষ্টা করবেন। আমাদের পাবলিক কী নিচে দেয়া হলো।

inspire11malahem@gmail.com inspire1magazine@hotmail.com inspire2magazine@yahoo.com inspire22malahem@fastmail.net

#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

pyHAvNeRKLqFHJG+LA5hZfEYlSJCYB6zeKc5Bq1F5EwjBuJyt0
9cMJHoSdEv98hVymwhLsOgLzigJHPTfxA0Ani7EWNaZx1hLaRm
/hBmHErTQ6hZFuBiqnZ1WCEf5NbM7r8iKc0JEkryxlT8jehgIo
C2e0/uG35q1cmRudP4eanVKfikQnojeEz3D1bD3iKWZNx7HBhL
2z6YOtfG8sFb8AyjXv8SEHaRHGO37uwlD8UNguxIRwanb5yEYP
bD1bc4XFfy8JJgRNY8xWqAOwDZAciQ9MykgLZDoxxk/fBxm+Ni
x+VRQsxDk9BDg6OYw4hcgqhu1yWItz6858NA9rl7Y2ki78bMZP
J9HXAD3J6OiW9dKXYLE4mhwpe0C9iqfsDNhwepvawL0K8R8sZj
3MnlUAwm8hLjEX794qGPD2cPonp3lxICMddtQRSR3sN23bJOLF
/OOZhU9Shqv3k0rA4YfT3XoqLoeprXucHzXFRX0CCQOdrnFQzG
+49YV1YeTPpv7TtHvLoYxbsI31ieOPogM7/rKXvQRRzZFstkxA

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

